مسائل الحج والعمرة

হজ্ব ও উমরাহ

পদ্ধতি ও মাসায়েল

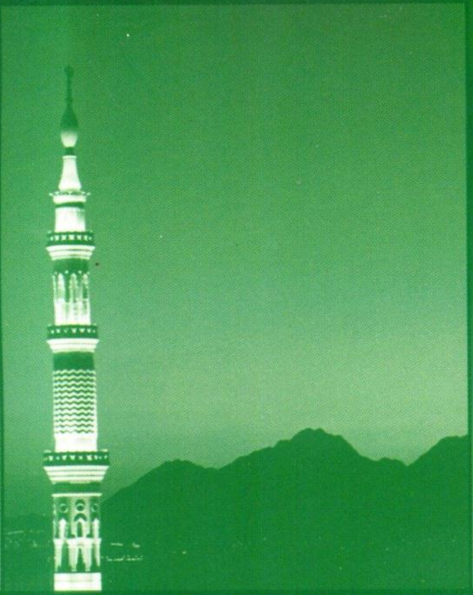

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া

উস্তাদ, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

ইমাম ও খতীব, পল্লবী জামে মসজিদ

مسائل الحج والعمرة

হজ্ব ও উমরাহ

পদ্ধতি ও মাসায়েল

মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া
শিক্ষক, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

হজ্ব ও উমরাহ
পদ্ধতি ও মাসায়েল

মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া
শিক্ষক
মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
শাওয়াল ১৪৩০ হিজরী
অক্টোবর ২০০৯ ঈসায়ী

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ
শাবান ১৪৩৭ হিজরী
মে ২০১৬ ঈসায়ী

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর আততাখাসসুস ফিলফিকহি ওয়ালইফতা বিভাগের শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া সাহেব কিছু দ্বীনদার ভাইয়ের অনুরোধে হজ্বের নিয়মাবলি সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। হাদীস ও ফিকহের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি থেকে ধারাবাহিকভাবে হজ্বের আহকাম এতে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনায় না গিয়ে শুধু জরুরি বিষয়গুলো সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করায় পুস্তিকাটি সর্বসাধারণের জন্য সহজবোধ্য হবে ইনশাআল্লাহ। এটি তাঁদের জন্য বেশ উপকারী হবে বলে আশা করা যায়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পুস্তিকাটি কবুল করুন। এর লেখককে এবং আরো যারা এটি তৈরি ও প্রকাশনায় সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ
সম্পাদক, মাসিক আলকাউসার
মুদীর ও মুফতী, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া

সূচিপত্র

হজ্ব কার উপর ফরয ০৭
হজ্বের ফযীলত ০৯
হজ্ব আদায়কারীর প্রতি কুরআন মাজীদের হেদায়াত ১১
হজ্বের রূহানিয়াত : জরুরি হেদায়াত ১৪
কিছু জরুরি মাসায়েল ১৭
বদলী হজ্বের মাসায়েল ২৯
হজ্বের সফরে ব্যবহৃত কিছু পরিভাষা ৩২
হজ্ব আদায়ের তিন পদ্ধতি ৩৫
উমরাহ ও হজ্বের ইহরামের প্রস্তুতি ৩৬
সফর শুরু ৩৮
শুধু উমরাহ ও তামাত্তু হজ্বকারীর উমরাহ আদায়ের পদ্ধতি ... ৪৩
কখন ইহরাম বাঁধবেন? ৪৪
যেভাবে ইহরাম বাঁধবেন? ৪৫
ইহরাম অবস্থায় যেসব কাজ নিষিদ্ধ ৪৮
ইহরাম অবস্থায় যা নিষিদ্ধ নয় ৫০
মহিলাদের ইহরাম সংক্রান্ত বিশেষ মাসাইল ৫২
নাবালেগ অবুঝ শিশু ও পাগলের ইহরামের নিয়ম
ও এ সংক্রান্ত মাসায়েল ৫৫
তালবিয়ার ক্ষেত্র ও নিয়ম ৫৬
মসজিদে হারামে প্রবেশ ও সংশ্লিষ্ট কিছু মাসায়েল ৫৭

তাওয়াফের প্রস্তুতি ৬০
উমরার তাওয়াফ শুরু ৬২
তাওয়াফ অবস্থার আমল ৬৮
উমরার সাঈ ৭৫
উমরার ইহরাম ত্যাগ ৭৯
মহিলাদের তাওয়াফ সংক্রান্ত বিশেষ মাসায়েল ৮০
হজ্ব আদায়ের পদ্ধতি ৮৬
হজ্বের প্রথম দিন ৮ যিলহজ্বের আমল ৮৭
হজ্বের সাঈ অগ্রীম আদায় করতে চাইলে ৮৭
হজ্বের দ্বিতীয় দিন ৯ যিলহজ্বের আমল ৯২
উকূফে আরাফা (ফরয) ৯৪
উকূফে আরাফায় করণীয় ৯৬
মুযদালিফায় রওনা ১০১
মুযদালিফায় রাত্রি যাপন (সুন্নত) ১০২
হজ্বের তৃতীয় দিন ১০ যিলহজ্বের আমল ১০৬
উকূফে মুযদালিফা (ওয়াজিব) ১০৬
মহিলা ও বৃদ্ধদের জন্য উকূফে মুযদালিফার হুকুম ১০৭
উকূফে মুযদালিফায় করণীয় ১০৮
জামরায়ে আকাবায় কংকর মারা (ওয়াজিব) ১১২
কংকর নিক্ষেপের নিয়ম ও দুআ ১১৩
সময়মতো কংকর না মারলে ১১৫
অন্যকে দিয়ে কংকর মারানো ১১৬
দমে শোকর বা হজ্বের কুরবানী (ওয়াজিব) ১১৭
মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা (ওয়াজিব) ১২২

তাওয়াফে যিয়ারত (হজ্বের তৃতীয় ফরয) ১২৫
হজ্বের সাঈ (ওয়াজিব) ১৩০
১০ যিলহজ্ব রাত থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত
মিনায় অবস্থান (সুন্নত) ১৩১
মিনায় করণীয় ১৩১
হজ্বের চতুর্থ দিন ১১ যিলহজ্বের আমল ১৩২
মহিলাদের কংকর মারা সংক্রান্ত মাসাইল ১৩৪
হজ্বের পঞ্চম দিন ১২ যিলহজ্বের আমল ১৩৫
১১ ও ১২ তারিখ যোহরের আগে কংকর মারার
সময় শুরুই হয় না ১৩৬
দুর্বল নারী, বৃদ্ধ ও মাজুরদের কংকর নিক্ষেপের সময়ে ছাড় ১৩৭
১২ যিলহজ্ব রাতে মিনায় থাকা (মুস্তাহাব) ও
১৩ যিলহজ্ব কংকর নিক্ষেপ করা (মুস্তাহাব) ১৩৮
তাওয়াফে বিদা (ওয়াজিব) ১৩৯
কিরান হজ্বের ধারাবাহিক আমলসমূহ ১৪১
ইফরাদ হজ্বের ধারাবাহিক আমলসমূহ ১৪৪
জরিমানা : দম ও সাদাকাহ ১৪৬
যেসব কারণে জরিমানা আসে ১৪৭
যেসব ক্ষেত্রে জরিমানা দমের পরিবর্তে রোযা রাখা যায় ১৫৫
যেসব ক্ষেত্রে কোনো জরিমানা দিতে হয় না ১৫৬
মদীনা মুনাওয়ারা যিয়ারত ১৫৮
কয়েকটি দরূদ শরীফ ১৬০
হজ্ব আদায়ে সাধারণত যেসব ভুল হয়ে থাকে ১৭১
এক নজরে তামাত্তু হজ্বের আমলসূমহ ১৮৭

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين

হজ্ব কার উপর ফরয

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি হল হজ্ব। প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি, যার মালিকানায় নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং নিজের ও পরিবারের বাসস্থান ও ভরণ-পোষণের খরচের অতিরিক্ত এ পরিমাণ টাকা-পয়সা, স্বর্ণ-রূপা বা জমিজমা রয়েছে, যা দ্বারা হজ্বে যাওয়া-আসার ব্যয় এবং হজ্বকালীন সাংসারিক খরচ হয়ে যায়, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী তার উপর হজ্ব আদায় করা ফরয। হজ্ব জীবনে একবারই ফরয হয়। একবার ফরয হজ্ব আদায়ের পর পরবর্তীতে হজ্ব করলে তা নফল হবে।

প্রকাশ থাকে যে, হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য নগদ টাকা থাকা জরুরি নয়; বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমিজমা কিংবা ব্যবসার মাল হজ্বের খরচ সমপরিমাণ থাকলেও হজ্ব ফরয হবে।

* মহিলার হজ্ব আদায়ের জন্য মাহরাম থাকা জরুরি। মাহরামের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অবশেষে মৃত্যুর আগে বা মাজুর হয়ে পড়লে কাউকে দিয়ে বদলি করাবে। কিন্তু কোনো অবস্থায় মাহরাম পুরুষ ছাড়া হজ্বে যাওয়া জায়েয হবে না। এমনকি এমন মহিলা আত্মীয়, যার সাথে মাহরাম আছে তার সঙ্গী হয়েও যাওয়া যাবে না।-মানাসিক ৫৫-৫৭; গুনইয়াতুন নাসিক ২৬

হাদীস শরীফে আছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, কোনো পুরুষ বেগানা মহিলার নিকট নির্জনে অবস্থান করবে না এবং কোনো মহিলা মাহরাম পুরুষ ব্যতীত সফর করবে না। তখন জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর রাসূল! আমি তো অমুক যুদ্ধে যাওয়ার জন্য নাম লিখিয়েছি অথচ আমার স্ত্রী হজ্বের সফরে বের হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যাও। তুমিও তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্ব কর।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩০০৬

আরেক হাদীসে আছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো মহিলা যেন মাহরাম ছাড়া হজ্বে (সফরে) বের না হয়।-সুনানে দারাকুতনী ২/২২৩

হজ্বের ফযীলত

হাদীস শরীফে হজ্বের বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে এভাবে হজ্ব করবে যে, অশ্লীল কথাবার্তা বলবে না এবং গুনাহের কাজ করবে না সে ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে হজ্ব থেকে ফিরে আসবে যেদিন মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৫২১; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৩৫০

আতা ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَقَضٰى مَنَاسِكَهُ وَسَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থ : যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহর হজ্ব করবে, হজ্বের কাজগুলো যথাযথভাবে আদায় করবে এবং মুসলমানরা তার মুখ ও হাত থেকে নিরাপদ থাকবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।–মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, হাদীস : ৮৮১৭

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ

অর্থ : এক উমরার পর আরেক উমরা করলে মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। আর হজ্বে মাবরুর (মাকবুল হজ্ব)-এর প্রতিদান একমাত্র জান্নাত।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৭৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৩৪৯

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللّٰهِ، دَعَاهُمْ فَاَجَابُوْهُ وَسَئَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ

অর্থ : হজ্ব ও উমরাকারীগণ আল্লাহ তাআলার দল। তিনি তাদেরকে ডেকেছেন, তারা সাড়া দিয়েছে। তারা আল্লাহ তাআলার কাছে চায় তিনি তা কবুল করেন।–মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১১৫৩; মাজমাউয যাওয়াইদ : ৫২৮৮

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত অন্য বর্ণনায় এসেছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَلِمَنْ اِسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ! আপনি হজ্ব আদায়কারীকে ক্ষমা করে দিন এবং সে যার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তাকেও ক্ষমা করে দিন।–সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২৫১৬; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস : ১৬৫৪

হজ্ব আদায়কারীর প্রতি কুরআন মাজীদের হেদায়াত

হজ্ব সম্পর্কে কুরআন মাজীদে সূরা বাকারার ১৯৬-২০৩ পর্যন্ত মোট ৮টি আয়াতে জরুরি হেদায়াত দেওয়া হয়েছে। হজ্ব আদায়কারীর জন্য সেগুলোর প্রতি খেয়াল রাখা জরুরি। তাই এ আয়াতগুলোর অর্থ ও ব্যাখ্যা পড়ে নেওয়া উচিত। নিম্নে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ দু' একটি আয়াত উল্লেখ করা হল।

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

অর্থ : আর তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্ব ও উমরা পূর্ণ কর। (সূরা বাকারা : ১৯৬)

এই আয়াতে হজ্ব ও উমরার নিয়ত ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। তা হল, একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন। সুতরাং দুনিয়ার যশ-খ্যাতি, লোক-দেখানো, হাজ্বী বা আলহাজ্ব উপাধি পাওয়া প্রভৃতি নিয়ত থেকে বিরত থাকতে হবে।

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ

অর্থ : হজ্ব সুবিদিত মাসসমূহে হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি সেসব মাসে (ইহরাম বেঁধে) নিজের উপর হজ্ব অবধারিত করে নেয় সে হজ্বের সময় কোনো অশ্লীল কথা বলবে না, কোনো গুনাহ করবে না এবং কোনো ঝগড়াও করবে না। তোমরা যা কিছু সৎকর্ম কর আল্লাহ্ তা জানেন। (সূরা বাকারা : ১৯৭)

এই আয়াতে ইহরামকারীকে মোট তিনটি বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

১. অশ্লীল কথা বলবে না। স্ত্রীর সাথেও কামোত্তেজক কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকবে।

২. সকল প্রকার গুনাহ থেকে বিরত থাকবে। অর্থাৎ ইহরামের কারণে বিশেষভাবে যা নিষিদ্ধ এবং সাধারণ অবস্থায় যা গুনাহ উভয় প্রকার নিষিদ্ধ কাজ থেকেই বিরত থাকতে হবে।

প্রকাশ থাকে যে, সাধারণ অবস্থায় যা করা গুনাহ ও নিষিদ্ধ ইহরাম অবস্থায় তা আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ; যেমন, অন্যকে কষ্ট দেওয়া, কু-দৃষ্টি ও গীবত-শেকায়েত ইত্যাদি।

৩. ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকবে। এটিও সব সময়ের জন্য নিষিদ্ধ ও গুনাহের কাজ। এ হিসেবে এটি দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। তথাপি আল্লাহ্ তাআলা বিশেষভাবে তা উল্লেখ করেছেন, যেন ঝগড়া-বিবাদ থেকে মুক্ত হয়ে হজ্বের মতো মহান ইবাদত নির্বিঘ্নে আদায় করা যায়।

হজ্বের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্র এমন আছে, যেখানে অনেকে ধৈর্যধারণ করতে পারেন না। অথচ এই সফরের পুরো সময় আল্লাহ্ তাআলার এই হুকুম রয়েছে। তাই খুব সজাগ থাকতে হবে। কেউ বড় অন্যায় করে ফেললেও তার সাথে ঝগড়া-বিবাদ করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, মানুষকে ক্ষমা করে দিলে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা পাওয়া যাবে। বড় সফলতা অর্জিত হবে। হজ্বের সফরে সাধারণত ঝগড়া-বিবাদ হতে দেখা যায় এমন কিছু ক্ষেত্র হল :

* গ্রুপ লিডারের আচরণে কষ্ট পেলে কিংবা তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতির উল্টো হলে।
* খাওয়া-দাওয়া নিয়ে।
* হোটেল নির্বাচন ও থাকার জায়গা নিয়ে।
* মিনা ও আরাফায় নামায পড়া নিয়ে।
* বিশেষ করে মিনায় থাকার জায়গা নিয়ে তো অনেকের একচোট ঝগড়া হয়েই যায়।
* মসজিদে হারামে জায়গা ধরে রাখা নিয়ে।
* বাসের সিট নিয়ে ইত্যাদি।

অতএব নিজের হজ্ব কবুল হওয়ার স্বার্থেই এসব বিষয়ে ঝগড়া থেকে বিরত থাকুন।

হজ্বের রূহানিয়াত : জরুরি হেদায়াত

হজ্ব ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন। জীবনে তা একবারই ফরয হয়। সুদীর্ঘ সফর এবং বড় ধরনের খরচের মাধ্যমে শ্রমসাধ্য এ ইবাদতটি সম্পন্ন হয়। এজন্য সওয়াবও বেশি। সুতরাং হাজ্বীদের উচিত হজ্বের সকল কষ্টকে সৌভাগ্য মনে করে বরণ করে নেওয়া। হজ্বের সকল কাজের উৎপত্তি ও সূচনাতে কষ্ট ও মুজাহাদার সাক্ষ্য রয়েছে। হযরত ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈল আ.-এর মুজাহাদা এবং হাজেরা রা.-এর কষ্ট ও মুজাহাদা দিয়ে এর সূচনা। যার কিছু ছিটেফোঁটার সম্মুখীন হাজীগণ আজও হয়ে থাকেন। তাই এখানের কষ্টকে হজ্বের রূহ জেনে সৌভাগ্যের সাথে মেনে নিবেন। এখান থেকে আল্লাহর জন্য কষ্ট সহ্য করা ও সবরের সবক নিন।

* হজ্ব ও উমরাহ আদায়কারী আল্লাহ তাআলার মেহমান। মেহমানের বিশেষ পোশাক হল সেলাইবিহীন ইহরামের কাপড়। আল্লাহর মেহমান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে এই অনুভূতি সর্বদা জাগ্রত রাখবেন এবং এর স্বাদ অনুভব করার চেষ্টা করবেন। খেয়াল রাখবেন, মেজবান

অসন্তুষ্ট হন এমন কোনো কাজ যেন না হয় এবং তাঁর ঘরের অসম্মান হয়–এমন কোনো আচরণ যেন প্রকাশ না পায়।

* ভদ্র মেহমান মেজবানের বাড়ির কোনো কিছু নিয়ে সমালোচনা করে না। এমনকি ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত কোনো ত্রুটি বা মেজবানের বাড়ির চাকর-নওকরের দোষ-ত্রুটিরও সমালোচনা করে না। আল্লাহর ঘরের মেহমানকেও ভদ্রতা রক্ষা করতে হবে।

* মক্কা মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়ারার মাঝে তুলনা করবেন না; বরং যখন যেখানে থাকবেন সৌভাগ্য মনে করে সেখানের সংশিষ্ট কাজ ও ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকবেন।

* হজ্বের সকল আমলের অন্যতম উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তাআলার স্মরণ তাজা করা। তাই প্রতিটি কাজে এর খেয়াল রাখবেন। স্মরণ ছুটে গেলেই ইস্তিগফার দ্বারা ক্ষতিপূরণ করে নিবেন। ২৪ ঘণ্টা আল্লাহর হয়ে থাকা, বসা- শোয়া, হাঁটা সর্বদা তাঁর খেয়াল তাজা রাখার সবক নিন। সকল ক্ষেত্রে শরীয়তের প্রতি এবং সুন্নত ও আদাবের প্রতি খুব খেয়াল রাখুন।

* প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ তাআলার সাহায্য প্রার্থনা করুন। 'হে আল্লাহ! হেফাযত করুন, সহজ করুন এবং কবুল করুন। আপনার সন্তুষ্টির সাথে সমাপ্ত করার তাওফীক দিন।' হজ্বের সকল কাজ এই মিনতি ও প্রার্থনা দ্বারা শুরু ও শেষ করুন।

* আল্লাহ তাআলার দরবারে হাজিরীর অনুভূতি নিয়ে ইহরামের পর থেকে বেশি বেশি তালবিয়া পড়বেন। সৌভাগ্যবান হাজ্বী তিনিই, যিনি তালবিয়ার সময় এ খেয়াল করেন যে, ডানে-বামে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পাথর, তরুলতা সবকিছু তার সাথে তালবিয়া পড়ছে। সকল অবস্থা এবং অবস্থানের পরিবর্তনে তালবিয়া পড়া সুন্নত। এর মাধ্যমে সকল অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সম্মুখে উপস্থিত রয়েছেন বলে যবানে স্বীকার করছেন। তাই দিলে দিলেও এ খেয়াল জাগ্রত রাখুন।

* তাওয়াফ অবস্থায় যদিও কথা বলা জায়েয, কিন্তু যথাসম্ভব আল্লাহ তাআলার ধ্যানে মগ্ন থাকবেন। তাঁর সন্তুষ্টি, রহমত, বরকত ও মাগফিরাত এবং মুহাব্বত লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর ঘরের চারপাশে ভিক্ষুকের মতো ঘুরছেন–এ ধরনের ধ্যানে বিভোর থাকবেন।

* তাওয়াফ, সাঈ এবং হজ্বের সকল ক্ষেত্রে ভিডিও করা, ছবি তোলা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকুন। হারামের এলাকায় সব ধরনের গুনাহ বিশেষ করে চোখের গুনাহ থেকে বিরত থাকুন। কেননা বাইতুল্লাহ হল গুনাহ মোচনের স্থান। সেখান থেকে মানুষ পবিত্র হয়ে আসে। কেউ যদি সেখান থেকে গুনাহর বোঝা বাড়িয়ে নিয়ে আসে তাহলে এই হতভাগা তার গুনাহ থেকে পাক হবে কোথায় গিয়ে?!!

* অনুরূপভাবে সাফা-মারওয়ার সাঈর সময় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি, তাঁর মুহাব্বত ও মাগফিরাত লাভের

উদ্দেশ্যে ছোটাছুটি করা হচ্ছে এবং এগুলোর সন্ধান করছেন এমন নিয়ত করবেন। ভাববেন, মারওয়াতে গেলে বুঝি ওসবের সন্ধান মিলবে। আবার সেখানে গিয়ে ভাববেন, সাফাতে গেলে মাওলা হয়ত দিয়েই দিবেন।

* হজ্ব-উমরাতে কোনো নির্দিষ্ট দুআ পড়া জরুরি নয়। এমন কোনো দুআ নেই, যা না পড়লে হজ্ব-উমরাহ হবে না। শুধু তালবিয়াটা মুখস্থ করে নিবেন। তারপরও এ পুস্তিকায় গুরুত্বপূর্ণ ছোটখাটো কিছু দুআ উল্লেখ করা হয়েছে। যারা আরবী পড়তে পারেন তাদের উদ্দেশ্যে শুধু আরবী পাঠ দেওয়া হয়েছে। বাংলা উচ্চারণ দেখে দুআ পড়া ঠিক নয়। তাই তা দেওয়া হয়নি। প্রয়োজনে দুআর ভাবার্থ ও তরজমা পড়তে পারেন।

* হজ্বে দুআ-মুনাজাত বাংলাতেও করা যায়। 'মুনাজাতে মাকবুল' বাংলা তরজমাসহ সাথে নিয়ে নিবেন। আরবী না পারলে তরজমা দেখে দেখে দুআ-মুনাজাত করবেন। আর তালবিয়া, যিকর, দরূদ শরীফ, তাসবীহ, কালিমা তাইয়্যিবা, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি এ সফরে আপনার সর্বোত্তম আমল।

কিছু জরুরি মাসায়েল

* হজ্ব-উমরার আমলের ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখলে বিচলিত হবেন না। এ নিয়ে কারো সাথে বিতর্কেও জড়াবেন না। দেশের যে আলেমের ইলম ও তাকওয়ার প্রতি আপনার

আস্থা রয়েছে তার সমাধান বা দিকনির্দেশনা অনুযায়ী আমল করবেন। নিম্নে ভিন্নতার একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হল।

মিনা, মুযদালিফা কি মক্কার অংশ?

মিনা, মুযদালিফা ও আরাফাতে চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায দুই রাকাত পড়া হবে নাকি চার রাকাত? এ নিয়ে ভিন্নতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে মাসআলা হল :

যদি কেউ মিনা যাওয়ার আগে একনাগাড়ে ১৫ দিন থাকার নিয়তে মক্কায় অবস্থান করেন তাহলে তিনি নিশ্চিত মুকীম। তিনি মিনা, মুযদালিফা ও আরাফায় পূর্ণ নামায পড়বেন। কসর করবেন না।–বাদায়েউস সানায়ে ১/২৭০; আলবাহরুল আমীক ৩/১৪১৮; মানাসিক ১৯৬

আর যে হাজ্বীর মক্কা ও মিনাসহ ১৫ দিন অবস্থান হয়ে যায়, তার ব্যাপারে পূর্ণ নামায পড়া বা না পড়া নিয়ে দুই ধরনের বক্তব্যই আছে। অধিকাংশের মত হল, মিনা মক্কা শহরের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আরাফার আগে মিনা-মক্কাসহ ১৫ দিন অবস্থান হলে মুকীমই গণ্য হবেন। এক্ষেত্রে মিনার তাঁবু মুযদালিফার অংশে পড়লেও মিনার তাঁবুর সাথে সংযুক্ত হওয়ার কারণে এক এলাকা এবং একই বসতি গণ্য করে মুকীম ধরা হবে। দারুল উলূম করাচী থেকেও মিনা ও মুযদালিফাকে মক্কার অন্তর্ভুক্ত বলে ফতওয়া প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মাদরাসা

সওলতিয়ার তত্ত্বাবধানে ভারত ও পাকিস্তানের মুফতীদের একটি দল সরাসরি মিনা-মুযদালিফা প্রত্যক্ষ করে বলেছেন যে, ১৪২৪ হিজরীতে আজিজিয়া হতে একটি বসতি বৃদ্ধি হয়ে মুযদালিফার অংশে এসে গেছে। তাই মিনার মতো মুযদালিফাও মক্কার অংশ। সুতরাং কোনো ব্যক্তির মক্কা, মিনা ও মুযদালিফাসহ ১৫ দিন অবস্থান হয়ে গেলেও তিনি মুকীম গণ্য হবেন। (দেখুন : ইযাহুল মানাসিক, মুফতী শাব্বীর আহমদ, জামেয়া কাসেমিয়া, শাহী মুরাদাবাদ, ইন্ডিয়া) অবশ্য এ ব্যাপারে কারো কারো ভিন্নমতও আছে। আপনি যে বক্তব্যের উপরই আমল করবেন নামায হয়ে যাবে।

মোটকথা, মিনা, মুযদালিফা মক্কার অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং সে হিসেবে ১৫ দিন হয়ে গেলে পূর্ণ নামায পড়া বা কসর পড়া উভয় মতের পক্ষে দলিল আছে। সুতরাং যে মতের উপরই আমল করা হোক নামায হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তাই এক্ষেত্রে জরুরি হল, এ নিয়ে বিচলিত না হওয়া এবং কারো সাথে বিতর্কে না জড়ানো। কোনো পক্ষের আমলকে ভুল সাব্যস্ত না করা; বরং আপনি যাদের সাথে আছেন তাদের সাথে মিলে জামাতে নামায পড়ে নিবেন। **মনে রাখবেন, হজ্ব বড় ধরনের ঐক্যের প্রতীক। এতে বিভেদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও বর্জনীয়।**

ইহরাম করার পর হজ্বে যেতে না পারলে

ইহরাম করার পর শরীয়তসম্মত ওজরের কারণে মক্কায় যাওয়া সম্ভব না হলে যেমন, সরকারীভাবে বাধাগ্রস্ত হলে কিংবা ফ্লাইটের সমস্যার কারণে যাওয়া না হলে বা মারাত্মক অসুস্থতার কারণে যাওয়া সম্ভব না হলে, তদ্রূপ মহিলার মাহরাম মারা যাওয়া বা মাহরামের সফর মুলতবী হওয়ার কারণে মহিলা যাত্রা বিরতি করলে বা মহিলার স্বামী মারা গেলে (যেহেতু ইদ্দতের কারণে সফর মুলতবী করা জরুরি) এসব ক্ষেত্রে হজ্ব বা উমরার ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কারো মাধ্যমে হারামের এলাকায় একটি কুরবানী করতে হবে। কিরানকারীর জন্য দুটি কুরবানী করতে হবে। কুরবানী করার আগ পর্যন্ত ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। কুরবানী করার দ্বারা ঐ ব্যক্তি হালাল হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে হালাল হওয়ার জন্য মাথা মুণ্ডানো জরুরি নয়। তবে কুরবানীর পর মাথা মুণ্ডিয়ে নেওয়া বা চুল কেটে নেওয়া মুস্তাহাব।

* আর পরবর্তীতে তা কাযা করা ওয়াজিব। যদি ইফরাদ হজ্বের ইহরাম করার পর বাধাগ্রস্ত হয়ে হালাল হয়ে থাকেন তাহলে পরবর্তীতে একটি হজ্ব এবং একটি উমরা কাযা করতে হবে। অবশ্য যে বছর বাধাগ্রস্ত হয়েছেন সে বছরই যদি হজ্বে যাওয়ার সুযোগ হয়ে যায় তবে কাযার নিয়ত করতে হবে না এবং আলাদা উমরাও করতে হবে না; বরং

শুধু ইফরাদ হজ্ব করলেই হবে। আর যদি কিরানের ইহরাম করার পর তা ত্যাগ করে থাকেন তবে এক হজ্ব এবং দুই উমরা করতে হবে। এক্ষেত্রে কিরান করার পর আলাদা উমরা আদায় করতে পারেন অথবা ইফরাদ হজ্ব করে পৃথক দুটি উমরাও করতে পারেন। অবশ্য এক্ষেত্রেও এই বছরেই হজ্ব করার সুযোগ পেলে শুধু কিরান হজ্ব করলেই চলবে। কিংবা ইফরাদ হজ্ব ও এক উমরা করতে হবে।

আর যদি উমরার ইহরাম থেকে হালাল হয়ে থাকেন চাই তা তামাত্তু হজ্বের উমরা হোক বা পৃথক উমরা উভয় ক্ষেত্রে পরবর্তীতে একটি উমরা করতে হবে।-মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১২৯৪৭, ১২৯৪৯, ১৩২৩৫, ১৩২৩৮, ১৩২৪১; কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনা ১/৪৫০; আলমাবসূত, সারাখসী ৪/১০৬-১১০; মুআল্লিমুল হুজ্জাজ ২৭৫-২৭৬; যুবদাতুল মানাসিক ৪২৯-৪৩২

তামাত্তু হজ্বকারী উমরা করার পর মদীনা থেকে কিসের ইহরাম করবে?

* তামাত্তুকারী যদি প্রথমে উমরা করতঃ হালাল হওয়ার পর মদীনা মুনাওয়ারা যান তাহলে তার জন্য মদীনা থেকে মক্কা ফিরে আসার সময় শুধু উমরার ইহরাম করা কিংবা শুধু হজ্বের ইহরাম করা উভয়টিই জায়েয। তবে এক্ষেত্রে উমরার ইহরাম করলে মীকাত থেকে একটি অতিরিক্ত উমরাহ করার

সওয়াব পাবে। কিন্তু এ অবস্থায় কিরান হজ্বের নিয়তে হজ্ব ও উমরার একত্রে ইহরাম করা জায়েয নয়। কিরানের নিয়তে ইহরাম করলে উমরার ইহরামটি বাতিল করে দেওয়া জরুরি। অর্থাৎ সে হজ্বের আগে উমরাহ আদায় করবে না; বরং ঐ ইহরামেই শুধু হজ্ব পালন করবে। এতেই তার উমরার ইহরামটি বাতিল হয়ে যাবে। আর উমরার ইহরামটি বাতিল করার কারণে জরিমানা হিসেবে একটি দম দিতে হবে এবং ঐ উমরাটি ১৩ যিলহজ্বের পর নতুন ইহরাম করে কাযা করে নিতে হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে তার হজ্বটি তামাত্তু হজ্বই হবে। তাই তাকে দমে শোকর তথা হজ্বের কুরবানিও দিতে হবে। আর যদি উমরার ইহরাম বাতিল না করে অর্থাৎ কিরানের ইহরাম করার পর উমরা করে নেয় তাহলে তা অন্যায় হবে এবং সে গুনাহগার হবে। এক্ষেত্রে কিরানের ইহরাম করে তা সম্পন্ন করার কারণে একটি জরিমানা দম আদায় করতে হবে এবং পূর্বের ন্যায় তাকে দমে শোকরও দিতে হবে।−গুনইয়াতুন নাসিক ২১৫; ২৩০

মসজিদে আয়েশা থেকে একাধিক উমরাহ

* তামাত্তুকারীর জন্য মক্কায় অবস্থানকালে নফল উমরাহ করা জায়েয আছে।

ওয়ালিদ বিন হিশাম বলেন, আমি হজ্বের পরে উমরা করার ব্যাপারে উম্মুদ দারদা রা.কে জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৩০১৬

মক্কাবাসী এবং যারা হজ্বের জন্য মক্কায় এসেছেন সকলের জন্য উমরার ইহরামের স্থান হল হিল। "তানয়ীম" হিলের অন্তর্ভুক্ত। যেখান থেকে আম্মাজান আয়েশা রা. হজ্বের পর উমরার ইহরাম করেছিলেন। এজন্য ঐ মসজিদকে মসজিদে আয়েশা বলা হয়।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩১৬, ১৫৫৬

হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা.ও তানয়ীম থেকে উমরার ইহরাম করেছেন।–মুআত্তা মালেক, হাদীস : ৮১৩

ইবনে সিরীন রাহ. বলেন–

بَلَغَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّىْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ مَكَّةَ التَّنْعِيْمَ

আমরা অবগত হয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে মক্কার জন্য তানয়ীমকে মীকাত নির্ধারণ করেছেন।–ফাতহুল বারী ৩/৬০৬

আর তানয়ীম তথা মসজিদে আয়েশা বা হিলের অন্য যে কোনো স্থান যেমন, মসজিদে জিয়ির্‌রানাহ বা মসজিদে হুদাইবিয়া থেকেও উমরার ইহরাম করা যাবে।

তবে নফল উমরার জন্য যে সময় ব্যয় করা হয় এ পরিমাণ সময় ধরে নফল তাওয়াফ করা উত্তম। তদ্রূপ এক উমরার চেয়ে একাধিক তাওয়াফ করাও উত্তম। তাই এক মাসে একাধিক উমরা না করে তাওয়াফে বেশি বেশি সময় কাটানো উচিত।-সহীহ বুখারী ১/২১১; ফাতহুল বারী ৩/৭১০; মাবসুত, সারাখসী ৪/১৭০; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৬০৮৭; গুনইয়াতুন নাসিক ১৩৮; রদ্দুল মুহতার ২/৫০২; আলবাহরুল আমীক ৩/১৩১৯

তামাত্তুকারী আরাফার আগে উমরার তাওয়াফ করতে না পারলে

* তামাত্তুকারী উমরার ইহরাম করার পর ৯ যিলহজ্ব উকূফে আরাফার আগে কোনো কারণে (যেমন মহিলাদের হায়েয-নেফাসের কারণে কিংবা ফ্লাইট বিলম্ব হওয়ার কারণে) যদি উমরা করতে না পারেন তাহলে এক্ষেত্রে করণীয় হল :

* যদি উকূফে আরাফার আগে উমরার তাওয়াফের অন্তত চার চক্করও করা না যায় তবে উকূফে আরাফা দ্বারা তার উমরার ইহরাম বাতিল হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে উমরার ইহরাম ত্যাগ করার জন্য হলক করতে হবে না; বরং ঐ অবস্থায় যেখানে থাকবে সেখান থেকে কিংবা হেরেমের এলাকা থেকে হজ্বের ইহরাম করে নিবে। অর্থাৎ হজ্বের

নিয়ত করে তালবিয়া পড়বে। অতপর উকূফে আরাফা করবে। এক্ষেত্রে উমরার ইহরাম বাতিল হয়ে যাওয়ার কারণে তার উপর একটি জরিমানা দম ওয়াজিব হবে। আর হজ্ব সম্পন্ন হওয়ার পর ১৩ যিলহজ্বের পরে নতুন করে উমরার ইহরাম করে পূর্বের উমরাটি কাযা করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে তার হজ্বটি ইফরাদ হজ্ব হবে। তাই তার জন্য দমে শোকর দেওয়া ওয়াজিব নয়।

* আর যদি উমরার ইহরামের পর উকূফে আরাফার আগে তাওয়াফের অন্তত চার চক্কর করা হয় তাহলে উমরার ইহরাম বহাল রেখেই উমরার বাকি কাজ বন্ধ রেখে হজ্বের ইহরাম করে নিবে এবং যথানিয়মে হজ্বের কার্যাদি সম্পন্ন করবেন। তবে হালাল হবে না; বরং ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্তের আগে আগে তাওয়াফে যিয়ারত করার পূর্বে উমরার বাকি তিন চক্করসহ অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে মাথা মুণ্ডিয়ে হালাল হবেন।। এরপর হজ্বের অবশিষ্ট কার্যাদি সম্পন্ন করবেন। এক্ষেত্রে তার হজ্বটি তামাত্তু হজ্বই হবে। তাই একটি দমে শোকর (হজ্বের কুরবানী) দিতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো জরিমানা দিতে হবে না।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩১৬; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৫৬৪৮; গুনইয়াতুন নাসিক পৃ. ২০৫; আলবাহরুল আমীক ২/৭৩৩; মানাসিক ২৫৮

উমরার ইহরাম অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মিলন হলে

* উমরার ইহরাম করার পর উমরার তাওয়াফ করার আগে কারো যদি স্ত্রীর সাথে মিলন হয়ে যায় তাহলে তার উমরা নষ্ট হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে সে যথানিয়মে উমরার বাকি কাজগুলো করে হালাল হবে এবং উমরাটি নষ্ট করার কারণে একটি জরিমানা দম দিবে এবং পরবর্তীতে ঐ উমরাটি কাযা করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে তার যদি এই সফরেই হজ্ব করার নিয়ত থাকে তাহলে সে ঐ উমরাটি হজ্ব করার আগে কাযা করবে না। বরং হজ্বের সময় শুধু হজ্বের ইহরাম করে হজ্ব সম্পন্ন করবে। এবং তার হজ্বটি ইফরাদ হজ্ব হবে। হজ্ব সম্পন্ন করার পর অর্থাৎ ১৩ যিলহজ্বের পর সে ঐ উমরাটি কাযা করে নিবে। এক্ষেত্রে সে যদি হজ্বের আগে ঐ উমরা কাযা করে নেয় এবং এই সফরেই হজ্বও করে তাহলে তাকে একটি জরিমানা দম দিতে হবে।

আর যদি উমরার তাওয়াফ আদায়ের পর উমরার ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার আগে স্ত্রীর সাথে মিলন হয় তাহলে তার উমরা নষ্ট হবে না। তাই সে তার উমরা পূর্ণ করে নিবে। তবে এ ভুলের কারণে তাকে একটি জরিমানা দম দিতে হবে।–আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৪৩২; মানাসিক, মোল্লা আলী কারী ৪৬৩

হজ্বের ইহরাম অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মিলন হলে

* হজ্বের ইহরামের পর আরাফায় অবস্থানের আগেই কারো যদি স্ত্রীর সাথে মিলন হয়ে যায় তাহলে তার হজ্ব নষ্ট হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তার করণীয় হল, সে যথানিয়মে হজ্বের কার্যাদি সম্পন্ন করে হালাল হবে। এবং হজ্বটি নষ্ট করার জন্য তাকে জরিমানা স্বরূপ একটি দম দিতে হবে। এবং পরবর্তীতে ঐ হজ্বটি কাযা করতে হবে।

আর আরাফায় অবস্থানের পর তাওয়াফে যিয়ারত ও মাথা মুণ্ডানোর আগে যদি স্ত্রীর সাথে মিলন হয় তাহলে তাকে জরিমানা স্বরূপ একটি 'বাদানা' দিতে হবে। তবে তার হজ্বটি নষ্ট হবে না। তাই পরবর্তীতে তা আর কাযা করতে হবে না।–আলবাহরুর রায়েক ৩/১৬; মানাসিক ৩৩৯

মাতাফে ও মসজিদে হারামে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা

* মাতাফে নামাযীর সামনে দিয়ে তাওয়াফকারী এবং অন্যান্যদের চলাচল করা জায়েয। আর মসজিদুল হারামেও নামাযীর সামনে দিয়ে তাওয়াফকারীদের চলাচল করা জায়েয। তবে মসজিদে হারামে তাওয়াফকারী ব্যতীত অন্যদের চলাচলের ব্যাপারে দ্বিমত আছে। অনেকেই ব্যাপকভাবে জায়েয বলেছেন। যেমন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম তহাবী প্রমুখ ইমামগণ। আর

তাদের এ মতকে গ্রহণ করেছেন ইবনে আবেদীন শামী, ইউসুফ বিন্নুরী, যফর আহমদ উসমানী রাহ.। কেননা এ সম্পর্কে সাহাবা-তাবেয়ীন থেকে আমল প্রমাণিত আছে। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা., আতা, মুজাহিদ, ইবনে আবী মুলাইকা রাহ. প্রমুখ সাহাবা-তাবেয়ীনের আমল। অবশ্য ভিড় না হলে মসজিদে হারামে যথাসম্ভব নামাযীর সিজদার জায়গা এড়িয়ে আরো সামনে দিয়ে চলাচল করা অধিক সতর্কতা হবে।–আলমুগনী ৩/৮৯; সহীহ ইবনে হিব্বান ৬/১২৮; মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ২/৩৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস : ২৭২৪১; তাহযীবুল আসার, হাদীস : ৫২৬; আলআওসাত ৫/৯৩; শরহু মুশকিলিল আছার ৭/২৮; ইলাউস সুনান ৫/৮৪; মাআরিফুস সুনান ৩/৩৫৩; রদ্দুল মুহতার ২/৫০১

ইহরাম করার পর মীকাতের বাইরে গেলে

হজ্ব বা উমরার ইহরাম করার পর তা থেকে হালাল হওয়ার আগে কেউ যদি মীকাতের বাইরে যায়, যেমন ইফরাদ বা কিরান হজ্বের ইহরাম করার পর হজ্ব বা উমরার আগে তায়েফ বা মদীনা মুনাওয়ারা যায় তাহলে তার ইহরাম নষ্ট হবে না এবং এ কারণে তার উপর কোনো জরিমানাও আসবে না। আর এক্ষেত্রে যেহেতু ইহরাম অবস্থায়ই আছে তাই ফেরার সময় মীকাত অতিক্রমকালে

পুনরায় ইহরাম করবে না।–মানাসিক ৯২; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১০/৩৮৪

বদলী হজ্বের মাসায়েল

কাদের জন্য বদলি হজ্ব করানো জায়েয?

ক) যিনি হজ্ব করার মতো শারীরিক শক্তি একেবারেই হারিয়ে ফেলেছেন।

খ) কারো সহায়তা নিয়েও চলাফেরা কিংবা যানবাহনে উঠা-নামা করতে যিনি একেবারেই অক্ষম হয়ে পড়েছেন।

গ) হজ্বের সফরে সঙ্গী হওয়ার জন্য কোনো মাহরাম পাননি এমন মহিলা শারীরিক শক্তি একেবারেই হারিয়ে ফেললে।

ঘ) ফরয হজ্ব না করে মৃত্যুবরণ করলে তার বদলী করানো জায়েয।–মুআত্তা মুহাম্মাদ, হাদীস : ৪৮০-৪৮২, মানাসিক ৪৩৫-৪৩৬

* বদলী হজ্বের জন্য প্রেরণকারী অনুমতি দিলে তামাত্তু বা কিরান হজ্বও করা জায়েয। তদ্রূপ বিশেষভাবে ইফরাদ হজ্ব করার নির্দেশ না দিলে সেক্ষেত্রেও কিরান ও তামাত্তু যেকোনোটি করা জায়েয। (আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫২৩; হজ্ব ওয়া উমরা কে জাদীদ মাসাইল আওর উনকা হল্, ইসলামিক ফিকহ একাডেমী ভারত, পৃষ্ঠা : ৬০০)

"অনুমতি থাকলেও ইফরাদ করা জরুরি; তামাত্তু বা কিরান করা জায়েয নয়"–এ কথা ঠিক নয়। মুআল্লিমুল হুজ্জাজ ও ফাতাওয়া খলীলিয়াহসহ কিছু কিতাবে বদলী হজ্বে সর্বাবস্থায় ইফরাদ করা জরুরি বলা হলেও উপমহাদেশের বিজ্ঞ ও খ্যাতনামা অনেক মুফতী প্রেরকের অনুমতি সাপেক্ষে তামাত্তু বা কিরান করাকে জায়েয বলে ফাতওয়া প্রদান করেছেন। যেমন, মুফতী কেফায়াতুল্লাহ দেহলভী রাহ., মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ., আল্লামা যফর আহমদ উছমানী রাহ., মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী রাহ. ও মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহু প্রমুখ ফকীহগণ। এছাড়া ভারতের ইসলামিক ফিকহ একাডেমীর সিদ্ধান্তও এমনই। আর এটি হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহর মত। যেমন, ইমাম কাযীখান, আল্লামা রহমাতুল্লাহ সিন্ধি, আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী, আল্লামা হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ সাঈদ আবদুল গনী প্রমুখ ফকীহগণ। (ফাতাওয়া খানিয়া ১/৩০৭; রদ্দুল মুহতার ২/৬১১; ইরশাদুস সারী পৃ. ৪৫৯; কেফায়াতুল মুফতী ৪/৩৪৫; ইমদাদুল আহকাম ২/১৮৩; আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫২৩; ফাতাওয়া উসমানী ২/২২২; জাওয়াহিরুল ফিকহ ১/৫০৮-৫১৬)

* বদলী হজ্ব এমন ব্যক্তিকে দিয়ে করানো উচিত যিনি পূর্বে হজ্ব করেছেন এবং হজ্বের মাসায়েল সম্পর্কে ভালো জ্ঞান

রাখেন। অনেকে মনে করেন, পিতা-মাতার বদলী হজ্ব সন্তানেরই করা উচিত। তাই মাসায়িলের জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও ছেলে নিজেই বদলী করে থাকেন। এক্ষেত্রে মুত্তাকী, বিজ্ঞ আলেম দ্বারা বদলী করানোই শ্রেয়।–মানাসিক ৪৫২, ৪৫৪; গুনইয়াতুন নাসিক ৩৩৭

* যে ব্যক্তি সরকারী খরচে কিংবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির খরচে হজ্বে যাচ্ছেন (যেমন হজ্বের মুআল্লিমগণ) তাকে দিয়ে বদলী হজ্ব করানো যাবে না। কেননা, যার বদলী করা হচ্ছে তার ব্যয়েই হজ্ব করা জরুরি। অন্যথায় বদলী হজ্ব আদায় হবে না।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৮/৫৯৯; মানাসিক, মোল্লা আলী কারী ৪৩৮; গুনইয়াতুন নাসিক ৩২৩

* বদলী হজ্বকারী তামাত্তু হজ্ব করুক বা অন্য কোনো প্রকার হজ্ব, যার পক্ষ থেকে বদলী করছে তার পক্ষ থেকে ইহরামের নিয়ত করবেন। এভাবে যে, **আমি অমুকের পক্ষ থেকে উমরার ইহরাম করছি**। এরপর হজ্বের ইহরাম বাঁধার সময় এভাবে নিয়ত করবেন, **আমি অমুকের পক্ষ থেকে হজ্বের ইহরাম করছি।**

* কিরানকারী নিয়ত করবেন, **আমি অমুকের পক্ষ থেকে একত্রে উমরাহ ও হজ্বের ইহরাম করছি। এরপর তালবিয়া পড়বেন।**

* উপরোক্ত নিয়মে প্রেরকের পক্ষ থেকে ইহরাম করাই যথেষ্ট। তাওয়াফ, সাঈ, কুরবানী ইত্যাদি কোনো আমলের

সময় প্রেরকের পক্ষ থেকে করার নিয়ত করতে হবে না। সেখানে স্বাভাবিকভাবে আমলগুলোর নিয়ত করাই যথেষ্ট।—মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৩৭২৫

হজ্বের সফরে ব্যবহৃত কিছু পরিভাষা

১. **ইহরাম :** হজ্ব বা উমরার নিয়ত করে তালবিয়া পড়া।

২. **তালবিয়া :** এই দুআ পড়া : লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়াননি'মাতা লাকা ওয়ালমুলক লা-শারীকা লাক।

৩. **ইছতিলাম :** হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া অথবা হাত দিয়ে স্পর্শ করে বা হাত দিয়ে ইশারা করে তালুতে চুমু খাওয়া। রুকনে ইয়ামানীকে হাত দিয়ে স্পর্শ করাকেও ইছতিলাম বলা হয়।

৪. **ইযতিবা :** পুরুষের জন্য ইহরামের চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে বের করে বাম কাঁধের উপর রাখাকে ইযতিবা বলে। যে তাওয়াফের পর সাঈ আছে সে তাওয়াফ অবস্থায় এটা করণীয়।

৫. **রমল :** যে তাওয়াফের পর সাঈ আছে সে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্কর কাঁধ হেলিয়ে দুলিয়ে ছোট ছোট পদে একটু দ্রুত ও বীরদর্পে হাঁটা।

৬. **সাঈ :** তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর সাফা ও মারওয়ার মাঝে বিশেষ নিয়মে সাতবার চক্কর দেওয়া।

৭. মসজিদে হারাম : বাইতুল্লাহ শরীফকে চতুর্দিক থেকে যে বিশাল মসজিদ ঘিরে রেখেছে এটাই মসজিদে হারাম বা হারাম শরীফ।

৮. মুলতাযাম : হাজরে আসওয়াদ এবং বাইতুল্লাহ শরীফের দরজার মধ্যবর্তী দেওয়াল।

৯. রুকনে ইয়ামানী : বাইতুল্লাহর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ।

১০. হেরেম : মসজিদে হারামের চতুর্দিকে কিছু দূর পর্যন্ত নির্দিষ্ট এলাকাকে হেরেম বলা হয়। চারদিকে এর সীমানা চিহ্নিত রয়েছে। এখানে যুদ্ধ করা, পশুপাখি শিকার করা, গাছ কাটা নিষেধ। এখানে কাফেরদের প্রবেশও নিষেধ। হেরেমের বাইরের অংশকে 'হিল' বলে।

১১. মীকাত : মক্কাগামী বা হাজ্বীদের জন্য যে স্থান ইহরাম ব্যতীত অতিক্রম করা জায়েয নয় সেই স্থানকে 'মীকাত' বলা হয়। যেমন বাংলাদেশ থেকে বিমানের যাত্রীদের জন্য মীকাত 'কারনুল মানাযিল' ও 'যাতু ইর্‌ক'-এর মধ্যবর্তী স্থান।

১২. হিল : হেরেমের সীমানার বাইরে মীকাতের আগ পর্যন্ত স্থানকে হিল বলে।

১৩. দম : উমরাহ ও হজ্বের আমলে বিশেষ ত্রুটি হলে কিংবা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে ফেললে হেরেমের এলাকায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে একটি ছাগল-দুম্বা বা উট-গরুর সাত ভাগের এক ভাগ কুরবানী করাকে দম

বলে। আর কোনো কোনো ভুলের কারণে গোটা গরু বা উট জবাই করতে হয়, একে 'বাদানা' বলে।

১৪. তাওয়াফ : হাজরে আসওয়াদের কোণ থেকে শুরু করে পুরো কাবা ঘর বিশেষ নিয়মে সাতবার চক্কর দেওয়া।

১৫. তাওয়াফে যিয়ারত : এটি হজ্বের ফরয তাওয়াফ। ১০ যিলহজ্ব সুবহে সাদিক থেকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্তের ভিতর এ তাওয়াফ করা হয়।

১৬. উকূফ : উকূফ অর্থ অবস্থান করা। নির্দিষ্ট সময়ে আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান করাকে 'উকূফ' বলা হয়।

১৭. জামরাহ : হাজ্বীগণ মিনার যে তিনটি স্থানে কংকর নিক্ষেপ করেন তার প্রত্যেকটিকে 'জামরাহ' বলে, এর বহুবচন 'জামারাত'।

১৮. তাওয়াফে বিদা : তাওয়াফে যিয়ারতের পর মক্কা থেকে বিদায়ের আগে যে তাওয়াফ করা হয় তাকে তাওয়াফে বিদা বলে। একে তাওয়াফে সদরও বলা হয়।

১৯. হাতীম : বাইতুল্লাহ শরীফ সংলগ্ন উত্তর দিকে মানুষ সমান প্রাচীর দিয়ে ঘেরা অংশ। এটি মূলত কাবা ঘরেরই অংশ।

২০. মাকামে ইবরাহীম

কাবার পূর্ব দিকে অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইরাকীর মাঝ বরাবর মাতাফে কাঁচে ঘেরা একটি পাথর। যার উপর হযরত ইবরাহীম আ.-এর পদচিহ্ন রয়েছে।

হজ্ব আদায়ের তিন পদ্ধতি

হজ্ব তিন প্রকার। ইফরাদ, কিরান ও তামাত্তু। এ তিন প্রকারের যেকোনোটি আদায় করলেই ফরয হজ্ব আদায় হয়ে যাবে।

১. ইফরাদ

শুধু হজ্বের নিয়তে মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কায় পৌঁছে হজ্ব সম্পাদন করা।–বাদায়েউস সানায়ে ২/৩৩৬; মানাসিক ৯৫

২. কিরান

হজ্বের মাসসমূহে (শাওয়াল, যিলকদ, যিলহজ্ব) একই সঙ্গে হজ্ব ও উমরার নিয়তে মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কায় পৌঁছে প্রথমে উমরাহ্ করা। মাথার চুল না মুণ্ডিয়ে বা না ছেঁটে ওই ইহরামেই হজ্ব করা এবং কুরবানি করা।–রদ্দুল মুহতার ২/৫৩০-২

৩. তামাত্তু

হজ্বের মাসসমূহে মীকাত থেকে শুধু উমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে উমরাহ পালন করা এবং মাথা মুণ্ডিয়ে ইহরামমুক্ত হয়ে যাওয়া। এরপর এই সফরেই হজ্বের সময় হজ্বের নিয়তে নতুন করে ইহরাম বেঁধে হজ্ব পালন করা এবং কুরবানী করা।–রদ্দুল মুহতার ২/৫৩৫-৮

উমরাহ্ : উমরার নিয়তে মীকাত থেকে ইহরাম করে তাওয়াফ, সাঈ ও হলক করা।

উমরাহ ও হজ্বের ইহরামের প্রস্তুতি

ইহরামের প্রস্তুতি (বাড়ি থেকে এ প্রস্তুতি সম্পন্ন করুন)

* ইহরামের প্রস্তুতি হিসেবে মোচ, নখ এবং শরীরের অতিরিক্ত পশম কেটে নিন।–আলকিরা ১৬২; মানাসিক, মোল্লা আলী, পৃষ্ঠা : ৯১

* এরপর উত্তমরূপে গোসল করে নিন। ইহরামের জন্য গোসল করা সুন্নত। গোসল সম্ভব না হলে শুধু অযু করলেও চলবে।–জামে তিরমিযী, হাদীস : ৮৩০; রদ্দুল মুহতার ২/৪৮০

* গোসলের পর পুরুষ মহিলা সকলে শরীরে আতর লাগাবেন। আতর শুধু শরীরে লাগানোই মুস্তাহাব। ইহরামের কাপড়ে আতর না লাগানোই ভালো।–মানাসিক ৯৮; আলবাহরুল আমীক ২/৬৪৩; আলবাহরুর রায়েক ২/৩২১; আলমাজমূ ৭/২২৮

আর ইহরামের কাপড়ে এমন গাঢ় আতর লাগানো নিষেধ, যা ইহরামের পরও বাকি থাকে।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৫৩৯; আলমাবসুত ৪/১২৩; মানাসিক ৩২১

* মহিলাগণও গোসলের পর শরীরে আতর লাগাতে পারবেন। তবে এত বেশি লাগাবেন না, যদ্দারা সুঘ্রাণ

বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। তবে তারা কাপড়ে আতর বা সুগন্ধি লাগাবেন না।—সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১৮৩০; আলমাসালিক ১/৩৩০

* ইহরামের কাপড় পরে নিন। একটি কাপড় লুঙ্গির মতো করে পরবেন। এটি সেলাইহীন হওয়া উত্তম। নিচের এ কাপড়টি লুঙ্গির মতো সেলাই করে পরা মাকরূহ। নীচের অংশটি সেলাইবিহীন পরলে সতর যেন খুলে না যায় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। অবশ্য যাদের সতর খুলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে যেমন বৃদ্ধ বা লুঙ্গি পরার অভ্যাস নেই এমন লোকেরা সেলাইযুক্ত লুঙ্গি পরতে পারবেন। (আহকামে হজ্ব, মুফতী শফী রাহ. ৩৪; তরীকায়ে হজ্ব ও উমরা ১০৬)

অপরটি চাদর পরার মতো করে শরীরের উপরের অংশে পরবেন। উভয় কাঁধ ঢেকে চাদর পরুন। কেউ কেউ শুরু থেকেই ডান কাঁধ খোলা রেখে চাদর পরেন। এটি ঠিক নয়; বরং এটি শুধু তাওয়াফের ক্ষেত্রে করণীয়।

দুই ফিতা বিশিষ্ট চপ্পল বা পায়ের পাতার উঁচু অংশ খোলা থাকে এমন স্যান্ডেল পরে নিন।—আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৮১

মহিলার ইহরামের প্রস্তুতি

মহিলারাও পুরুষের মতোই প্রস্তুতি নিবেন। তবে তারা স্বাভাবিক কাপড়, ঢিলেঢালা পোশাক পরবেন। তাদের জন্য

ইহরামের ভিন্ন পোশাক নেই। এমনকি সাদা কাপড় পরাও জরুরি বা মুস্তাহাব নয়। তারা জুতা-মোজাও পরতে পারবেন। আর ইহরাম অবস্থায়ও চেহারার পর্দা করা জরুরি। তবে মুখমণ্ডলে কাপড় লাগানো যাবে না।-মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৪৪১৯; ফাতহুল বারী ৩/৪৭৪; আলমাসালিক ১/৩৫৪; মানাসিক ১১৫

* মহিলাগণ অপবিত্র অবস্থায় ইহরাম করতে পারবেন তবে ইহরামের পূর্বে গোসল করে নেওয়া মুস্তাহাব।-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১৭৪০; মানাসিক ৯৭

* পুরুষের মতো মহিলার জন্যও ইহরামের পূর্বে শরীরে আতর লাগানো মুস্তাহাব। আর কাপড়ে না লাগানোই ভালো।-সুনানে আবু দাউদ : ১৮৩০; আলবাহরুল আমীক ২/৬৩৭-৬৩৮; আলবেনায়া ৫/৩৮; আলমাজমূ ৭/২২৮

উপরোক্ত নিয়মে ইহরামের প্রস্তুতি নিন। সামনে ইহরাম করার নিয়ম বলা হবে।

সফর শুরু

* মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে বের হওয়ার আগে দু'রাকাত সালাতুল হাজত পড়ে নিন। সফরে বের হওয়ার সময় দু' রাকাত নামায পড়া সুন্নত। নামায শেষে সফরের কবুলিয়াত, কামিয়াবি, খায়ের-বরকত এবং নিজের ও পরিবার-পরিজনের জন্য আফিয়ত ও হেফাযতের দুআ করুন।

* ঢাকা থেকে আগে মক্কা যাবেন না মদীনায় তা জেনে নিন। সফর যদি আগে মদীনার হয় তাহলে ঢাকা থেকে স্বাভাবিক পোশাকে সফর হবে। মদীনা থেকে মক্কায় যাওয়ার সময় ইহরাম বাঁধতে হবে। কিন্তু যদি ঢাকা থেকে জিদ্দা এবং সেখান থেকে মক্কার সফর হয় তাহলে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় ইহরামের কাপড় পরে নিবেন।

* বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে পাসপোর্ট, টিকেট, রিয়াল নিয়েছেন কি না তা আবার দেখে নিন। সাথের বড় ব্যাগে নাম লেখা হল কি না নিশ্চিত হোন। হাত ব্যাগে বা সাথে বহনযোগ্য ব্যাগে কাঁচি, ব্লেড, রেজর, ছুরি ইত্যাদি রাখবেন না। কেননা এগুলো বিমানে যাত্রীর সাথে রাখা নিষেধ। তাই এ জাতীয় প্রয়োজনীয় লোহার জিনিসপত্র লাগেজ বা বড় ব্যাগে নিন।

* পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়দের থেকে বিদায় নিন এবং বের হওয়ার সময় এ দুআ পড়ুন–

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

* সম্ভব হলে পরিবার-পরিজনের হেফাযতের উদ্দেশ্যে নিম্নের দুআটি পড়ুন :

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ

অর্থ : আমি তোমাদেরকে আল্লাহর হেফাযতে রাখছি, যাঁর (কাছে রাখা) আমানত নষ্ট হয় না।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ، اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ، اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ، اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

অর্থ : ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি নিজে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে এবং অন্য কেউ আমাকে পথভ্রষ্ট করা থেকে। নিজের পদস্খলন থেকে এবং অন্যের দ্বারা পদস্খলিত হওয়া থেকে। নিজে জুলুম করা থেকে এবং মাজলুম হওয়া থেকে। আমি অন্যের সাথে যেন মূর্খতার আচরণ না করি এবং কেউ যেন আমার সাথে মূর্খতার আচরণ না করে।

* বিসমিল্লাহ বলে ডান পা দিয়ে গাড়িতে উঠুন। এরপর আলহামদুলিল্লাহ বলুন। এরপর প্রথমে তিনবার আল্লাহু আকবার বলে এই দুআ পড়ুন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

এরপর তিনবার আলহামদুলিল্লাহ ও তিনবার আল্লাহু আকবার বলুন।–সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২৬০৫

* এরপর নিচের দুআটি পড়ুন, আরবী না পারলে অন্তত বাংলায় দুআ করুন।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ

عَنَّا بُعْدَهُ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِىْ السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِىْ الْاَهْلِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِىْ الْمَالِ وَالْاَهْلِ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা আমাদের এই সফরে আপনার কাছে নেকি ও তাকওয়া প্রার্থনা করছি। আর এমন সব আমল প্রার্থনা করছি, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন। হে আল্লাহ! আমাদের এ সফরকে সহজ করে দিন এবং এর দূরত্বকে সংকুচিত করে দিন। হে আল্লাহ! সফরে আপনিই আমাদের সাথী এবং পরিবার-পরিজনের মাঝে আপনি একমাত্র কর্মবিধায়ক। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের কষ্ট ও মন্দ পরিস্থিতি থেকে এবং ফিরে আসার পর সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের মধ্যে দুরবস্থার সম্মুখীন হওয়া থেকে।

উপরের দুআসমূহ শুধু হজ্বের সফরের জন্য নয়; বরং যে কোনো সফরের মাসনুন দুআ।

ঢাকার হাজ্বীক্যাম্প ও বিমানবন্দর

* বাংলাদেশ বিমানের সব হজ্বযাত্রীকে হাজ্বীক্যাম্পে যেতে হয়। এখান থেকে তাদের ব্যবস্থাপনায় বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়। কখনো সরাসরি বিমানবন্দর যেতে হলে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়।

* যারা হাজ্বীক্যাম্প হয়ে যাবেন, তাদের ইমিগ্রেশন, বোডিং পাস, মাল-সামানা ও লাগেজ গ্রহণ ইত্যাদি হাজ্বীক্যাম্পেই সম্পন্ন করা হয়। তাই সাথে বহনযোগ্য একান্ত জরুরি সামানাসহ ছোট ব্যাগ রেখে অন্য সব সামানা লাগেজে দিয়ে দিন।

* সকল উমরাকারীর এবং বিমান বাংলাদেশের হজ্বযাত্রী ছাড়া অন্য হাজ্বীদের সরাসরি বিমানবন্দরে যেতে হয়। তাই তাদের ইমিগ্রেশন, বোডিং ওখানেই হবে। সরাসরি মক্কাগামী হাজ্বীদের জন্য বাসা থেকে ইহরামের কাপড় পরা এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরে আসা ভালো। যেন বাড়ি থেকে যারা ইহরাম করে আসেননি তারা ইমিগ্রেশনের পর কিংবা বিমানে উঠেই নিয়ত ও তালবিয়ার মাধ্যমে ইহরাম করে নিতে পারেন।

বিমান বন্দরে নামায

যারা ঢাকায় মুকীম তারা বিমান বন্দরেও মুকীম। বিমান ফ্লাই করার আগ পর্যন্ত তারা মুকীম থাকবেন। অবশ্য বিমান উপরে উঠে গেলে পথিমধ্যে সকলে মুসাফির থাকবেন। তাই বিমানের ভেতর চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায দুই রাকাত পড়বেন।

বিমানে অযু ও নামায

বিমানে বিশেষত হজ্ব ফ্লাইটে যাত্রীদের অযু করা নিষেধ থাকে। তাই নামাযের সময় অযু থাকলে ভালো। অন্যথায় এ

পরিস্থিতিতে তায়াম্মুম করা জায়েয হবে। আর বিমানে দাঁড়িয়ে বা বসে সমতলে রুকু-সিজদা করে নামায পড়া সম্ভব। তাই সেভাবেই নামায পড়তে চেষ্টা করবেন। এভাবে নামায পড়লে এ নামায পরিপূর্ণ সহীহ হয়ে যাবে। পরে আর পড়তে হবে না। কিন্তু কেউ যদি সিটে বসে ইশারায় পড়ে নেন তবে পরবর্তীতে এ নামায অবশ্যই কাযা পড়তে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাংলাদেশ থেকে যাওয়ার সময় বিমান পশ্চিম দিকে যায়। এ জন্য নামাযের ওয়াক্ত দীর্ঘ সময় থাকে।
পক্ষান্তরে ফেরার সময় নামাযের ওয়াক্ত দ্রুত শেষ হয়ে যায়। ফজর ও মাগরিবের ওয়াক্ত খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায়। **ফলে অনেকেরই নামায কাযা হয়ে যায়। তাই এ ব্যাপারে** সতর্ক থাকতে হবে।

শুধু উমরা ও তামাত্তু হজ্বকারীর উমরা আদায়ের পদ্ধতি

তামাত্তু হজ্বকারীকে প্রথমে উমরা আদায় করতে হয়। অতপর মাথা মুণ্ডানোর মাধ্যমে হালাল হয়ে হজ্বের সময় অর্থাৎ ৭/৮ যিলহজ্ব হজ্বের ইহরাম করতে হয়। তাই তামাত্তুকারীর ধারাবাহিক আমল হিসেবে নিম্নে আগে উমরার পদ্ধতি ও নিয়ম উল্লেখ করা হচ্ছে। **প্রকাশ থাকে যে, যারা শুধু উমরা আদায় করতে চান তাদের জন্যও উমরার এই বিবরণ প্রযোজ্য হবে।**

উমরার ফরয-ওয়াজিব

মীকাত বা তার আগে থেকে শুধু উমরার ইহরাম করে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়ার সাঈ করা, এরপর মাথার চুল মুণ্ডিয়ে বা ছোট করে হালাল হওয়া। অর্থাৎ উমরার ফরয আমল দুটি এবং ওয়াজিব আমল দুটি।

উমরার দুই ফরয : ১. উমরার নিয়তে ইহরাম করা। অর্থাৎ উমরার নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করা। ২. বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করা।–বাদায়েউস সানায়ে ২/৪৭৯

উমরার দুই ওয়াজিব : ১. সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা। ২. মাথার চুল কামিয়ে ফেলা বা ছোট করা।–বাদায়েউস সানায়ে ২/৪৮০

কখন ইহরাম বাঁধবেন?

ঢাকা থেকে উড়োজাহাজে করে সরাসরি মক্কাগামী হাজ্বীদের জন্য মীকাত হল কারনুল মানাযিল ও যাতু ইর্ক-এর মধ্যবর্তী স্থান। (আহকামে হজ্ব ৪১) যে স্থান সাধারণত বিমান জিদ্দা অবতরণের আধা ঘণ্টা আগে অতিক্রম করে থাকে। ঢাকা থেকে আগে মক্কাগামীদের জন্য ইহরাম না করে এই স্থান অতিক্রম করা জায়েয নয়। এই

স্থানের আগেও ইহরাম করা জায়েয। বরং মুস্তাহাব হল নিজ বাড়ি থেকে ইহরাম করা। (মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস : ৩১৪৪; ইলাউস সুনান ১০/২১; তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/৩৪৫; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৮/৩৪; আততামহীদ ১৫/১৪৪-১৪৬)

তবে ফ্লাইট শিডিউল পরিবর্তন কিংবা বিলম্ব হতে পারে বিধায় ফ্লাইটের সময়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ইহরাম বাঁধবেন। সঠিক সময়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে না পারলে বিমানে উঠার আগে ইহরামের কাপড় পরে ইহরামের দুই রাকাত নামায পড়ে নিন। এরপর বিমানে উঠার আগ মুহূর্তে কিংবা বিমানে উঠেই ইহরামের নিয়ত করে তালবিয়া পড়ে ইহরাম সম্পন্ন করে নিবেন।

আর যদি ঢাকা থেকে আগে মদীনা মুনাওয়ারা যাওয়া হয় তাহলে এখন ইহরাম বাঁধবেন না; বরং সাধারণ পোষাকে মদীনা মুনাওয়ারা যাবেন। অতপর মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কায় যাওয়ার সময় মদীনা মুনাওয়ারা থেকে কিংবা সেখানের মীকাত যুলহুলাইফা থেকে ইহরাম বাঁধবেন।–গুনইয়াতুন নাসিক ৫০

যেভাবে ইহরাম বাঁধবেন

মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে ইহরামের নিয়ত করার আগে টুপি মাথায় দিয়ে বা মাথা ঢেকে দু'রাকাত নামায পড়ে নিন। এই দু'রাকাত নামায পড়া সুন্নত। (সহীহ বুখারী, হাদীস :

১৫৩৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৮৪; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস : ১৬৯৯)

এই নামাযের জন্য আলাদা কোনো নিয়ত বা নির্দিষ্ট কোনো সূরা নেই। মাকরূহ ওয়াক্ত হলে কিংবা অন্য কোনো ওজরে এই দু'রাকাত নামায পড়তে না পারলেও কোনো সমস্যা নেই। কেননা, ইহরাম বাঁধার জন্য এই নামায জরুরি নয়। এই নামায ছাড়াও ইহরাম বাঁধা যায়।–শরহু মুখতাসারিত তহাবী ২/৫২১; রদ্দুল মুহতার ২/৪৮২

নামায শেষে টুপি খুলে নিন। এরপর কিবলামুখী হয়ে পুরুষ-মহিলা সকলে এভাবে নিয়ত করুন :

উমরার ইহরামের নিয়ত 'হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য উমরার নিয়ত করছি। তা সহজ করুন এবং কবুল করুন।'

নিয়তের পর তালবিয়া পড়ুন। নিয়তের পর তালবিয়া পড়ার দ্বারাই ইহরাম সম্পন্ন হয়ে যায়। পুরুষ উচ্চস্বরে আর মহিলা অনুচ্চস্বরে তালবিয়া পড়বেন।–সহীহ ইবনে হিব্বান : ৩৮০৫; সুনানে দারা কুতনী ২/২৯৫; মাবসূত ৪/৬, ১৮৮

তালবিয়া হল :

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ،
اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ

উচ্চারণ : লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়ালমুলক। লা-শারীকা লাক।

অর্থ : "আমি হাজির হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির। আপনার কোনো শরিক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নেয়ামত আপনারই এবং সকল রাজত্ব আপনার। আপনার কোনো শরিক নেই।"–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৫৪৯

*** উমরার নিয়ত করে তালবিয়া পড়ার দ্বারাই আপনার ইহরাম সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন থেকেই আপনার উপর ইহরামের বিধি-নিষেধ আরোপিত হবে। তাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।**

* এরপর দরূদ শরীফ পড়ুন এবং এই দুআ পড়ুন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রার্থনা করছি। আপনার অসন্তুষ্টি ও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছি।–সুনানে দারা কুতনী ২/২৩৮; আলকিরা লিকাসিদি উম্মিল কুরা ১৭৮

*** এরপর প্রাণ খুলে দুআ করুন। এ সময় দুআ কবুল হয়।**

ইহরাম অবস্থায় যেসব কাজ নিষিদ্ধ

* ঝগড়া-বিবাদ করা নিষেধ।

* সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা নিষেধ।

হাদীস শরীফে আছে, 'উত্তম হজ্ব পালনকারী সেই ব্যক্তি, যার চুল উষ্কখুষ্ক এবং দেহ কটুগন্ধি।'–জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৯৯৮

তাই ইহরাম অবস্থায় সবধরনের সাজ-সজ্জা ত্যাগ করুন। সাজ-সজ্জার জন্য চুলে বা শরীরে তেলও ব্যবহার করা যাবে না।

* পুরুষের জন্য শরীরের কোনো অঙ্গের আকৃতি বা গঠন অনুযায়ী তৈরিকৃত বা সেলাইকৃত পোশাক পরাও নিষেধ। যেমন : পাঞ্জাবি, জুব্বা, শার্ট, গেঞ্জি, কোর্ট, সোয়েটার, সেলোয়ার, প্যান্ট, জাঙ্গিয়া। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৫৪৩; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৮৯) লুঙ্গিও সেলাইহীন পরাই উত্তম। সেলাইযুক্ত লুঙ্গি পরা মাকরূহ। তবে এ কারণে কোনো প্রকার দম বা জরিমানা ওয়াজিব হবে না। কারণ এটা শরীরের আদলে সেলাইযুক্ত পোশাক পরিধানের মতো নয়। তাই একেবারে বৃদ্ধ বা রুগী, যারা সেলাইহীন পরলে সতর খুলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে তাদের জন্য সেলাইযুক্ত লুঙ্গি পরাই বাঞ্ছনীয়।

মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. বলেন, ইহরামের লুঙ্গির মাঝে সেলাই করা থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই। তবে

উত্তম হল, ইহরামের কাপড় একেবারে সেলাইমুক্ত হওয়া।–আহকামে হজ্ব ৩৪; তরীকায়ে হজ্ব ও উমরা ১০৬

* পুরুষের জন্য মাথা ও চেহারা ঢাকা নিষেধ। টুপি, চাদর, কম্বল ইত্যাদি দ্বারা চেহারা, মাথা ঢাকা যাবে না। আর মহিলাদের জন্য শুধু চেহারায় কাপড় লাগানো নিষেধ।–মুআত্তা মুহাম্মাদ, হাদীস : ৪১৮; আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী, হাদীস : ৯০৪৮; আদ্দুররুল মুখতার ৪/৪৮৭-৮

* পুরুষের জন্য পায়ের পাতার উঁচু অংশ ঢেকে যায় এমন জুতা পরিধান করা নিষেধ। এমন জুতা বা স্যান্ডেল ব্যবহার করবেন যা পরলে ওই উঁচু অংশ খোলা থাকে। যেমন–দুই ফিতাবিশিষ্ট স্যান্ডেল।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৫৪২; রদ্দুল মুহতার ২/৪৯০

* ইহরাম অবস্থায় কাপড় বা শরীরে আতর বা সুগন্ধি লাগানো নিষেধ। তদ্রূপ ইচ্ছাকৃত আতরের ঘ্রাণ নেওয়াও নিষেধ। সুগন্ধিযুক্ত তেল, নারিকেল ও সরিষার তেল এবং যয়তূন ও তিলের তেলও লাগানো যাবে না। সুগন্ধি সাবান দ্বারা হাত-পা ইত্যাদি ধোয়া যাবে না। পাউডার, স্নো, ক্রীম-পারফিউম ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি পান ছাড়া শুধু সুগন্ধি জর্দাও খাওয়া যাবে না। পানের সাথে খাওয়াও মাকরূহ। ইচ্ছাকৃতভাবে ফল-ফুলের ঘ্রাণ নেওয়া মাকরূহ।–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৭৭;

মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৪৮২৭, ১৪৮৩৩; মানাসিক ১২১, ৩১৭; আহকামে হজ্ব ৩৪, ৯৩

* চুল, দাড়ি আঁচড়ানো ও চুলে সিঁথি করা নিষেধ।–কিতাবুল হুজ্জাহ ১/৪৯৮

* নখ কাটা বা শরীরের কোনো স্থানের চুল বা পশম উপড়ানো নিষেধ।–আলমুগনী ৫/১৪৫; মানাসিক ১১৭

* ইহরাম অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করা বা স্ত্রীর সামনে কামোত্তেজক কথা বলা বা কাজ করা নিষেধ। তবে স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি বসা, চলাচলে স্ত্রীর হাত ধরে রাখা নিষেধ নয়। কিন্তু একই বিছানায় শোয়া যাবে না।–সূরা বাকারা ২ : ১৯৭; মানাসিক ১১৭

* বন্য পশু-পাখি শিকার করা বা কোনো শিকারীকে সহযোগিতা করা নিষেধ। তবে হাঁস-মুরগীসহ যে কোনো গৃহপালিত পশু-পাখি জবাই করা জায়েয।–সূরা মায়েদা ৯৫-৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৯৬; মানাসিক ১১৯

* কাপড় বা শরীরের উকুন মারা নিষেধ।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস :১৫৮৭৬; মানাসিক ১১৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৪

ইহরাম অবস্থায় যা নিষিদ্ধ নয়

ইহরাম অবস্থায় মাথা ও মুখ ছাড়া গোটা শরীর চাদর ইত্যাদি দিয়ে আবৃত করা যাবে। কান, ঘাড়, গলা ও পা

ঢাকা যাবে। মাথা ও গাল বালিশে রেখে শোয়া যাবে। তবে পুরো মুখমণ্ডল বালিশের উপর রেখে শোয়া যাবে না। তদ্রূপ চাদর, লেপ ইত্যাদি দিয়ে মাথা, মুখ ঢাকা যাবে না।-মানাসিক ১২৩-৪

* ইহরাম অবস্থায় ইহরামের পোশাক পরিবর্তন করা যাবে। ময়লা বা নাপাক না হলেও পরিবর্তন করা যাবে।-মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৫০১০; মানাসিক ৯৮

* ইহরামের কাপড় ছিঁড়ে গেলে সেলাই করে বা তালি লাগিয়ে পরিধান করা যাবে।-মানাসিক ৯৮; রদ্দুল মুহতার ২/৪৮১

* টুথপেস্ট ও মাজন দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা যাবে। এতে কোনো অসুবিধা নেই।

* সাবান ব্যবহার না করে গোসল করা যাবে। তবে ইচ্ছাকৃত শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা বা উঠানো যাবে না।-মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৩০৫৯-৬৩; মানাসিক ১২০, ১২২; গুনইয়াতুন নাসিক ৯০

* সুঘ্রাণযুক্ত ফল খাওয়া নিষিদ্ধ নয়। তবে ইচ্ছাকৃত ফলের ঘ্রাণ শোঁকা মাকরূহ।-যুবদাতুল মানাসিক ১০০

* মশা-মাছি, পিঁপড়া, বিচ্ছু ও কষ্টদায়ক পোকা-মাকড় মারা যাবে।-কিতাবুল হুজ্জাহ ১/৪৯৬; মানাসিক ৩৭৯

* মাথা, দাড়ি চুলকানো জায়েয। চুল পড়ার আশঙ্কা

থাকলে কম চুলকাবেন।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৫১৭৮; মানাসিক ১২৫

* আয়না দেখা যাবে।–কিতাবুল হুজ্জাহ ১/৪৯৮

* ঘ্রাণমুক্ত লিপজেল, ভ্যাসলিন সাজ-সজ্জার নিয়ত ছাড়া জরুরতবশত ব্যবহার করা যাবে।–মানাসিক ১২২

* ছাতা ব্যবহার করা যাবে।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৮/৪১৭

* সেলাইযুক্ত বেল্ট, ব্যাগ ব্যবহার করা যাবে।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৫৬৮৬; মানাসিক, মোল্লা আলী কারী ১২২

* আংটি, ঘড়ি, চশমা পরা যাবে।–মানাসিক ১২২

মহিলাদের ইহরাম সংক্রান্ত বিশেষ মাসায়েল

* মহিলাদের ইহরামের নিয়ত ও ইহরাম করার নিয়মাবলি পুরুষের মতোই। আর ইহরামের অধিকাংশ বিধি-নিষেধও পুরুষের মতোই। তবে কিছু কিছু বিষয়ে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন, মহিলাদের জন্য সেলাইযুক্ত কাপড় পরা জায়েয। মহিলাগণ ইহরাম অবস্থায় ঢিলেঢালা স্বাভাবিক পোশাক পরবেন। নতুন পোশাক জরুরি নয়। রঙিন পোশাক এবং বাড়িতে ব্যবহৃত সাধারণ পোশাকও পরতে পারবেন। কালো বোরকা ব্যবহার করতে পারবেন। অনেকে ইহরাম অবস্থায় সাদা বোরকা পরা

এবং সাদা পোশাক পরা জরুরি মনে করেন। এটা ঠিক নয়।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৪৪১৯; মাসালিক ১/৩৫১; মানাসিক ১১৫; গুনইয়াতুন নাসিক ৯৪

* মক্কায় অবস্থানকালে মহিলাগণ হজ্বের ইহরাম বাসাতেই করবেন। এটিই উত্তম।

* বাইরে বের হলে অবশ্যই মাথা, চুল ঢাকবেন এবং মুখমণ্ডলের পর্দাও করবেন। ইহরাম অবস্থায় পরপুরুষের সামনে চেহারা খোলা রাখা যাবে না। অন্য সময়ের মতো এখনও চেহারার পর্দা করা জরুরি। কিন্তু মুখমণ্ডলে কাপড় লাগানো যাবে না। এজন্য বিশেষ ধরনের ক্যাপ পাওয়া যায়, যা পরে উপর দিয়ে নেকাব ঝুলিয়ে দিলে চেহারার পর্দাও হয়, নেকাবও চেহারার সাথে লেগে থাকে না। হ্যাঁ, বাতাসে বা হাঁটা-চলার সময় মাঝে মধ্যে চেহারার সাথে নেকাব লেগে গেলে কোনো অসুবিধা নেই।–সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১৮৩৩; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৮/৪৩৩; মানাসিক ১১৫

* ইহরাম অবস্থায় চুলে তেল দেওয়া, সিঁথি করা যাবে না। চুল বেঁধে রাখতে পারবেন। আর চুল না আঁচড়ানোর কারণে যদি খুব বেশি অস্বস্তি লাগে কিংবা চুলে জট লেগে যায় তাহলে সাজসজ্জার নিয়ত না করে প্রয়োজনমতো আঁচড়ানো যাবে।

* মেহেদি লাগানো যাবে না এবং স্নো, পাউডার, লিপস্টিক ইত্যাদি সাজসজ্জার প্রসাধনী ঘ্রাণমুক্ত হলেও ব্যবহার করা যাবে না।–গুনইয়াতুন নাসিক, পৃষ্ঠা : ৮৯-৯০

* জুতা, মোজা পরতে পারবেন।–সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১৮৩১; ফাতাওয়া খানিয়া ১/২৮৬; গুনইয়াতুন নাসিক ৯৪

* মহিলারা ইহরাম অবস্থায় হাত মোজাও পরতে পারবেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, মুহরিম মহিলা হাতমোজা ও পায়জামা পরিধান করতে পারবে।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৪৪৪০

সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ইহরাম অবস্থায় তার কন্যাদেরকে হাতমোজা পরার নির্দেশ দিতেন।–কিতাবুল উম্ম ২/২২৩

কাসিম, হাকাম, হাম্মাদ রাহ. প্রমুখ তাবেয়ীগণের মতেও ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের হাতমোজা পরা জায়েয।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা : ১৫৯৬৭, ১৪৪৪১

* ওজর অবস্থায় থাকলে অর্থাৎ মাসিক ঋতুস্রাব বা সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব অবস্থায় ইহরামের নিয়তে তালবিয়া পড়তে পারবেন। হজ্বের অন্যান্য কাজও করতে পারবেন। শুধু তাওয়াফ, নামায, কুরআন তিলাওয়াত ও মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৫৫৬; গুনইয়াতুন নাসিক ৯৪

* স্বর্ণ-রূপা ও অন্যান্য অলংকার পরতে পারবেন। তবে ইহরাম অবস্থায় অলংকার না পরাই ভালো।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৮/৪০৭; যুবদাতুল মানাসিক ১০৩; ফাতাওয়া খানিয়া ১/২৮৬

* তালবিয়া নিচু আওয়াজে পড়বেন। কেননা মহিলাদের জন্য জোরে পড়া নিষেধ।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৪৮৮২; মানাসিক ১১৫; গুনইয়াতুন নাসিক ৯৪

নাবালেগ, অবুঝ শিশু ও পাগলের ইহরামের নিয়ম ও এ সংক্রান্ত মাসায়েল

নাবালেগ ছেলে-মেয়ে যারা বুঝমান তারা নিজের ইহরাম নিজেই করবে। অর্থাৎ নফল উমরার নিয়ত করে তালবিয়া পড়বে। তদ্রূপ হজ্বের সময় নফল হজ্বের নিয়ত করে তালবিয়া পড়বে। আর অবুঝ শিশু ও পাগলের পক্ষ থেকে তার ইহরাম সফরে থাকবেন এমন অভিভাবক করবেন। অর্থাৎ এভাবে বলবেন যে, আমার ছেলে বা ভাই অমুকের পক্ষ থেকে ইহরাম করছি। হে আল্লাহ! আপনি কবুল করুন, সহজ করুন। এরপর তালবিয়া পড়বেন।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৪৩০১

* তাওয়াফ, সাঈসহ সকল আমলে বাচ্চাকেও সাথে রাখবেন এবং তার পক্ষ থেকেও নিয়ত করবেন।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৫১১০

* নাবালেগ, অবুঝ শিশু ও পাগলকেও ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করবেন। তবে তাদের দ্বারা কোনো ত্রুটি হয়ে গেলে কোনো জরিমানা দম বা সদকা ওয়াজিব হবে না।– মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৫১১৪; আলমাবসূত, সারাখসী ৪/৬৯

* হালাল হওয়ার সময় বড়দের মতো তাদের চুল কেটে দিতে হবে।

* বুঝমান বাচ্চা হজ্বের সকল কাজ নিজে করতে সক্ষম হলে তাকেই করতে হবে। নিজে করার সামর্থ্য থাকলে তার পক্ষ থেকে অন্যের করে দেওয়া জায়েয হবে না।–মানাসিক ১১২; আলমাসালিক ১/৩৬১

* নাবালেগের উপর দমে শোকর বা জরিমানা দম ওয়াজিব হয় না। তাই না দিলেও চলবে। তবে দেওয়া উত্তম।–মানাসিক ২৬৩

তালবিয়ার ক্ষেত্র ও নিয়ম

* তামাত্তু হজ্বকারীগণ বা শুধু উমরাহকারীগণ উমরার ইহরাম বাঁধার পর থেকে উমরার তাওয়াফ করার আগ পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকবেন। উমরার তাওয়াফের শুরুতে বন্ধ করে দিবেন। এরপর হজ্বের ইহরামের পর থেকে ১০ যিলহজ্ব কংকর নিক্ষেপের আগ পর্যন্ত তালবিয়া পড়বেন। আর ইফরাদ ও কিরানকারীগণ ইহরাম বাঁধার পর থেকে

একেবারে ১০ যিলহজ্ব কংকর নিক্ষেপের আগ পর্যন্ত পুরো সময়, এমনকি কিরানকারী উমরার তাওয়াফরত অবস্থায়ও তালবিয়া পড়বেন।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৫৪৪; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১৮১৭; মানাসিক ১৮২

* যেকোনো স্থান ও অবস্থার পরিবর্তনে তালবিয়া পড়া মুস্তাহাব। যেমন–যেকোনো নামাযের পরে। বসলে, দাঁড়ালে, শুয়ে পড়লে। কোথাও যাত্রাকালে, উপরে বা গাড়িতে উঠার সময়, নামার সময়, সিটে বসলে, সিট থেকে দাঁড়ালে। কারো সাথে সাক্ষাতের সময়। সাহরীর সময় এবং ঘুম থেকে উঠে ইত্যাদি।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১২৮৯৫; মানাসিক ১০৩

* এছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে ইহরামকারীর জন্য বেশি বেশি তালবিয়া পড়া মুস্তাহাব। বিশেষত হজ্বের সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ফযিলতপূর্ণ যিকর এটিই।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৫২৭৭; আলকিরা ১৭০; গুনইয়াতুন নাসিক ৪৮

* তালবিয়া বেশি বেশি পড়া এবং পুরুষের জন্য শব্দ করে পড়া মুস্তাহাব।–সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১৮১৪; মানাসিক ১০২-৩; রদ্দুল মুহতার ২/৪৮৪

মসজিদে হারামে প্রবেশ ও সংশ্লিষ্ট কিছু মাসায়েল

* মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় অন্যান্য মসজিদের মতো নফল ইতিকাফের নিয়ত করুন এবং বিসমিল্লাহ ও

দরুদ শরীফ পড়ুন। এরপর এই দুআ পড়ুন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ ذُنُوْبِیْ وَافْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِکَ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আপনার রহমতের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দিন।

* কাবা শরীফ দেখে নিম্নোক্ত দুআ পড়ুন–

اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَّتَعْظِيْمًا وَّتَكْرِيْمًا وَّمَهَابَةً وَّزِدْ مَنْ شَرَّفَهٗ وَكَرَّمَهٗ مِمَّنْ حَجَّهٗ اَوِ اعْتَمَرَهٗ تَشْرِيْفًا وَّتَكْرِيْمًا وَّتَعْظِيْمًا وَّبِرًّا، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার এই ঘরের বড়ত্ব, সম্মান ও মর্যাদা এবং শান-শওকত বাড়িয়ে দিন এবং হজ্ব ও উমরাকারীদের মধ্যে যে এ ঘরের সম্মান ও ইহতিরাম করবে তার সম্মান, মর্যাদা, মহত্ব ও নেকি বাড়িয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি শান্তির মালিক, সকল শান্তি আপনার পক্ষ থেকেই। হে আমাদের রব! শান্তির সঙ্গে আমাদের বাঁচিয়ে রাখুন।–আলকিরা ২৫৫, আল মাসালিক ১/৩৮২

এরপর প্রাণ খুলে দুআ করুন। **এখন দুআ কবুলের সময়।**

* মক্কায় অবস্থানকালে মসজিদে হারামে নামায পড়তে চেষ্টা করুন। কেননা হাদীস শরীফে আছে, মসজিদে হারামে

এক রাকাতে এক লক্ষ গুণ নেকি হয়।–মুসনাদে আহমাদ, হাদীস : ১৪৬৯৪; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৪০৬

* মসজিদে হারামেও মহিলার পাশে বা সরাসরি পেছনে নামায আদায় করা থেকে বিরত থাকুন। তবে নামায অবস্থায় কোনো মহিলা যদি পাশে এসে নামাযে শরিক হয়ে যায় কিংবা সামনে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে আপনার নামায নষ্ট হবে না।

* মসজিদে হারামের যেখানেই নামায পড়বেন নামায অবস্থায় সিনা একেবারে কাবা শরীফ বরাবর থাকা জরুরি। এজন্য কাতারের দাগগুলোর প্রতি খেয়াল রেখে দাঁড়াবেন।–বাদায়েউস সানায়ে ১/৩১২; শরহুল মুনয়াহ ২১৭

* বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকাও সওয়াবের কাজ। তাই ইশক-মুহাব্বতের সাথে গুনাহ মাফের আশায় আবেগভরা চোখে বেশি বেশি তাকিয়ে থাকুন। আতা ও তাউস রাহ. বলেন, বাইতুল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকা ইবাদত।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৪৯৮৪

* বাইরে কোনো প্রয়োজনে এলে কিংবা তাওয়াফ করতে গেলে জায়নামায বিছিয়ে কিংবা কারো সাহায্যে জায়গা ধরে রাখবেন না। এটা গুনাহের কাজ। তাই

প্রয়োজন সেরে যেখানে জায়গা পাবেন সেখানে বসে যাবেন। অন্যের ঘাড় ডিঙিয়েও যাবেন না। এখানের নেক আমলের সওয়াব যেমন বেশি তেমনি গুনাহের ক্ষতি ও ভয়াবহতাও অনেক বেশি।

* মসজিদে হারামে উচ্চস্বরে কথা বলা, গল্পগুজব করা থেকে বিরত থাকুন।

তাওয়াফের প্রস্তুতি

* হায়েয, নেফাস ও গোসল ফরয অবস্থায় তাওয়াফ করা জায়েয নয়। তদ্রূপ বিনা অযুতেও তাওয়াফ করা জায়েয নয়। তাওয়াফের জন্য অযু থাকা ওয়াজিব। তাই মসজিদে হারামে প্রবেশের আগেই পবিত্রতা অর্জন করে নিন। আর কাপড় ও শরীরে নাপাকি থাকলে পাক করে নিন অথবা কাপড় পরিবর্তন করে নিন। অবশ্য কাপড় ও শরীরে বাহ্যিক নাপাকি থাকলেও তাওয়াফ হয়ে যাবে। তবে মাকরূহ হবে।—সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৬৫০; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৪৫৫৯; গুনইয়াতুন নাসিক ১১২

ইযতিবা

* উমরার এ তাওয়াফের পর যেহেতু সাঈ আছে তাই এ তাওয়াফে ইযতিবা করা সুন্নত। ইযতিবা হল, গায়ে জড়ানো কাপড়টি ডান বগলের নিচ দিয়ে বের করে বাম কাঁধের উপর

রাখা। এ তাওয়াফের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো সময় 'ইযতিবা' অবস্থায় থাকা সুন্নত।–সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১৮৮৩-৪; মানাসিক ১২৯

রমল

এ তাওয়াফের পর যেহেতু সাঈ আছে তাই এ তাওয়াফে পুরুষকে রমলও করতে হবে। রমল হল, কাঁধ হেলিয়ে দুলিয়ে ছোট ছোট পদে একটু দ্রুত ও বীরদর্পে হাঁটা। এ তাওয়াফের শুধু প্রথম তিন চক্করে রমল করা সুন্নতে মুআক্কাদা। অবশিষ্ট চার চক্করে স্বাভাবিকভাবেই হাঁটবেন। কেননা, শেষ চার চক্করে রমল না করা সুন্নত। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২৬২; শরহু মুখতাসারিত তহাবী ২/৫২৩)

* মহিলাদের রমল ও ইযতিবা নেই।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৩১০৯

* অধিক ভিড়ের মধ্যে রমল করলে অন্যের কষ্ট হতে পারে। তাই সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অন্যের কষ্টের আশঙ্কা হলে ঐ মুহূর্তে রমল বন্ধ রাখবেন এবং স্বাভাবিকভাবে চলবেন। এরপর প্রথম তিন চক্করের মধ্যে ফাঁকা পেলেই রমল করবেন।–মানাসিক ১৩৪

তালবিয়া বন্ধ

শুধু উমরাহকারীগণ এবং তামাত্তুকারী হাজ্বীগণ উমরার তাওয়াফ শুরু করার আগে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে

দিন।–সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১৮১৭; কিতাবুল হুজ্জাহ ১/৩৯৬-৩৯৮; মানাসিক, মোল্লা আলী কারী ১৮২

উমরার তাওয়াফ শুরু (উমরার দ্বিতীয় ফরয)

* তাওয়াফের সময় তাওয়াফের স্বাভাবিক নিয়ত থাকা ফরয। কাবার চার পাশে তাওয়াফের নিয়ত ছাড়া এমনি ঘুরলে তাওয়াফ আদায় হবে না। আর এক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে উমরার নিয়ত করা জরুরি নয়; বরং মুস্তাহাব।–আলবাহরুল আমীক ২/১১১০-১১১১; যুবদাতুল মানাসিক ১১৪

* হাজরে আসওয়াদের কোণায় এসে এভাবে নিয়ত করুন : হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে **উমরার তাওয়াফ** করছি। আমার জন্য তা সহজ করুন ও কবুল করুন।

হাজরে আসওয়াদকে ইছতিলাম বা চুমু খাওয়ার নিয়ম

* নিয়তের পর হাজরে আসওয়াদের দিকে ফিরে দাঁড়ান। অতপর নামাযের তাকবীরে তাহরীমার মতো কান পর্যন্ত হাত ওঠান। যেন হাতের তালু হাজরে আসওয়াদের দিকে থাকে।–শরহু মাআনিল আছার ১/৪১৭; মুখতাসারুত তহাবী ৬৩

এরপর হাত দ্বারা হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করুন এবং বলুন–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

শুধু 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বললেও চলবে। এরপর উভয় হাতের তালুতে চুমু খান।

এরপর সম্ভব হলে এই দুআ পড়ুন।

اَللّٰهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَاِتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

–আলমুজামুল আওসাত, তবারানী ৪৯৬; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫৪৭০; আলকিরা ৩০৭; আলবাহরুল আমীক ২/১১৭৩-৭৪

হাজরে আসওয়াদে সরাসরি চুমু দেওয়ার পদ্ধতি

উপরে হাজরে আসওয়াদকে ইশারার তরিকা বলা হয়েছে। এ তরিকা যারা হাজরে আসওয়াদকে সরাসরি চুমু দিতে পারবেন না বা স্পর্শ করতে পারবেন না তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যারা সরাসরি চুমু দিতে বা স্পর্শ করতে পারবেন তাদের ক্ষেত্রে নিয়ম হল, হাজরে আসওয়াদের উপর দুই হাত রেখে বিসমিল্লাহ্ আল্লাহু আকবার বলে দুই হাতের মাঝে পাথরের উপর নিঃশব্দে চুমু খাবেন এবং সিজদার মতো করে তাতে কপাল রাখবেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.কে দেখেছি, তিনি হাজরে আসওয়াদে চুমু দিয়েছেন এবং তার উপর সিজদা করেছেন এবং বলেছেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। তাই আমিও করেছি।-সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২৭১৪; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস : ১৭১৫; আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী ৫/৭৪

যদি সরাসরি চুমু খাওয়া সম্ভব না হয় এবং এতটা কাছে থাকেন যে, হাত দ্বারা স্পর্শ করা যায় তাহলে বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলে হাত দ্বারা স্পর্শ করে হাতের ঐ অংশে চুমু খাবেন।-মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক : ৮৯২৩; মানাসিক ১৩১; গুনইয়াতুন নাসিক ১০২; যুবদাতুল মানাসিক ১১৪

চক্কর শুরু করুন

হাজরে আসওয়াদকে চুমু বা ইছতিলামের পর ওই জায়গায় দাঁড়িয়েই কাবা শরীফকে বাম দিকে রেখে তাওয়াফ শুরু করুন। প্রথম তিন চক্করে রমল করা সুন্নত। তাই পুরুষগণ বীরদর্পে একটু দ্রুত পদে হাঁটা শুরু করুন। এভাবে কাবা শরীফকে হাতের বামে রেখেই হাতীমের বাইরে দিয়ে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত চক্কর পূর্ণ করুন।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২১৮; মানাসিক ১৩৩

* বাইতুল্লাহ শরীফ সংলগ্ন উত্তর দিকে উঁচু দেয়ালে ঘেরা স্থান হল হাতীম। এই দেয়ালের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করতে হবে। এর ভিতর দিয়ে তাওয়াফ করলে তা শুদ্ধ হবে না।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা : ১৪১৩০; কিতাবুল আসল ২/৩৫৩; রদ্দুল মুহতার ১/৪৯৫; মানাসিক ১৫৩

প্রকাশ থাকে যে, ভিড়ের কারণে কখনো সামান্য সময় সীনা বাইতুল্লাহর দিকে ঘুরে গেলে এতে তাওয়াফের অসুবিধা হবে না। এমন ক্ষেত্রে পিছিয়ে এসে ঐ স্থান থেকে কাবাকে বামে রেখে আবার তাওয়াফ করার কথা কোনো কোনো কিতাবে থাকলেও তা দলিলসম্মত নয়। মূলত নিষিদ্ধ হল, উল্টো দিক করে তাওয়াফ করা বা এক চক্করের অধিকাংশ উল্টো করে করা। ভিড়ের কারণে বা সমস্যার কারণে সামান্য ব্যঘাত ঘটলে তাতে সমস্যা হবে না। (মানাসিক ১৫৩) তবে তাওয়াফ অবস্থায় ইচ্ছাকৃত বাইতুল্লাহর দিকে সীনা ঘোরানো যাবে না।

* পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করতে সক্ষম নন এমন মাজুর ব্যক্তি হুইল চেয়ার কিংবা কোনো বাহনে চড়ে তাওয়াফ করতে পারবেন।–মানাসিক ১৫২; গুনইয়াতুন নাসিক ১১১

* তাওয়াফ অবস্থায় দৌড়াবেন না। অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে ধীরে কিংবা মধ্যম গতিতে শান্তিপূর্ণভাবে মনোযোগের সাথে তাওয়াফ করা সুন্নত।–মানাসিক ১৩৪; গুনইয়াতুন নাসিক ১১৯

* তাওয়াফ ও সাঈর সময় ফরয নামায বা জানাযার নামাযের জামাত শুরু হলে তাওয়াফ বা সাঈ স্থগিত রেখে জামাতে শরিক হবেন। তদ্রূপ অযু ছুটে গেলে তৎক্ষণাৎ তাওয়াফ ছেড়ে অযু করে আসবেন। এরপর যে স্থান থেকে বিরতি দিয়েছিলেন সে স্থান থেকেই তাওয়াফ বা সাঈ পূর্ণ করবেন। তবে তিন চক্কর বা এর কম হলে বিরতির পর নতুন করে সাত চক্কর পূর্ণ করা উত্তম। হ্যাঁ, যদি চার বা বেশি চক্করের পর বিরতি হয় তাহলে শুরু থেকে আবার সাত চক্কর না করে অবশিষ্ট চক্কর পূর্ণ করাই ভালো।–মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, হাদীস : ৮৯৬৯, ৮৯৭১; ফাতহুল কাদীর ২/৩৮৯; রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৭; গুনইয়াতুন নাসিক, পৃষ্ঠা : ১২৭

* তাওয়াফের সময় কাবা ঘরের দিকে তাকানো মাকরূহ নয়। মাকরূহ মনে করা ভুল। তবে কাবার দিকে ইচ্ছাকৃত সীনা ফিরানো যাবে না।

উল্লেখ্য যে, তাওয়াফ অবস্থায় বাইতুল্লাহর দিকে তাকানো যাবে না–এ কথা কোনো দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়। কোনো ইমামও এমন বলেননি। তাই এ ব্যাপারে দলিল ছাড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে না। মূলত মনোযোগের সাথে ধ্যান-খেয়ালে নিচের দিকে তাকিয়ে তাওয়াফ করা উচিত। সুতরাং এদিক ওদিক না তাকানোই শ্রেয়। সম্ভবত এখান থেকেই এ কথাটির উৎপত্তি।

* এক তাওয়াফে ইচ্ছাকৃত ৭ চক্করের বেশি করা গুনাহ। যদি কেউ ইচ্ছাকৃত সাতের অধিক চক্কর করে তাহলে অষ্টম চক্কর নতুন তাওয়াফ বলে গণ্য হবে এবং তাকে পুনরায় ঐ অতিরিক্ত চক্করসহ সাত চক্কর পূর্ণ করতে হবে। তবে ভুলবশত সাতের অধিক হয়ে গেলে অসুবিধা নেই। গণনার সুবিধার্থে ৭ দানার তাসবীহ হাতে রাখতে পারেন।–রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৬; গুনইয়াতুন নাসিক ১০৫

রুকনে ইয়ামানী পৌঁছে

[হাজরে আসওয়াদকে সামনে নিয়ে দাঁড়ালে বাম দিকে যে কোণ আছে তা রুকনে ইয়ামানী। অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ।]

রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছে উভয় হাত বা শুধু ডান হাত দিয়ে তা স্পর্শ করা সুন্নত। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা গুনাহকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস : ৫৬২১) স্পর্শ করা সম্ভব না হলে হাত বা মাথা দ্বারা ইশারা করবেন না। কারণ এখানে শুধু স্পর্শ করাই প্রমাণিত। আর রুকনে ইয়ামানীকে চুমু দেওয়া বা তাতে সিজদা করা ঠিক নয়।–রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৮; মানাসিক ১৩৭; যুবদাতুল মানাসিক ১১৯

এক চক্কর পূর্ণ হলে

হাজরে আসওয়াদ থেকে চক্কর শুরু করে পুনরায় হাজরে আসওয়াদ বরাবর পৌঁছলে এক চক্কর পূর্ণ হবে। তাই চক্কর পূর্ণ হলে আবার হাজরে আসওয়াদের দিকে ফিরে দাঁড়ান। এরপর بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার) বলে সম্ভব হলে সরাসরি বা হাতের ইশারায় হাজরে আসওয়াদকে চুমু খান। এরপর ওই জায়গা থেকেই কাবা শরীফকে বামে রেখে দ্বিতীয় চক্কর শুরু করুন। আগের নিয়ম অনুযায়ী চক্কর পূর্ণ করুন। এ নিয়মে ৭ চক্কর পূর্ণ হলে একটি তাওয়াফ হবে।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৬১৩; মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, হাদীস : ৮৮৯৪; রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৮

তাওয়াফ অবস্থার আমল

তাওয়াফের সময় যিকির, তাসবীহ ও দুআতে মশগুল থাকুন। এ সময় যদিও কথাবার্তা বলা জায়েয তথাপি অধিক প্রয়োজন ছাড়া কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। কেননা, একে তো এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। দ্বিতীয়ত এ সময় দুআ কবুল হয়। তাই ধ্যান খেয়াল পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তাআলার দিকে নিবদ্ধ রাখুন এবং প্রাণ খুলে দুআয় মশগুল থাকুন। নিজের ভাষায়ও যে কোনো দুআ করা যায়। **তাওয়াফে এমন কোনো নির্দিষ্ট**

দুআ নেই, যা ছাড়া তাওয়াফ সহীহ্ হবে না। অবশ্য হাদীস ও আসারে তাওয়াফের সময় পড়ার মতো কিছু দুআ ও যিকিরের উল্লেখ আছে। এগুলো পড়া উত্তম। নিম্নে তা পেশ করা হল।

ক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে এই দুআ পড়তেন–

رَبَّنَا آتِنَا فِىْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِىْ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ : হে রব। আপনি আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৩০২৪৮

খ. হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝে এই দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِىْ بِخَيْرٍ

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে রিযিক দান করেছেন তাতেই আমাকে তুষ্ট রাখুন ও এতে বরকত দান করুন এবং

আমার থেকে যেসব নিয়ামত দূর হয়ে গেছে এর উত্তম বদলা দান করুন।–মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস : ১৭১৭

গ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে পূর্ণ তাওয়াফে এই যিকির পড়া প্রমাণিত আছে–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৩০২৭৮

এছাড়া তাওয়াফ অবস্থায় কুরআন-হাদীসের যে কোনো দুআ এবং নিজের ভাষায় যে কোনো দুআ পড়া যাবে।

তাওয়াফ শেষে পুনরায় ইছতিলাম

তাওয়াফের সপ্তম চক্কর শেষে হাজরে আসওয়াদের নিকট এসে অষ্টম বারের মতো হাজরে আসওয়াদকে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে সরাসরি বা ইশারায় চুমু খেয়ে তাওয়াফ শেষ করবেন।–আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৯৮; মানাসিক, মোল্লা আলী কারী ১৩৭

ইযতিবা শেষ

তাওয়াফ শেষে চাদর স্বাভাবিকভাবে পরুন। ডান বগলের নিচ থেকে কাপড় বের করে উভয় কাঁধ ঢেকে নিন। কেননা, ইজতিবা কেবল তাওয়াফের সময়ের

আমল। সাঈতে ইজতিবা নেই।–রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৫; গুনইয়াতুন নাসিক ১০৬; আহকামে হজ্ব ৫৪

চক্করের সংখ্যায় সন্দেহ হলে

তাওয়াফ ও সাঈর চক্করের সংখ্যায় সন্দেহ হলে কম সংখ্যাটি ধরে সাত চক্কর পূর্ণ করবেন।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৩৫২৪; গুনইয়াতুন নাসিক ১০৫

তাওয়াফের দু'রাকাত নামায (ওয়াজিব)

তাওয়াফ শেষ করে দু'রাকাত নামায পড়া ওয়াজিব। এ দুই রাকাত নামায মাকামে ইবরাহীমের পেছনে পড়া মুস্তাহাব। ভিড়ের কারণে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে নামায পড়া না গেলে হারামের যেকোনো স্থানে পড়া যাবে।–সহীহ বুখারী ১/২২০; রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৮; গুনইয়াতুন নাসিক ১১৬

* তাওয়াফের শেষে মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে এ দু'রাকাত নামায পড়তে বিলম্ব না করা সুন্নত। আর মাকরূহ ওয়াক্তে এই নামায পড়বেন না; বরং মাকরূহ ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর পড়ে নিবেন। নামায অবস্থায় ডান কাঁধও ঢেকে নিবেন। ডান কাঁধ খোলা রেখে নামায পড়া মাকরূহ।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৩৪২৪; গুনইয়াতুন নাসিক ১১৬; রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৯

* এরপর মুনাজাত করুন। **এটা দুআ কবুলের সময়।** তাই প্রাণ খুলে দুআ-মুনাজাত করুন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে এ সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়া প্রমাণিত। তিনি এই দুআ সাফা পাহাড়ে ওঠার সময় এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈর সময়ও পড়তেন। তাই সম্ভব হলে পড়ুন–

اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِىْ بِدِيْنِكَ وَطَوَاعِيَتِكَ وَطَوَاعِيَةِ رَسُوْلِكَ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِىْ حُدُوْدَكَ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِمَّنْ يُحِبُّكَ وَيُحِبُّ مَلَائِكَتَكَ وَيُحِبُّ رُسُلَكَ وَيُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ، اَللّٰهُمَّ حَبِّبْنِىْ اِلَيْكَ وَاِلٰى مَلَائِكَتِكَ وَاِلٰى رُسُلِكَ وَاِلٰى عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ، اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لِىَ الْيُسْرٰى وَجَنِّبْنِى الْعُسْرٰى وَاغْفِرْ لِىْ فِى الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى وَاجْعَلْنِىْ مِنْ اَئِمَّةِ الْمُتَّقِيْنَ وَمِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ، وَاغْفِرْ لِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ، اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ : اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَاِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ. اَللّٰهُمَّ اِذْ هَدَيْتَنِىْ لِلْاِسْلَامِ فَلَا تَنْزِعْهُ مِنِّىْ وَلَا تَنْزِعْنِىْ مِنْهُ حَتّٰى

تَتَوَفَّانِى عَلٰى الْإِسْلَامِ وَقَدْ رَضِيتَ عَنِّى، اَللّٰهُمَّ لَا تُقَدِّمْنِى لِعَذَابٍ وَلَا تُؤَخِّرْنِى لِسَيِّءِ الْفِتَنِ

–আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী ৫/৯৭; আলবাহরুল আমীক ৩/১২৬৪

যমযম পানি পান (মুস্তাহাব)

এরপর পেট ভরে তৃপ্তির সাথে যমযম পানি পান করুন। শুরুতে বিসমিল্লাহ ও শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলুন। পান করার আগে বা পরে এই দুআ পড়া উত্তম–

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী ইলম, প্রশস্ত রিযক ও সব রোগ থেকে শেফা প্রার্থনা করছি।–সুনানে দারা কুতনী ২/২৮৮; মানাসিক ১৩৯

* হাদীস শরীফে এসেছে, যমযম পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয় আল্লাহ তাআলা তা পূর্ণ করেন।–মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৪৮৪৯

মুলতাযামে উপস্থিতি (মুস্তাহাব)

হাজরে আসওয়াদ ও বায়তুল্লাহ শরীফের দরজার মধ্যবর্তী দেয়ালকে মুলতাযাম বলে। তাওয়াফের নামায

পড়ে যমযম পানের পর অন্যকে কষ্ট না দিয়ে সম্ভব হলে মুলতাযামে এসে বাইতুল্লাহর দেয়ালের সাথে বুক ও ডান গাল লাগিয়ে দিন এবং ডান হাত উপরের দিকে উঠিয়ে বাইতুল্লাহ শরীফকে জড়িয়ে ধরুন এবং অনুনয়-বিনয় ও কান্নাকাটির সাথে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করুন এবং খুব দুআ করুন। তবে বেশি জোরে আওয়াজ করা থেকে বিরত থাকুন। **এ স্থানের দুআ কবুল হয়।** মনে করবেন, আপনি আল্লাহ তাআলার রহমতের ছায়াতলে আছেন, তাঁর নিকট পৌঁছে গেছেন। তাঁর অপার মেহেরবানিতে তিনি আপনাকে কাছে টেনে নিয়েছেন। তাই তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নেওয়ার এটিই উত্তম সময়।–আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী, হাদীস : ৯৭৬৬; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৩৯৬৩; রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৯; গুনইয়াতুন নাসিক ১০৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কাবা ঘরের দেয়ালে চতুর্দিকে প্রায় এক মানুষ উচ্চতা সমপরিমাণ আতর লাগানো থাকে। মুলতাযামে গিয়ে কাবা শরীফ ধরলেই আতর লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, যা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। তাই ইহরাম অবস্থায় মুলতাযাম ধরবেন না এবং কাবা শরীফের কোথাও স্পর্শও করবেন না।

উমরার সাঈ (প্রথম ওয়াজিব)

'সাঈ' হল সাফা-মারওয়ার মাঝে সাতবার চক্কর দেওয়া। 'সাফা' থেকে সাঈ শুরু করে 'মারওয়া'তে পৌঁছলে এক চক্কর হবে। এরপর মারওয়া থেকে সাফায় আসলে দ্বিতীয় চক্কর হবে। এভাবে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাত চক্কর দিতে হবে। সাঈর প্রথম চক্কর শুরু হবে 'সাফা' থেকে আর ৭ম চক্কর শেষ হবে 'মারওয়া'তে।–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২১৮

* তাওয়াফের পর তাওয়াফের দুই রাকাত নামায, যমযম পান ও মুলতাযামে উপস্থিতির পর বিলম্ব না করে সাঈ করে নেওয়া সুন্নত। অবশ্য ওজরের কারণে বিলম্ব করা যাবে।–রদ্দুল মুহতার ২/৫০০; মানাসিক ১৭০

* অযু অবস্থায় সাঈ করা ও সাঈর সময় কাপড় পাক থাকা মুস্তাহাব। আর হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র অবস্থায় সাঈ করা সুন্নত। তদ্রূপ গোসল ফরয হলে পবিত্র হয়ে সাঈ করা সুন্নত। হায়েয-নেফাস ও গোসল ফরয অবস্থায় সাঈ করা মাকরূহ। তবে আদায় হয়ে যাবে।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৪৫৮৩; গুনইয়াতুন নাসিক ১৩৫

* সাঈ পায়ে হেঁটে করা ওয়াজিব। অবশ্য অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে যদি পায়ে হেঁটে সাঈ করা সম্ভব না হয় তাহলে হুইল চেয়ারে সাঈ করা যাবে। পায়ে হেঁটে করা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও হুইল চেয়ারে সাঈ করলে দম ওয়াজিব

হবে। অবশ্য পুনরায় পায়ে হেঁটে করে নিলে দম মাফ হয়ে যাবে।–মানাসিক ১৭৮

সাঈর শুরুতে হাজরে আসওয়াদে ইছতিলাম

* সাঈর জন্য যাওয়ার সময় হাজরে আসওয়াদে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে ইছতিলাম করা সুন্নত। হাজরে আসওয়াদ বরাবর সবুজ বাতির নিকট থেকে বা এর বরাবর দূরে থেকেও ইছতিলাম করতে পারবেন। এজন্য মাতাফে নামা জরুরি নয়।–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২১৮; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৫২৩০; মানাসিক ১৪০; রদ্দুল মুহতার ২/৫০০

সাঈর নিয়ত

এরপর সাঈর নিয়ত করে নিন।

সাঈর জন্য নিয়ত করা সুন্নত। মনে মনে এভাবে সাঈর নিয়ত করুন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে উমরার সাঈ করছি। আমার জন্য তা সহজ করুন এবং কবুল করুন।

এরপর 'সাফা' পাহাড়ে উঠুন।–মানাসিক ১৮০

সাফা পাহাড়ে উঠে যা করবেন

প্রথমে কা'বার দিকে ফিরে দাঁড়ান। সম্ভব হলে এখান থেকে কা'বাকে দেখুন। অতপর তিনবার আল্লাহু আকবার

বলুন। এরপর তিনবার এই দুআ পড়ুন–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২১৮; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৩০২৫২; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৩৮৪৫

* এরপর সম্ভব হলে এই দুআ পড়ুন–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২১৮; আলকিরা ৩৬৮; আলমাসালিক ১/৪৬০

এরপর দরূদ শরীফ পড়ুন এবং হাত তুলে প্রাণখুলে নিজের জন্য এবং গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য দুআ করুন। **এটা দুআ কবুলের সময়।**–ফাযলুস সালাত আলান নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাদীস : ৮৭; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৩০২৫৫

* হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. সাফায় উঠে এই দুআ করেছেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ وَاِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَاِنِّىْ اَسْئَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِىْ لِلْاِسْلَامِ اَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّىْ حَتّٰى تَتَوَفَّانِىْ وَاَنَا مُسْلِمٌ

—মুআত্তা ইমাম মালেক, হাদীস : ১৩৭৯

* সাফা-মারওয়া এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে কোনো দুআ জরুরী নয়। কোনো দুআ না পড়লেও সাঈ হয়ে যাবে। তবে উত্তম হল যিকির ও দুআতে মশগুল থাকা। অন্তত উপরের দুআগুলো পড়া।

* দুআ ও মুনাজাতের পর ডান দিকের রাস্তা দিয়ে সোজা মারওয়ার দিকে স্বাভাবিক গতিতে হাঁটা শুরু করুন। সাফা-মারওয়ার মাঝে নিম্নোক্ত দুআটি পড়ুন। বিশেষত সবুজ দুই পিলারের মধ্যবর্তী স্থানে এ দুআটি পড়া মুস্তাহাব—

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ

অর্থ : হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন, রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী।—মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৫৮০৭

* সবুজ দুই পিলারের মধ্যবর্তী স্থান পুরুষের জন্য মধ্যম গতিতে দৌড়ে অতিক্রম করা মুস্তাহাব। কিন্তু মহিলাগণ

দৌড়াবেন না; স্বাভাবিকভাবে হাঁটবেন।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৬৪৪; মানাসিক ১৭২; রদ্দুল মুহতার ২/৫০১

* এরপর মারওয়া পৌঁছে কাবার দিকে ফিরে দাঁড়ান। সাফায় যেভাবে যেসব যিকর ও দুআ করেছিলেন এখানেও তা-ই করণীয়। **এটিও দুআ কবুলের স্থান**। এখন সাঈর এক চক্কর পূর্ণ হল।–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২১৮; মানাসিক ১৭৩; রদ্দুল মুহতার ২/৫০১

এরপর পুনরায় সাফার উদ্দেশ্যে রওনা করুন। সাফায় পৌঁছে আগের মতো কাবার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে দুআ করুন। এবার দ্বিতীয় চক্কর পূর্ণ হল। এরপর মারওয়া পৌঁছলে তৃতীয় চক্কর পূর্ণ হবে। এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করুন। সপ্তম চক্কর মারওয়ায় শেষ হবে।–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২১৮; রদ্দুল মুহতার ২/৫০১; মানাসিক ১৭৩

সাঈর কাজ শেষ হল।

উমরার ইহরাম ত্যাগ

হলক করা (উমরার দ্বিতীয় ওয়াজিব)

সাঈ সমাপ্ত হওয়ার পর তামাত্তু হজ্বকারী এবং শুধু উমরাহকারীগণ পুরুষ হলে পূর্ণ মাথা মুণ্ডিয়ে ইহরাম ত্যাগ করবেন। তবে মাথার চুল ছোটও করতে পারেন। চুল ছোট করতে চাইলে পুরো মাথার কিংবা অন্তত মাথার এক চতুর্থাংশের চুল কমপক্ষে আঙ্গুলের এক কর (এক ইঞ্চি)

পরিমাণ ছোট করতে হবে। আগে থেকে চুল এক কর বা এর চেয়ে ছোট থাকলে হালাল হওয়ার জন্য চুল ছোট করা যথেষ্ট হবে না; বরং মাথা মুণ্ডাতে হবে। আর মহিলাগণ পুরো মাথার চুলের অগ্রভাগ থেকে কমপক্ষে আঙ্গুলের এক কর (এক ইঞ্চি) পরিমাণ কাটবেন। অবশ্য মাথার এক চতুর্থাংশ থেকে যদি এ পরিমাণ কেটে নেন তাহলেও হালাল হয়ে যাবেন।–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৩০১; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৩০৬৫; গুনইয়াতুন নাসিক ১৭৩

* মনে রাখতে হবে, মারওয়ার ওখানে কেউ কেউ হালাল হওয়ার জন্য হাতে গোনা কয়েকটিমাত্র চুল কেটে থাকেন। এমনটি কিছুতেই করা যাবে না। কেননা, এত অল্প পরিমাণ চুল কেটে হালাল হওয়া যায় না।

এ পর্যন্ত উমরার কাজ শেষ হল।

* তামাত্তু হজ্বকারী এখন থেকে হজ্বের ইহরাম বাঁধার আগ পর্যন্ত বৈধ সব কাজ করতে পারবেন। অবশ্য হারামের এলাকায় সাধারণভাবে নিষিদ্ধ কাজ যেমন–যুদ্ধ করা, শিকার করা ও গাছ কাটা তখনও নিষিদ্ধই থাকবে।

মহিলাদের তাওয়াফ সংক্রান্ত বিশেষ মাসায়েল

* হজ্বে যাওয়ার জন্য সকল প্রকার প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর, এমনকি টিকিট হয়ে যাওয়ার পরও যদি স্বামীর মৃত্যু হয় তাহলে সফর বাতিল করা জরুরি।

এক্ষেত্রে মহিলার উপর ইদ্দত পালন করা ফরয। হ্যাঁ, বিমানে সফর শুরু করার পর মৃত্যুর খবর পেলে তখন সফর অব্যাহত রাখা এবং হজ্ব সম্পন্ন করা জায়েয।

* উমরাহ ও হজ্বের সকল কাজ নির্বিঘ্নে করার জন্য ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে এমন ওষুধ সেবন করতে পারবেন। তবে স্বাস্থ্যের জন্য যেন ক্ষতিকর না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে করবেন।-আলকিরা লিকাসিদি উম্মিল কুরা ৪৬৫; আলআদাবুশ শরইয়্যাহ ৩/৬২

* মহিলাদের জন্য এখানেও নিজ হোটেলে বা বাসায় নামায আদায় করা উত্তম। এতদসত্ত্বেও কোনো নারী মসজিদে হারামের জামাতে শরিক হতে চাইলে অবশ্যই মহিলাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে নামায আদায় করবেন। পুরুষের সাথে অথবা পুরুষদের কাতারে কিছুতেই দাঁড়াবেন না। এভাবে দাঁড়ানো সম্পূর্ণ নাজায়েয। আর মসজিদে নববীতে মহিলাদের নির্ধারিত স্থানে নামায আদায় করতে পারবেন। তবে মহিলাদের জন্য নিজ বাসায় নামায পড়া বেশি উত্তম। হাদীস শরীফে এসেছে, উম্মে হুমাইদ রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার সাথে নামায পড়তে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি জানি তুমি আমার সাথে নামায পড়তে পছন্দ

কর। তবে তোমার জন্য গৃহাভ্যন্তরের প্রকোষ্ঠে নামায পড়া উত্তম ঘরে নামায পড়ার চেয়ে এবং ঘরে নামায পড়া উত্তম বাড়ির ভেতর নামায পড়ার চেয়ে এবং বাড়ির ভেতর নামায পড়া উত্তম এলাকার মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার চেয়ে। আর এলাকার মসজিদে নামায পড়া উত্তম আমার মসজিদে (অর্থাৎ মসজিদে নববীতে) এসে নামায পড়ার চেয়ে।

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (উম্মে হুমাইদ রা.) নির্দেশ দিলেন, অতপর তার জন্য গৃহাভ্যন্তরে অন্ধকার কোণে নামাযের জন্য জায়গা বানানো হল। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই নামায পড়েছেন।−মুসনাদে আহমাদ, হাদীস : ২৭০৯০; মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১৫৪

এই হাদীসের উপর আমল করত মহিলাদের জন্য নিজ হোটেলে নামায পড়াই উত্তম হবে।

* হায়েয ও নেফাস অবস্থায় তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ। এ অবস্থায় মসজিদে হারামেও যাওয়া যাবে না।−সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৬৫০; গুনইয়াতুন নাসিক ৯৪

* হায়েয অবস্থায় তালবিয়া পড়া যাবে এবং অন্যান্য যিকির-আযকার করা যাবে। তবে কুরআন মজীদ দেখে বা মুখস্থ কোনোভাবে পড়া যাবে না।−গুনইয়াতুন নাসিক ৯৪

* ওষুধ সেবন করার পর হায়েয বন্ধ থাকলে হায়েয আসার নির্ধারিত দিনগুলোতেও তাওয়াফ করা যাবে।−মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, হাদীস : ১২১৯

* ভিড়ের মধ্যে মহিলাগণ নফল তাওয়াফ করতে যাবেন না। ভিড় কম থাকে এমন সময় বেছে নিয়ে পুরুষ থেকে যথাসম্ভব পৃথক থেকে তাওয়াফ করবেন।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৬১৮

* আজকাল হাজরে আসওয়াদে ভিড় লেগেই থাকে। তাই পুরুষের ভিড়ের মধ্যে মহিলাদের হাজরে আসওয়াদে সরাসরি চুমু খেতে যাওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয। মনে রাখতে হবে, যেখানে গুনাহ মোচন হয় সেখানে যেন কোনো গুনাহ না হয়ে যায়।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৬১৮; মানাসিক ১১৫; গুনইয়াতুন নাসিক ৯৪

* মহিলাদের জন্য তাওয়াফে রমল ও ইজতিবা নেই। এমনকি তারা তাওয়াফ অবস্থায় দ্রুত হাঁটা থেকেও বিরত থাকবে।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৩১০৯; গুনইয়াতুন নাসিক ৯৪; মানাসিক ১১৫

* মাকামে ইবরাহীমের পেছনে যেহেতু পুরুষের ভিড় লেগেই থাকে তাই ভিড়ের মধ্যে নামায আদায় করবেন না; বরং যেখানে ভিড় কম থাকে সেখানে তাওয়াফের দুই রাকাত নামায আদায় করবেন। প্রয়োজনে মহিলাগণ তাদের নির্ধারিত স্থানে গিয়ে নামায আদায় করবেন।–মানাসিক ১১৫; গুনইয়াতুন নাসিক ৯৪

* মুলতাযামে পুরুষের ভিড় থাকলে সেখানেও যাবেন না। কেননা, এখানের নেক আমলের ফযীলত যেমন বেশি তেমনি গুনাহের ভয়াবহতাও বেশি।

* সাঈর সময় দুই সবুজ বাতির মাঝে পুরুষের দৌড়ানো মুস্তাহাব। এখানেও মহিলাদের জন্য দৌড়ানোর হুকুম নেই। তাই তারা স্বাভাবিক গতিতে চলবেন।—মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা : ১৩১১০; মানাসিক ১১৫; গুনইয়াতুন নাসিক ৯৪

* মহিলাগণ ইহরাম ত্যাগ করার জন্য পুরো মাথার চুলের অগ্রভাগ থেকে অবশ্যই অন্তত আঙ্গুলের এক কর (এক ইঞ্চি) পরিমাণ কাটবেন। তবে পুরো মাথার এক চতুর্থাংশ চুলের অগ্রভাগ থেকে ওই পরিমাণ কাটলেও হালাল হয়ে যাবেন।—মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৩০৬৫; সুনানে দারা কুতনী ২/২৭১; আলমাবসূত, সারাখসী ৪/৭০; মানাসিক ২২৯; গুনইয়াতুন নাসিক ১৭৩

তামাত্তুর উমরার তাওয়াফের আগে মাসিক স্রাব এসে গেলে

* উমরার পুরো তাওয়াফ কিংবা অন্তত চার চক্কর আদায়ের আগে যদি ঋতুস্রাব এসে যায় এবং উকূফে আরাফার আগে পবিত্র হয়ে অন্তত চার চক্কর করা সম্ভব না হয় তাহলে উমরার কাজ বন্ধ করে দিবেন। অপবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করবেন না। এক্ষেত্রে হজ্বের ইহরাম করে সরাসরি আরাফায় চলে যাবেন। হজ্বের ইহরাম করে আরাফায় চলে গেলে উমরার ইহরামটি বাতিল হয়ে যাবে। এ কারণে একটি জরিমানা দম ওয়াজিব হবে। আর ১৩

তারিখের পর হজ্বের কার্যাদি শেষ করে উমরার ইহরাম করে উক্ত উমরাটি কাযা করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত হজ্বটি ইফরাদ হজ্ব হবে। তাই দমে শোকর দিতে হবে না।

প্রকাশ থাকে যে, নিষেধ হওয়া সত্ত্বেও যদি কোনো মহিলা উকূফে আরাফার আগে হায়েয অবস্থায় উমরার তাওয়াফ করে তবে তার তাওয়াফ আদায় হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে উমরার বাকি কাজ করে নিলে উমরাও সম্পন্ন হয়ে যাবে। তবে হায়েয অবস্থায় তাওয়াফ করার কারণে গুনাহ হবে এবং জরিমানা দম ওয়াজিব হবে। আর এক্ষেত্রে তার হজ্বটি যেহেতু তামাত্তু হজ্ব তাই তাকে দমে শুকরও দিতে হবে।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩১৬; মানাসিক ২৫৮

সাধারণ উমরায় তাওয়াফের পূর্বে মাসিক স্রাব এসে গেলে

তামাত্তু হজ্বের উমরা ছাড়া সাধারণ উমরার ক্ষেত্রে উমরার তাওয়াফ করার আগে যদি কোনো মহিলার মাসিক স্রাব এসে যায় তাহলে সে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। কিন্তু পবিত্র হওয়ার আগেই যদি তার দেশে চলে আসার সময় হয়ে যায় তাহলে অপবিত্র অবস্থায়ই সে উমরার তাওয়াফ করে নিবে। অতপর সাঈ করবে এবং মাথার চুল ছোট করে হালাল হয়ে যাবে। আর অপবিত্রতা অবস্থায় উমরার তাওয়াফ করার কারণে একটি দম দিতে হবে। দমের পশু হেরেমের ভেতরই যবাই করতে হবে।

হজ্ব আদায়ের পদ্ধতি

হজ্বের ফরয ও ওয়াজিবসমূহ

হজ্বের ফরয ৩টি : ১. ইহরাম বাঁধা ২. উকুফে আরাফা অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে আরাফার ময়দানে অবস্থান করা ৩. তাওয়াফে যিয়ারত করা।

হজ্বের ওয়াজিবসমূহ : ১. মুযদালিফায় নির্দিষ্ট সময় উকুফ (অবস্থান) করা। ২. সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা। ৩. নির্দিষ্ট দিনে জামারাতে কংকর মারা। ৪. কিরান বা তামাত্তু হজ্ব পালনকারীর জন্য দমে শোকর বা হজ্বের কুরবানী করা। ৫. মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছোট করা। ৬. মীকাতের বাইরে থেকে আগত লোকদের জন্য তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ করা, যা বাংলাদেশী হাজ্বীদের জন্যও প্রযোজ্য।

হজ্বের ৫ দিনের ধারাবাহিক আমলসমূহ

৮ যিলহজ্ব থেকে ১২ যিলহজ্ব পর্যন্ত মোট ৫ দিন হল হজ্বের মূল সময়। ১৩ যিলহজ্বেও হজ্ব সংশ্লিষ্ট কিছু ঐচ্ছিক আমল আছে। নিম্নে এ দিনগুলোর আমলের ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া হল।

হজ্বের প্রথম দিন ৮ যিলহজ্বের আমল

১. হজ্বের ইহরাম করা (ফরয) ২. ইহরামের পর থেকে বেশি বেশি তালবিয়া পড়া। (সুন্নত) ৩. মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা (সুন্নত) ৪. মিনায় রাত্রি যাপন করা (সুন্নত)। নিম্নে ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া হল।

হজ্বের ইহরাম (ফরয)

তামাত্তু হজ্বকারীগণ ৮ যিলহজ্ব মিনায় রওনা হওয়ার আগে হারাম শরীফ বা বাসা থেকে আগের নিয়মে **শুধু হজ্বের নিয়তে** ইহরাম বেঁধে নিবেন।-মানাসিক ২৮৯; গুনইয়াতুন নাসিক ২১৬

* তামাত্তুকারীদের জন্য হেরেমের এলাকা থেকে ইহরাম করা জরুরি। কেউ যদি ইহরাম করার জন্য হেরেমের বাইরে যায় এবং সেখান থেকে ইহরাম করে হেরেমের ভেতর না এসে সরাসরি আরাফায় চলে যায় তাহলে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি হেরেমের ভেতর আসে এবং তালবিয়া পড়ে তাহলে দম মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু অন্য কাজে হেরেমের বাইরে হিলে গেলে সেখান থেকে হজ্বের ইহরাম করা জায়েয।-আলজামেউস সগীর পৃষ্ঠা : ১৪৫; আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৪১৫

হজ্বের সাঈ অগ্রিম আদায় করতে চাইলে

* হজ্বের সাঈ তাওয়াফে যিয়ারতের পরে করাই উত্তম। (আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী ৫/৮৪) তবে তামাত্তুকারী দুটি

শর্তসাপেক্ষে আগেও হজ্বের সাঈ করতে পারবেন। এক. হজ্বের ইহরাম করে নিতে হবে। দুই. নফল তাওয়াফের পর হজ্বের সাঈ করতে হবে।–যুবদাতুল মানাসিক ১৪২-১৪৩; মানাসিক ১৮৭

হজ্বের মধ্যে তালবিয়া পড়ার সময়কাল

হজ্বের ইহরামের পর থেকে তালবিয়া শুরু হবে এবং ১০ যিলহজ্ব জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপের আগ পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকবেন। কংকর নিক্ষেপের সময় থেকে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিবেন।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৫৪৪

মিনায় রওনা

মিনায় রওনা হওয়ার উত্তম সময় হল ৮ যিলহজ্ব সূর্যোদয়ের পর। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৪৭৫৬) আর জুমআর দিন হলে সকল হাজী সূর্য ঢলার আগে আগে মক্কা ত্যাগ করবে। যদি মক্কায় থাকা অবস্থায় সূর্য ঢলে যায় অর্থাৎ যোহরের ওয়াক্ত হয়ে যায় তাহলে মক্কায়ই জুমআ পড়তে হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে জুমআ পড়েই বের হবে। অবশ্য মুসাফির হাজী যোহরের ওয়াক্ত হয়ে গেলেও মিনার উদ্দেশে রওনা হতে পারবে।–গুনইয়াতুন নাসিক ১৪৬; যুবদাতুল মানাসিক ১৫৬

* মিনায় রওনা হওয়ার সময় বেশি বেশি তালবিয়া পড়ুন। আল্লাহ তাআলার কাছে হজ্বের আমল কবুল হওয়া এবং সহজ হওয়ার জন্য দুআ করুন।–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২৮৪; আলবাহরুল আমীক ৩/১৪১০

নির্ধারিত সময়ের আগে মিনায় রওনা

মিনায় রওনা হওয়ার উত্তম সময় যদিও ৮ তারিখ সূর্যোদয়ের পর, কিন্তু আজকাল ৭ তারিখ দিবাগত রাতেই অনেক মুআল্লিমের গাড়ি রওনা হয়ে যায় এবং রাতেই মিনায় পৌঁছে যায়। অধিক ভিড়ের কারণে এভাবে আগে আগে চলে যাওয়া দোষণীয় নয়। কেননা, ৭ তারিখ মক্কায় কোনো বিশেষ আমল নেই। ফলে আগে আগে চলে গেলে ৮ তারিখ রওনা হওয়ার সুন্নত ছাড়া অন্য কোনো আমল ছুটে না। মিনায় তাঁবু খুঁজে পাওয়া বেশ জটিল। আবার তাঁবুতে জায়গা পাওয়ার জটিলতাও কম নয়। তাই নতুন হাজ্বীগণ অবশ্যই কাফেলার সাথেই যাবেন। কাফেলা থেকে পৃথক হবেন না। হ্যাঁ, যদি আগে চিনে আসা যায় এবং আগেও হজ্ব করেছেন–এমন অভিজ্ঞ কোনো সঙ্গী পেয়ে যান এবং প্রয়োজনে পায়ে হেঁটেও চলতে পারেন তাহলে এমন ক্ষেত্রে কাফেলা প্রধানের অনুমতি নিয়ে ৮ তারিখ সূর্যোদয়ের পর রওনা হওয়া ভালো।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৫৫৩৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৭

আর মক্কা থেকে ৮ যিলহজ্ব সূর্যোদয়ের পর স্বাভাবিকভাবে পায়ে হেঁটে গেলেও যোহরের আগেই মিনায় পৌঁছা সম্ভব।

মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা

৮ যিলহজ্ব যোহর থেকে ৯ যিলহজ্ব ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায মিনাতে পড়া সুন্নত।—সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২১৮; গুনইয়াতুন নাসিক ১৪৬

মিনায় অবস্থান (সুন্নত)

৮ যিলহজ্ব সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে ৯ যিলহজ্ব সূর্যোদয় পর্যন্ত পুরো সময় মিনায় অবস্থান করা মুস্তাহাব। আর ৮ যিলহজ্ব দিবাগত রাত মিনায় অবস্থান করা সুন্নত। অবশ্য অধিকাংশ রাত থাকলেও এই সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।—গুনইয়াতুন নাসিক ১৪৬

মিনায় পৌঁছে কী করবেন

এখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ুন এবং পুরো সময় মিনাতেই থাকুন। তালবিয়া, যিকির, তিলাওয়াত ইত্যাদিতে মশগুল থাকুন। হজ্বের পাঁচ দিনের মধ্যে আজ প্রথম দিন। অতি মূল্যবান সময়। অল্প সময়ও গাফেল থাকার সময় নয়। তাই যিকির ও ইবাদতে সময় লাগান। আল্লাহর বড়ত্ব ও তাঁর ইশক-মুহাব্বত এবং ঈমানী আলোচনার পরিবেশ গড়ে তুলুন। অনর্থক গল্প-গুজব থেকে বিরত থাকুন।

মিনার তাঁবু মুযদালিফায়

মিনায় জায়গা সংকুলান না হওয়ার কারণে মিনার এলাকার বাইরে মুযদালিফায় বহু তাবু লাগানো হয়। বাংলাদেশীদের তাঁবু সাধারণত মিনার বাইরে মুযদালিফার সীমানাতেই হয়ে থাকে। যেহেতু এটি জায়গা সংকীর্ণতার ওজরে করা হয়েছে তাই এ সকল তাঁবুতে অবস্থানকারীগণও ইনশাআল্লাহ মিনায় অবস্থানের ফযীলত পেয়ে যাবেন। তবে যারা তাবুর বাইরে মিনার এলাকায় গিয়ে খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করতে পারেন তাদের জন্য সেখানে অবস্থান করা ভালো হবে।

মিনা ও মুযদালিফা মক্কার অংশ কি?

দারুল উলূম করাচী ও জামেয়া কাসেমিয়া শাহী মুরাদাবাদের ফতওয়াতে এবং মাদরাসা সওলতিয়ার তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞ মুফতীগণ মিনা ও মুযদালিফাকে মক্কার অংশ গণ্য করেছেন। কারণ এগুলো এবং মক্কার পুলিশ প্রশাসন একই। এছাড়া মিনা পর্যন্ত বসতি হয়ে গেছে। আর আজিজিয়ার দিক থেকেও মুযদালিফায় আবাদি চলে এসেছে। তাই মিনা, মুযদালিফাসহ ১৫ দিন অবস্থানের নিয়ত হলে সে ব্যক্তি মুকীম হয়ে যাবে। অবশ্য কোনো কোনো আলেমের এ বিষয়ে দ্বিমতও আছে। তাই নিজ নিজ আলেমের ফতওয়া অনুসারে আমল করুন। এ নিয়ে

কোনো প্রকার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবেন না। হজ্ব ঐক্যের প্রতীক। এটার প্রতি খেয়াল রাখা জরুরি।

হজ্বের দ্বিতীয় দিন ৯ যিলহজ্বের আমল

তাকবীরে তাশরীক শুরু

৯ যিলহজ্ব ফজর থেকে ১৩ যিলহজ্ব আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক পড়া হাজ্বীদের উপরও ওয়াজিব। সুতরাং সালামের পরপরই তাকবীরে তাশরীক পড়ে নিবেন। এরপর তালবিয়া পড়বেন।– আলকিরা ৩৭৯

আরাফার উদ্দেশ্যে রওনা

* ৯ তারিখ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া উত্তম।–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২১৮; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৪৭৬৬

* আরাফায় রওনা হওয়ার সময় তালবিয়া এবং আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ার কথা হাদীস শরীফে এসেছে।–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২৮৪; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১৮১৬; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৩৯৬১; মানাসিক ২৬৮

৮ যিলহজ্ব রাতে আরাফায় যাওয়া!

ভিড়ের কারণে বহু লোক ৮ তারিখ দিবাগত রাতেই আরাফায় চলে যান। মুআল্লিমের গাড়িগুলোও রাত থেকেই

হাজ্বী সাহেবদেরকে আরাফায় পৌঁছাতে শুরু করে। এভাবে রাতে চলে যাওয়া ঠিক নয়। এ রাতে আরাফার ময়দানে থাকলে কোনো সওয়াব হবে না; বরং এতে একাধিক সুন্নাতের খেলাফ হয়। যেমন : এক. এ রাতে মিনায় থাকা সুন্নত। এটি আদায় হয় না। দুই. ৯ তারিখ ফজর নামায মিনায় পড়া সুন্নত। এটাও ছুটে যায়। তিন. সূর্যোদয়ের পর আরাফার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া মুস্তাহাব। এটাও আদায় হয় না। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২১৮; রদ্দুল মুহতার ২/৫০৩) তাই সাধ্যমতো চেষ্টা করতে হবে যেন বাসগুলো অন্তত ফজরের পর ছাড়ে। যদি বাসযাত্রা বিলম্ব করা সম্ভব না হয় তাহলে বৃদ্ধ ও মহিলারা মাহরামসহ বাসের সাথেই চলে যাবেন। আর সুস্থ সবল হাজ্বীগণ কোনো অভিজ্ঞ সঙ্গী পেলে মিনায় ফজরের নামায পড়ে পায়ে হেঁটে আরাফায় যেতে পারেন। মিনায় ফজর পড়ে হেঁটে গেলেও সুন্দরভাবে দুপুরের আগেই আরাফায় পৌঁছা সম্ভব। তবে পায়ে হেঁটে গেলে নিজেদের তাঁবুতে যাওয়ার চেষ্টা না করাই ভালো। কেননা, হেঁটে গেলে তাঁবু খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। হেঁটে যাওয়ার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে এমন সঙ্গী না পেলে একাকী হেঁটে যাওয়ার ঝুঁকি নিবেন না। এক্ষেত্রে বাস যখনই ছাড়ে জামাতের সাথে থাকাই বাঞ্ছনীয় হবে।

উকূফে আরাফা (ফরয)

উকূফে আরাফার অর্থ আরাফায় অবস্থান করা। এটি হজ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন। ৯ যিলহজ্ব যোহরের শুরু সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এ কয়েক ঘণ্টা পুরো হজ্বের মগজ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। তাই পুরো সময় আল্লাহ তাআলার দিকে দিল ও মনকে নিবিষ্ট রাখুন এবং দুআ-মুনাজাত, কান্নাকাটি ও যিকির-আযকারে মশগুল থাকুন। এক মুহূর্তও যেন গাফলত ও উদাসীনতার মধ্যে না কাটে।

উকূফে আরাফার সময়

৯ যিলহজ্ব সূর্য ঢলার পর থেকেই উকূফ করা সুন্নত। সূর্যাস্তের আগে আরাফায় পৌঁছে গেলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উকূফ করা ওয়াজিব। সূর্যাস্তের আগে আরাফা ত্যাগ করা জায়েয নয়। আরাফায় উকূফের প্রধান সময় ৯ যিলহজ্ব সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত। কিন্তু কেউ যদি এ সময়ের ভেতর আরাফায় পৌঁছতে না পারেন তাহলে আগত রাতের সুবহে সাদিকের মধ্যে যেকোনো স্বল্প সময় আরাফার ময়দানে উপস্থিত থাকলেও এই ফরয আদায় হয়ে যাবে।–জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৯৭৫; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস : ৬২৮৬; মানাসিক ২০৫; গুনয়াতুন্নাসেক ১৫৭; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৯

উকূফের প্রস্তুতি

খানাপিনা এবং অন্যান্য জরুরত যোহরের ওয়াক্তের আগেই সেরে নিন। সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যোহর নামাযের পূর্বে উকূফে আরাফার উদ্দেশ্যে গোসল করা সুন্নত।–মুআত্তা মালেক, হাদীস : ১১৫২; মাবসূত, সারাখসী ৪/১৫; গুনইয়াতুন নাসিক ১৪৮

আরাফার ময়দানেও তাঁবুর নিকটে টয়লেট ও গোসলখানা পাবেন। তাই সম্ভব হলে যোহরের সময় হওয়ার পরপর গোসল সেরে নিন।

যোহর ও আসর একত্রে পড়া

আরাফার কেন্দ্রবিন্দু মসজিদে নামিরার জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারলে যোহর ও আসর একত্রে ইমামের পেছনে আদায় করে নিবেন। কিন্তু মসজিদে নামিরার জামাতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব না হলে যোহরের সময় যোহর এবং আসরের সময় আসর পড়বেন। এটি ইবরাহীম নাখায়ী রাহ. ও সুফিয়ান সাওরী রাহ.-এর মত।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৪২৩৫

ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর মতও এটি। হানাফী মাযহাবের পরবর্তী ফকীহগণ এ মতের উপর ফতওয়া ব্যক্ত করেছেন।–কিতাবুল আসার ১/৩৩৭; ইলাউস সুনান ১০/১০৬; আলইস্তিযকার ৩/৬২৪; রদ্দুল মুহতার ২/৫০৫

অবশ্য এক্ষেত্রে কেউ যোহরের সময় যোহর ও আসর একত্রে পড়ে নিলে তার নামাযও আদায় হয়ে যাবে। কেননা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আরাফায় ইমামের সাথে জামাত না পেলে নিজ তাঁবুতে এসে যোহর ও আসর একত্রে পড়ে নিতেন।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৪২৩৪

আম্মাজান আয়েশা রা. এবং তাউস ও আতা রাহ. থেকেও এ মত বর্ণিত আছে।–কিতাবুল আসার, ইমাম মুহাম্মাদ ১/৩৩৭; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৮/৩৫৭

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. এ মত অবলম্বন করেছেন। ইমাম তহাবী রাহ. এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।–মুখতাসারুত তহাবী ৬৪; আলমাবসূত ৪/১৫

সুতরাং কেউ যদি তাঁবুতে যোহর-আসর একত্রে পড়তে চায় তাকে বাধা দিবেন না এবং এ নিয়ে বিতর্কেও জড়াবেন না। কেননা এটিও সহীহ।

উকূফে আরাফায় করণীয়

* নামাযের পর আরাফার পুরো সময় আল্লাহ তাআলার দিকে দিলকে নিবীষ্ট রাখুন। তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যের অনুভূতি জাগ্রত রাখুন। দুনিয়ার সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে দিল-মনকে আল্লাহ তাআলার দিকে ধাবিত রাখুন। তাঁর একান্ত সান্নিধ্যের অপূর্ব স্বাদ গ্রহণ করুন এবং হাজিরির অনুভূতি নিয়ে বারবার তালবিয়া পড়ুন। কথাবার্তা বা অন্য কোনো কাজে লিপ্ত হবেন না।

এ সময় দুআ কবুলের ওয়াদা আছে, মাগফিরাতের ওয়াদা আছে। এসময়ের প্রধান কাজ দুআ-মুনাজাত করা। তাই এতেই মশগুল থাকুন।

মুস্তাহাব হল, তাঁবুর বাইরে এসে খোলা আকাশের নিচে কিবলামুখী হয়ে একেবারে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বেশি বেশি তালবিয়া পড়া, দুআ-ইস্তিগফার করা এবং যিকিরে মশগুল থাকা এবং দীর্ঘ সময় যাবত দুআ-মুনাজাতে মশগুল থাকা। দাঁড়িয়ে বা বসে যে কোনোভাবে যিকির ও দুআ-মুনাজাত করা যাবে। স্বাভাবিক মুনাজাতের মতো করেই হাত ওঠাবেন। উকূফ অবস্থায় যিকির, দরূদ ও তিলাওয়াতসহ সব ধরনের আমলে হিস্যা নিন। 'মুনাজাতে মাকবুল' বা এ ধরনের নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকেও কিছু সময় মুনাজাত করতে পারেন।–মানাসিক ১৯৯

প্রকাশ থাকে যে, জাবালে রহমতের নিকটে উকূফ করা উত্তম। তবে পাহাড়ে উঠার মধ্যে কোনো ফযীলত নেই।–গুনইয়াতুন নাসিক ১৬০

দুআ কবুল হওয়ার একীন করুন

* দুআ কবুল ও মাগফিরাতের একীন করুন। এ সময়ের দুআ কবুল হয়েছে কি না এ সন্দেহ করা ঠিক নয়। কেননা এখানে দুআ কবুলের ওয়াদা আছে। তাই কবুল হওয়ার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে দুআ করুন। খেয়াল

করুন, নিজ ক্ষমতাবলে এখানে আসেননি; বরং আল্লাহ তাআলাই আপনাকে এই পবিত্র ভূমিতে নিয়ে এসেছেন। আবার দুআ করা ও তাঁকে ডাকারও তাওফীক দিয়েছেন। তাঁর মুহাব্বত, নৈকট্য ও মাগফিরাত দিবেন বলেই তো নিয়ে এসেছেন। তাই হতাশা বা নিরাশা নয়; বরং কবুল ও মাফ পাওয়ার একীন করুন।

আরাফায় দুআ-ওযীফা

* আরাফায় বিশেষ কোনো দুআ বা যিকির পড়া জরুরি নয়। যে কোনো যিকির বা নিজ ভাষায় দুআ-মুনাজাত করা যেতে পারে।

* সুব্হানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, অন্যান্য যিকির, তিলাওয়াত, দরূদ শরীফ, ইস্তিগফার, কালিমা তাইয়্যিবা ও দুআ-কান্নাকাটিতে পুরো সময় ব্যস্ত থাকুন।–মাবসূত, সারাখসী ৪/১৭

* আল্লাহ তাআলার দরবারে হাজিরীর অনুভূতি নিয়ে বেশি বেশি তালবিয়া পড়ুন।–মাবসূত, সারাখসী ৪/১৭

* এছাড়া হাদীস-আছারে এই স্থানে কিছু যিকির ও দুআ পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। বরকতের উদ্দেশ্যে সেগুলো পড়ুন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আরাফার দুআ উত্তম দুআ। আমি এবং আমার

পূর্ববর্তী নবীগণ যে দুআ করেছেন তন্মধ্যে উত্তম দুআ হল–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

–জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩৫৮৫

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনি উকুফের সময় দুআর জন্য হাত তুলে তিনবার–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

(আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ) বলতেন। এরপর পড়তেন–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ بِالْهُدٰى وَنَقِّنِىْ بِالتَّقْوٰى وَاغْفِرْلِىْ فِى الْآخِرَةِ وَالْأُوْلٰى

–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৪৯২৩

কোনো কোনো হাদীসে নিম্নোক্ত দুআটিও পড়ার কথা বর্ণিত আছে–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِىْ تَقُوْلُ وَخَيْرًا مِّمَّا نَقُوْلُ، اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ وَإِلَيْكَ مَآبِىْ

وَلَکَ رَبِّ تُرَاثِیْ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ مِنْ خَیْرِ مَا تَجِیْءُ بِهِ الرِّیَاحُ وَاَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِیْءُ بِهِ الرِّیَاحُ

–জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩৫২০; আলকিরা ৩৯৮

* হাদীসে নিম্নোক্ত দুআটি পড়ার কথাও এসেছে। তাই সম্ভব হলে এই দুআও পড়া যেতে পারে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِیْ قَلْبِیْ نُوْرًا وَ فِیْ سَمْعِیْ نُوْرًا وَفِیْ بَصَرِيْ نُوْرًا، اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ وَیَسِّرْ لِیْ اَمْرِیْ، وَاَعُوْذُ بِکَ مِنْ وَسَاوِسِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا یَلِجُ فِی اللَّیْلِ وَشَرِّ مَا یَلِجُ فِی النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّیَاحُ

–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৩০২৭২

সূর্যাস্তের আগে আরাফা থেকে বের না হওয়া

সূর্যাস্তের আগে আরাফা থেকে বের হওয়া জায়েয নয়। কেউ যদি সূর্যাস্তের আগে আরাফা থেকে বের হয়ে যান তাহলে তার কর্তব্য হল পুনরায় আরাফায় ফিরে আসা এবং সূর্যাস্তের পর মুযদালিফায় রওনা হওয়া। যদি ফিরে না

আসেন তাহলে জরিমানা দম দিতে হবে।–ইলাউস সুনান ১০/১১৮; রদ্দুল মুহতার ২/৫০৮; গুনইয়াতুন নাসিক ১৬০

৯ যিলহজ্ব সূর্যাস্তের আগে আরাফায় পৌছতে না পারলে

কেউ যদি ৯ তারিখ সূর্যাস্তের আগে আরাফার ময়দানে কোনো কারণে পৌঁছতে না পারেন তবে আগত রাতে সুবহে সাদেক হওয়ার আগে অল্প সময়ের জন্য আরাফায় অবস্থান করলেও উকুফে আরাফার ফরয আদায় হয়ে যাবে। আর এ কারণে দম বা অন্য কিছু ওয়াজিব হবে না। তবে আরাফার মূল সময়ে সেখানে না পৌঁছার কারণে অনেক ফযীলত থেকে বঞ্চিত হবেন এটা তো বলাইবাহুল্য।–জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৯৭৫; আলবাহরুল আমীক ৩/১৫১৪

আরাফার যে স্থান উকূফযোগ্য নয়

* মসজিদে নামিরার পশ্চিমের কিছু অংশসহ বাইরের স্থানকে 'বাতনে উরানা' বলে। এখানে উকূফ গ্রহণযোগ্য নয়।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৪০৬৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৯

মুযদালিফায় রওনা

আরাফার ময়দান থেকে সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামায না পড়েই মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। আজ মাগরিবের নামায ইশার সময় মুযদালিফায় গিয়ে পড়া ওয়াজিব। সূর্যাস্তের পর কালবিলম্ব না করে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওনা

হয়ে যাওয়া উত্তম। তবে জামাতবদ্ধভাবে গাড়িতে যেতে চাইলে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এই অপেক্ষার সময়ও তালবিয়া, তিলাওয়াত, যিকিরে ব্যস্ত থাকুন।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৩৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২১৮; রদ্দুল মুহতার ২/৫০৮-৯; গুনইয়াতুন নাসিক ১৬১

* আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় এবং রাস্তায় খুব তাওবা-ইস্তিগফার করুন। কেননা, ইস্তিগফারের মধ্যে রয়েছে আবদিয়্যাত এবং ত্রুটিযুক্ত আমলের পূর্ণতা। আর এর মধ্যেই রয়েছে হজ্বের কবুলিয়ত। তাই হজ্বের প্রধান রুকন আরাফার আমল শেষ করে আবার তাওবা-ইস্তিগফারে মশগুল হয়ে যান। সুযোগ পেয়েও যথাযথভাবে করতে পারিনি– এ কথা ভেবে আরো বেশি বেশি ক্ষমা চান।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ

অর্থ : অতপর তোমরা সেই স্থান (আরাফা) থেকে রওনা হবে যেখান থেকে অন্যান্য লোক রওনা হয় এবং তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। (সূরা বাকারা : ১৯৯)

মুযদালিফায় রাত্রি যাপন (সুন্নত)

৯ যিলহজ্ব দিবাগত রাতে মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করা সুন্নতে মুআক্কাদাহ।–মানাসিক ২১৮

মিনার তাঁবু যদি মুযদালিফার সীমানায় হয় তবে তাঁবুতে রাত্রি যাপন করলেও সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।

মুযদালিফায় রাতের আমল

আগে থেকেই মসজিদে মাশআরে হারাম বা এর আশপাশ যেখানে সম্ভব হয় জায়গা নিয়ে নিন। কেননা, ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর উকূফ করা ওয়াজিব। আর এই মসজিদের নিকট এসে উকূফ করা উত্তম। মুযদালিফার রাতে সম্ভব হলে কিছু যিকির, তালবিয়া, দুআ ও নফল নামায আদায় করতে পারেন। তবে এ রাতে ঘুমানো ও আরাম করাও পৃথক আমল। মুসলিম শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশা পড়ে শুয়ে গেছেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২১৮) তাই রাসূলের অনুসরণে কিছু সময় ঘুমিয়ে নিন। যেন সুবহে সাদিকের পর ওয়াজিব উকূফের সময় পূর্ণ মনোযোগের সাথে দুআ ও যিকিরে মশগুল থাকতে পারেন।–সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৩৮৫৪; মানাসিক, মোল্লা আলী ২১৮; ফাতহুল মুলহিম ৩/২৮৯

মুযদালিফায় একত্রে মাগরিব ও ইশা পড়া

* ৯ তারিখ দিবাগত রাতের মাগরিব ও ইশার নামায পুরুষ-মহিলা সকলের জন্য ইশার ওয়াক্তে মুযদালিফায়

গিয়ে পড়া ওয়াজিব। প্রথমে মাগরিব আদায় করবেন। এরপর সাথে সাথে দাঁড়িয়ে ইশা পড়বেন। যদি কেউ মুযদালিফায় পৌঁছার আগেই রাস্তায় মাগরিব ইশা পড়ে নেন কিংবা মুযদালিফায় পৌঁছার আগে শুধু মাগরিব পড়ে নেন তবে উভয় ক্ষেত্রে মুযদালিফায় পৌঁছে ইশার ওয়াক্ত থাকলে আবার মাগরিব-ইশা একত্রে পড়া জরুরি।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৬৬৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২৮০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩০

* মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা এক আযান ও এক ইকামতে পড়বেন। অর্থাৎ মাগরিবের আগেই আযান-ইকামত দিবেন। মাগরিব শেষে দাঁড়িয়ে আবার ইশা শুরু করবেন। এটিই হানাফী মাযহাবের গ্রহণযোগ্য মত ও ফতওয়া। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিব এবং ইশা একত্রে পড়েছেন। মাগরিবের তিন রাকাত এবং ইশা দুই রাকাত এক ইকামতে আদায় করেছেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২৮৮) অবশ্য দুই ইকামত অর্থাৎ ইশার জন্য ভিন্ন ইকামত বলার হাদীসও আছে। তাই উভয় আমলই সঠিক। দেখুন : সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৬৭৩

* মুযদালিফায় দুই নামায একত্রে পড়ার জন্য জামাত শর্ত নয়। একা পড়লেও দুই নামায একত্রে ইশার সময়

পড়বেন। তবে পুরুষদের জন্য জামাতের সাথে পড়া ভালো। মহিলারা একাকী পড়বেন।–মানাসিক ২১৪-৭

* দুই নামাযের মাঝে নফল বা সুন্নত নামায পড়বেন না। তেমনি অন্য কোনো কাজেও লিপ্ত হবেন না। যদি অন্য কোনো কাজ করা হয় তাহলে ইশার জন্য ভিন্ন ইকামত দিতে হবে।–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২৮৮; কিতাবুল আছার ১/৩৩৮-৩৩৯; আলমাবসূত, সারাখসী ৪/৬২; মানাসিক ২১৪

* ইশা আদায়ের পর মাগরিবের সুন্নত পড়বেন। অতপর ইশার সুন্নত ও বিতর পড়বেন।–মানাসিক ২১৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩০

* মুযদালিফায় পৌঁছার আগে ইশার ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলে পথিমধ্যে মাগরিব ও ইশা পড়ে নিবেন। এক্ষেত্রে মুযদালিফায় পৌঁছার পর ইশার ওয়াক্ত বাকি থাকলে মাগরিব-ইশা আবার পড়ে নিতে হবে।–আলমাবসূত, সারাখসী ৪/৬৩; আলবাহরুর রায়েক ২/৩৪১

* ইশার ওয়াক্তের আগে মুযদালিফায় পৌঁছে গেলে তখন মাগরিব পড়বেন না; বরং ইশার ওয়াক্ত হওয়ার পর মাগরিব-ইশা একত্রে আগের নিয়মে আদায় করবেন।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৬৭৫; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৪২২২; মানাসিক ২১৮; আদ্দুররুল মুখতার ২/৫০৯

হজ্বের ৩য় দিন ১০ যিলহজ্বের আমল

১. উকূফে মুযদালিফা (ওয়াজিব) ২. মুযদালিফা থেকে ১ম দিনের কংকর সংগ্রহ (মুস্তাহাব) ৩. জামরা আকাবায় কংকর মারা (ওয়াজিব) ৪. দমে শোকর বা হজ্বের কুরবানী (ওয়াজিব) ৫. মাথার চুল মুণ্ডানো বা কাটা (ওয়াজিব) ৬. তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করা (হজ্বের তৃতীয় ফরয) ৭. হজ্বের সাঈ করা (ওয়াজিব)। নিম্নে এসবের ধারাবাহিক বিবরণ পেশ করা হল।

উকূফে মুযদালিফা (ওয়াজিব)

উকূফে মুযদালিফার সময় ১০ তারিখ সুবহে সাদিক থেকে চতুর্দিক খুব ফর্সা হওয়া পর্যন্ত। সুবহে সাদিকের পর মুযদালিফায় অল্প সময় অবস্থান করলেও ওয়াজিব আদায় হবে যাবে। তবে একেবারে ফর্সা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা সুন্নত।–জামে তিরমিযী, হাদীস : ৮৯১; শরহু মাআনিল আসার, তহাবী, হাদীস : ৩৯৪৪; আলমাবসূত, সারাখসী ৪/৬৩; মানাসিক ২১৯

* উকূফে মুযদালিফা যেহেতু ওয়াজিব তাই বিশেষ ওজর ব্যতীত নির্ধারিত সময়ে উকূফ না করলে দম ওয়াজিব হবে। অবশ্য ভিড়ের কারণে কেউ সূর্যোদয়ের আগে মুযদালিফায় পৌঁছতে না পারলে কিংবা অসুস্থতার

কারণে মিনায় চলে গেলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে না।–ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩১; গুনইয়াতুন নাসিক ১৬৬

মহিলা ও বৃদ্ধদের জন্য উকূফে মুযদালিফার হুকুম

অধিক ভিড়ের কারণে মহিলাগণ মুযদালিফায় অবস্থানের জন্য অপেক্ষা না করে রাতেই মিনা বা মক্কায় চলে যেতে পারবেন। তেমনিভাবে অতিশয় বৃদ্ধ, দুর্বল কিংবা অসুস্থ হাজীগণ, যাদের মুযদালিফায় অবস্থান পর্যন্ত অপেক্ষা করা খুবই কষ্টকর তাদের জন্যও মুযদালিফায় অবস্থান না করে মিনা বা মক্কায় চলে যাওয়া জায়েয। এতে তাদের উপর কোনো জরিমানা ওয়াজিব হবে না।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৬৭৬; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩১; গুনয়াতুন নাসিক ১৬৬

আর মক্কা বা মিনায় তাদের একাকী যাওয়া যদি সম্ভব না হয় তাহলে সাথে একজন পুরুষও যেতে পারবেন। এক্ষেত্রে ঐ পুরুষ মুযদালিফায় অবস্থান না করার কারণে তার উপরও কোনো দম ওয়াজিব হবে না। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফার রাতে (অর্থাৎ ৯ তারিখ দিবাগত রাতে) আব্বাস রা.কে বলেছিলেন, তিনি যেন দুর্বল ও মহিলাদেরকে নিয়ে মিনা চলে যান। এবং ফজরের নামায মিনায় গিয়ে পড়েন। আর লোকজন আসার আগেই তারা

যেন কংকর নিক্ষেপের কাজ সেরে নেন।–শরহু মাআনিল আসার,তহাবী, হাদীস : ৩৯৭২

আরেক হাদীসে আছে, আসমা রা. তার গোলাম আবদুল্লাহকে নিয়ে মুযদালিফা থেকে রাতেই মিনা চলে গিয়েছেন এবং মিনায় গিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৬৭৯

এছাড়া আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি উম্মুল মুমিনীনকে নিয়ে মিনায় ফজরের নামায পড়েছেন।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৩৯৪৯

উকূফে মুযদালিফায় করণীয়

উকূফের স্থান

মুযদালিফার ময়দানের যেকোনো অংশেই উকূফ (অবস্থান) করা যাবে। মসজিদে মাশআরে হারামের নিকট উকূফ করা ভালো। তবে মুযদালিফার বাইরে মিনার দিকে 'ওয়াদিয়ে মুহাস্‌সির' নামক স্থানে উকূফ করা যাবে না। কারণ এখানকার উকূফ গ্রহণযোগ্য নয়।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৪০৭২; মানাসিক ২২০

* যাদের মিনার তাঁবু মুযদালিফায় পড়েছে তারা উকূফে মুযদালিফার জন্য ওই তাঁবুতে অবস্থান করলেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। তবে খোলা আকাশের নিচে উকূফ

করা ভালো। আর মাশআরুল হারামের নিকট অবস্থানের কথা কুরআন মজীদে এসেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ

অর্থ : অতপর তোমরা যখন আরাফা থেকে রওনা হবে তখন মাশআরুল হারামের নিকট (যা মুযদালিফায় অবস্থিত) আল্লাহর যিকির কর (অন্তর এবং মুখ দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ কর। তার পবিত্রতা, প্রশংসা ও বড়ত্ব বর্ণনা কর) আর আল্লাহর যিকির সেভাবে করবে যেভাবে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা বাকারা : ১৯৮)

* ১০ যিলহজ্ব সুবহে সাদিক থেকে চতুর্দিক খুব ফর্সা হওয়া পর্যন্ত সময়টুকু উকূফে মুযদালিফার মূল সময়। তাই এ সময় অবহেলা, অন্যমনস্কতা কিংবা অন্য কোনো কাজে যেন না কাটে। এর পুরো সময় আল্লাহর ধ্যানে ও দুআ-যিকিরে মশগুল থাকুন।–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২১৮

* একেবারে ওয়াক্তের শুরুতে ফজর পড়ে নিন। অতপর সম্ভব হলে মসজিদে মাশআরে হারামের কাছে যান। খোলা আকাশের নিচে কিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে প্রাণখুলে দুআ-মুনাজাত করুন এবং বলুন–আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২১৮; আলমাসালিক ১/৫৪১

* তাওবা-ইস্তিগফার ও দুআ-যিকিরই হল এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ আমল। অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়ুন এবং যিকির করুন। মাঝেমধ্যে আল্লাহর দরবারে হাজিরির অনুভূতি নিয়ে তালবিয়া পাঠ করুন। এভাবেই চতুর্দিক ফর্সা হওয়া পর্যন্ত দুআ ও যিকিরে মশগুল থাকুন।

কংকর সংগ্রহ

প্রথম দিনের সাতটি কংকর মুযদালিফা থেকে সংগ্রহ করা মুস্তাহাব। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৩৬২৩, ১৩৬২৫, ১৩৬২৭) অবশ্য অন্য জায়গা থেকে নিলেও কোনো ক্ষতি নেই। তবে জামরার নিকট থেকে নেওয়া মাকরূহ। কারণ, এই স্থানের কংকরগুলো আল্লাহ তাআলার দরবারে ধিকৃত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যাদের কংকর নিক্ষেপ কবুল হয় তাদের কংকর উঠিয়ে নেওয়া হয়। আর যাদের কবুল হয় না তাদেরটা পড়ে থাকে। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রা. থেকেও অনুরূপ বক্তব্য প্রমাণিত। (আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী, হাদীস : ৯৫৪৩)

পরবর্তী দিনের কংকরও মুযদালিফা থেকে নেওয়া যাবে তবে তা মুস্তাহাব নয়। পরবর্তী দিনের কংকর জামরার নিকট ব্যতীত অন্য যেকোনো স্থান থেকে নিতে পারবেন।−মানাসিক ২২২; আল কিরা ৪৩৫

কংকরের ধরন

কংকর বুট বা ছোলার দানার মত ছোট হওয়া ভালো। সর্বোচ্চ খেজুরের বিচির মত হতে পারে। বড় পাথর মারা মাকরূহ। তেমনি নাপাক কংকর মারাও মাকরূহ। কংকর নাপাক হওয়ার আশঙ্কা থাকলে তা ধুয়ে নিলেই চলবে।−সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২৮২; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৪০৯৭, ১৫৫৩৭; মানাসিক ২২২; গুনইয়াতুন নাসিক ১৬৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৩

মিনায় রওনা

১০ যিলহজ্ব সূর্যোদয়ের সামান্য পূর্বে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা করুন। সূর্যোদয় পর্যন্ত বিলম্ব করা সুন্নতের খেলাফ। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৬৮৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২১৮; আলমাসালিক ১/৫৪৯; রদ্দুল মুহতার ২/৫১২) এখন ক্লান্ত-শ্রান্ত থাকার কারণে এমনিতেই ধীরে চলতে হবে। অপরদিকে এ সময় গাম্ভীর্যের সাথে ধীর

গতিতে চলাটাই মুস্তাহাব। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২৮২) তাই সুন্নতের অনুসরণের নিয়তে ধীর গতিতে চলুন। পথিমধ্যে তালবিয়া বেশি বেশি পড়ুন। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৬৮৬, ১৬৮৭) কেননা আর অল্প সময়ই তালবিয়া পড়ার সুযোগ পাবেন। সাথে অন্যান্য যিকিরও করুন।–আলমাসালিক ১/৫৫১; মানাসিক ২২১

জামরায়ে আকাবায় কংকর মারা (ওয়াজিব)

আজ শুধু বড় জামরায় কংকর মারতে হবে। কংকর নিক্ষেপের জন্য মিনা থেকে মক্কার দিকে যাওয়ার পথে সর্বশেষ কংকর নিক্ষেপের স্থানকে 'বড় জামরা' বলা হয়। একে আরবীতে 'জামরা আকাবাহ' বলে। এখানে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। কংকর নিক্ষেপের স্থানে বেষ্টনীর ভেতর যে চওড়া দেয়াল আছে তাতে কংকর স্পর্শ করা জরুরি নয় বরং বেষ্টনীর ভেতরে পড়াই যথেষ্ট। কোনো কংকর যদি বেষ্টনীর বাইরে পড়ে যায় তবে তা ধর্তব্য হবে না, এক্ষেত্রে এর বদলে পুনরায় আরেকটি কংকর মারতে হবে। আর পিলারের গোড়ায় মারা ভালো, পিলারের উপর অংশে মারা অনুত্তম।–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২১৮; মানাসিক ২৪৫; গুনইয়াতুন নাসিক ১৭১ রদ্দুল মুহতার ২/৫১২-৩

তালবিয়া বন্ধ

হজ্বের ইহরামের পর থেকে এ পর্যন্ত উত্তম যিকির ছিল তালবিয়া। বড় জামরায় ১ম কংকর নিক্ষেপের সময় থেকে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিতে হবে। এরপর থেকে তালবিয়া পড়ার বিধান নেই।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৫৪৪; মানাসিক ২২৫; রদ্দুল মুহতার ২/৫১৩

কংকর নিক্ষেপের নিয়ম ও দুআ

কংকর নিক্ষেপের সময় মিনা নিজের ডান পাশে আর কাবা বাম দিকে থাকে এভাবে দাঁড়ানো উত্তম। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৭৪৮) সম্ভব হলে সেভাবে দাঁড়ান। তবে যে দিকেই দাঁড়ান সর্বাবস্থায় জামারাত থেকে অন্তত ৫ হাত দূরে সরে দাঁড়ানো ভালো। এটা কষ্টকর হলে যেভাবে দাঁড়ানো সহজ হয় সেভাবে দাঁড়ান। এরপর ডান হাতের বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে ধরে একটি করে সাত বারে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করুন। প্রতিবার কংকর নিক্ষেপের সময় 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলা সুন্নত। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২১৮) আর যদি সম্ভব হয় তাহলে এর সাথে নিম্নের দুআটিও পড়া ভালো–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا

অর্থ : হে আল্লাহ! এই হজ্ব কবুল করুন এবং গুনাহসমূহ

মাফ করুন। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৪২১৪; আল কিরা ৪৪১; আলমাসালিক ১/৫৫৫)

বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপের সময়

১০ যিলহজ্ব বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপের সময় হল, ঐ দিন সুবহে সাদিকের পর থেকে আগত রাতের সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত। এর ভেতরে কংকর নিক্ষেপ করলে তা আদায় হয়ে যাবে। তবে এর মাঝে কংকর নিক্ষেপের উত্তম সময় রয়েছে এবং মাকরূহ সময়ও রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল।

মুস্তাহাব সময় : ১০ যিলহজ্ব সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য ঢলা অর্থাৎ যোহরের সময়ের আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কংকর মারা উত্তম। আর এর পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কংকর মারা জায়েয। অর্থাৎ এ পর্যন্ত বিনা ওজরে বিলম্ব করলেও মাকরূহ বা অনুত্তম হবে না।–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২৯৯

মাকরূহ সময় : ১০ যিলহজ্ব ফজরের সময় থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং সূর্যাস্তের পর থেকে আগত রাতের সুবহে সাদিক পর্যন্ত মাকরূহ সময়। ভিড় বা অন্য কোনো ওজর ছাড়া এ সময় কংকর মারা মাকরূহ। তবে মহিলা, দুর্বল ও অসুস্থদের জন্য এ দুই সময়ে কংকর মারা মাকরূহ

নয়। তেমনি ভিড় বেশি হলে অন্যদের জন্যও রাতে কংকর মারা মাকরূহ নয়।–গুনইয়াতুন নাসিক ১৬৯-৭০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৩

* কেউ যদি সাত কংকর একত্রে নিক্ষেপ করেন তবে সবকটি মিলে এক কংকর মারা হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। তাই তাকে পৃথক পৃথক আরো ছয়টি কংকর মারতে হবে।–আলমাবসূত, সারাখসী ৪/৬৭; মানাসিক ২৪৬; গুনইয়াতুন নাসিক ১৮৭

বড় জামরায় কংকর মারার পর দুআ নেই

* ১০ তারিখ জামরা আকাবায় কংকর মারার পর মুনাজাতের জন্য অপেক্ষা করার বিধান নেই। তাই আজ দুআর জন্য সেখানে অপেক্ষা না করাটাই সুন্নত। কংকর মেরে দ্রুত ঐ স্থান ত্যাগ করুন।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৭৫১; মানাসিক ২২৪; গুনইয়াতুন নাসিক ১৭২

সময় মতো কংকর না মারলে

১০ তারিখ দিবাগত রাতের সুবহে সাদিকের আগে জামরা আকাবায় কংকর না মারলে দম ওয়াজিব হবে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদসহ অন্য ফকীহগণের মত অনুযায়ী ১৩ যিলহজ্ব সূর্যাস্তের আগে কংকর নিক্ষেপ করলেও আদায় হয়ে যাবে এবং কোনো দম ওয়াজিব হবে না। অসুস্থ

ও মাজুর ব্যক্তিগণ এ মতটি গ্রহণ করতে পারেন। তবে ১৩ তারিখ সূর্যাস্তের আগে আগে মেরে নিতে হবে। এর পরে কংকর মারার অবকাশ নেই। তাই কেউ যদি ১৩ যিলহজ্ব সূর্যাস্তের আগে কংকর মারতে না পারেন তাহলে ফকীহগণের ঐক্যমতে একটি দম ওয়াজিব হবে।–মানাসিক পৃ. ২৪১; গুনইয়াতুন নাসিক পৃ. ১৮২; রদ্দুল মুহতার ২/৫১৫

অন্যকে দিয়ে কংকর মারানো

প্রত্যেক হাজ্বী পুরুষ হোক বা মহিলা নিজেই কংকর মারবেন। শুধু ভিড়ের অজুহাতে মহিলা বা পুরুষ কারো জন্য অন্যকে দিয়ে কংকর মারানো জায়েয নয়। (যুবদাতুল মানাসিক ১৮৪; গুনইয়াতুন নাসিক ১৮৮; হজ্ব ওয়া উমরা কে জাদীদ মাসাইল আওর উনকা হল্, ইসলামিক ফিকহ একাডেমী ভারত, পৃষ্ঠা : ৫৯৯)

অবশ্য এমন অসুস্থতা বা দুর্বলতা, যার কারণে বসে নামায পড়া জায়েয অথবা যে অসুস্থতার কারণে জামরাত পর্যন্ত পৌঁছা খুবই কষ্টকর কিংবা রোগ অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে–এরূপ ব্যক্তি অন্যকে দিয়ে কংকর মারাতে পারবেন। এ ধরনের ওজর ছাড়া অন্যের দ্বারা কংকর মারানো জায়েয নয় এবং এক্ষেত্রে তা আদায় হবে না। তাই ওই ব্যক্তিকে পুনরায় নিজে গিয়ে কংকর মারতে হবে। নতুবা দম ওয়াজিব হবে।–মানাসিক, মোল্লা আলী কারী, পৃষ্ঠা : ২৪৭

* মাজুর ব্যক্তির পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপের জন্য তার অনুমতি লাগবে। বিনা অনুমতিতে কেউ কারো পক্ষ থেকে কংকর মেরে দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে অচেতন, পাগল ও ছোট বাচ্চার অনুমতি ছাড়াই তাদের পক্ষ থেকে অভিভাবকগণ কংকর মারতে পারবেন।–মানাসিক, মোল্লা আলী কারী পৃ. ২৪৭-২৪৮; গুনইয়াতুন নাসিক পৃ. ১৮৭; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৬; আহকামে হজ্ব ৭৭

দমে শোকর বা হজ্বের কুরবানী (ওয়াজিব)

তামাত্তু ও কিরানকারী হাজ্বীদের জন্য হজ্বের এই কুরবানী করা ওয়াজিব। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২২৭) একে 'দমে শোকর' বলে। জামরায়ে আকাবায় কংকর মারার পর কুরবানী করবেন, এরপর মাথা মুণ্ডাবেন।–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৩০৫; মানাসিক ২২৬

* ইফরাদ হজ্বকারীর উপর হজ্বের কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। তবে তার কুরবানী করা মুস্তাহাব।–মানাসিক ২২৬

* ইফরাদকারী হাজ্বীদের যেহেতু ওয়াজিব কুরবানী নেই তাই তারা বড় জামরায় কংকর মারার পরই চুল কেটে হালাল হতে পারবেন। তবে কুরবানী করলে কুরবানীর পর চুল কাটা উত্তম। কিন্তু কংকর মারার আগে চুল কাটতে

পারবে না। কাটলে দম ওয়াজিব হবে।–মানাসিক ৩৫৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩১

দমে শোকর বা হজ্বের কুরবানীর সময়

১০ যিলহজ্ব সুবহে সাদিকের পর থেকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত সময়ের ভেতর (জামরায়ে আকাবায় কংকর মারার পর) কুরবানী করতে হবে। তবে ১০ যিলহজ্ব সুবহে সাদিকের পর থেকে সময় শুরু হলেও সূর্যোদয়ের পর কুরবানী করা সুন্নত।–মানাসিক, মোল্লা আলী কারী, পৃষ্ঠা : ২৬৩; গুনইয়াতুন নাসিক ২০৭

একাধিক কুরবানী করা

সামর্থ্য থাকলে হজ্বে একাধিক কুরবানী করা উত্তম। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক কুরবানী করা প্রমাণিত আছে।–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২১৮

সতর্কতামূলক জরিমানা দম আদায় করা

ইহরামের ত্রুটি বা হজ্বের কার্যাদির মধ্যে কোনো ত্রুটির আশঙ্কা করে কেউ সতর্কতামূলক জরিমানা দম আদায় করলে তা জায়েয হবে। এক্ষেত্রে বাস্তবেই যদি কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে তবে তার জন্য এ দম যথেষ্ট হয়ে যাবে।

আর যদি কোনো ত্রুটি না হয়ে থাকে তবে তা নফল কুরবানী হিসেবে গণ্য হবে।

কুরবানীর স্থান

হজ্বের কুরবানী হেরেমের সীমানার ভেতর করা জরুরি। হেরেমের বাইরে জবাই করলে তা দ্বারা হজ্বের কুরবানী আদায় হবে না। হেরেমের যেকোনো স্থানে কুরবানী করা জায়েয। তবে মিনায় করা সুন্নত।–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২১৪, ১৩০৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২৩২৪; আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী ৫/২৩৯; আলমাবসূত, সারাখসী ৪/১৩৬ রদ্দুল মুহতার ২/৫৩২

* হাজ্বীগণ নিজ ব্যবস্থাপনায় কুরবানী করতে পারেন। আবার কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দায়িত্ব নিলে তার মাধ্যমেও করানো যাবে। সৌদি সরকারের ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকে টাকা জমা দিয়েও কুরবানী করতে পারবেন। এক্ষেত্রে আগে আগে কংকর মেরে নেওয়া ভালো হবে। যেন কুরবানীর আগে কংকর মারা হয়ে যায়। ব্যাংকে টাকা জমা দিলে টাকা জমার রশিদে কুরবানী করার যে সময় উল্লেখ থাকে ওই সময়ের পর মাথার চুল কেটে হালাল হতে পারবেন। তবে সতর্কতামূলক ওই সময় থেকে কিছু বিলম্বে চুল কাটা ভালো। আর রশিদে যদি সময় উল্লেখ না থাকে তাহলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সময় বিলম্ব করে

যেমন, বিকাল ৩/৪ টার দিকে মাথার চুল কেটে হালাল হয়ে যেতে পারবেন।

হাজ্বীদের জন্য ঈদুল আযহার কুরবানী

মুসাফিরের উপর ঈদুল আযহার কুরবানী ওয়াজিব নয়। সুতরাং যারা ১০ যিলহজ্ব ফজর থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত মুসাফির থাকবেন তাদের উপর এ কুরবানী ওয়াজিব হবে না। তবে এ সময় যারা মুকীম থাকবেন এবং নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবেন তাদেরকে হজ্বের কুরবানী ছাড়াও ঈদুল আযহার উদ্দেশ্যে ভিন্ন কুরবানী করতে হবে। অবশ্য এই কুরবানী মক্কায় হেরেমের এলাকায় দেওয়া জরুরি নয়। নিজ দেশেও করা যাবে।-কিতাবুল আছল ৫/৪১১-৪১২; রদ্দুল মুহতার ২/৫১৫; আলবাহরুর রায়েক ২/৩৪৬

হজ্বের কুরবানীর গোশত

হজ্বের কুরবানীর গোশত হাজ্বী নিজেও খেতে পারবেন। এ কুরবানীর গোশতের হুকুম ঈদুল আযহার কুরবানীর মতোই। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৭১৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২১৮; মানাসিক ২৬২; রদ্দুল মুহতার ২/৫৩২) তবে ভুলক্রটির কারণে দম ওয়াজিব হলে নিজে সেই গোশত খেতে পারবেন না। এই গোশত ফকীর-মিসকীনদের

হক।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৩৩৬১, ১৩৩৬৬; মানাসিক ৪০৫

হজ্বের কুরবানীর সামর্থ্য না থাকলে

তামাত্তু ও কিরানকারীর হজ্বের কুরবানীর সামর্থ্য না থাকলে তাকে এর পরিবর্তে ১০টি রোযা রাখতে হবে। তিনটি রোযা তামাত্তু হজ্বকারীর জন্য উমরার ইহরামের পর থেকে আরাফার দিনের মধ্যে, তদ্রূপ কিরান হজ্বকারীর জন্যও কিরানের ইহরাম করার পর থেকে আরাফার দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। আর এই তিনটি রোযা ৭, ৮ ও ৯ যিলহজ্বে রাখা উত্তম।

তামাত্তু হজ্বের ক্ষেত্রে উত্তম হল, হজ্বের ইহরামের পর ঐ তিনদিন রোযা রাখা। অবশ্য ঐ তিন দিন রোযা রাখা কষ্টকর হলে উমরার ইহরাম করে উমরার কাজ সম্পন্ন করার পর হজ্বের আগেও তা রাখতে পারবে।

আর অবশিষ্ট সাতটি রোযা পরবর্তী সময়ে সুযোগমতো রাখলেই চলবে। এমনকি নিজ দেশে এসেও এ রোযাগুলো রাখা যাবে। (সূরা বাকারা : ১৯৬)

যে ব্যক্তি নিয়মমতো এ তিনটি রোযা রাখবে সে ১০ যিলহজ্ব কংকর নিক্ষেপের পরই মাথা মুণ্ডিয়ে হালাল হয়ে যেতে পারবেন।

আরাফার দিন পর্যন্ত তিনটি রোযা রাখতে না পারলে তার জন্য কুরবানী দেওয়া অপরিহার্য হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে কুরবানীর ব্যবস্থা করতে না পারলে কংকর নিক্ষেপের পর চুল কেটে হালাল হয়ে যাবেন এবং পরবর্তী সময়ে হেরেমের ভিতরে দুটি পশু জবাই করবেন। একটি হজ্বের কুরবানী হিসাবে। অপরটি কুরবানী না করে চুল কাটার কারণে জরিমানা হিসেবে।−মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৩১৪৪, ১৫৩৮৯, ১৫৭১১; মানাসিক পৃ. ২৬৩-২৬৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৯; আদ্দুররুল মুখতার ২/৫৩৩

* হজ্বের কুরবানীর জন্য (ঈদুল আযহার কুরবানীর মতো) গরু, মহিষ ও উটের সাত ভাগের একভাগও দেওয়া যাবে। আর ছাগল, দুম্বা, ভেড়া দিলে একাই একটি দিতে হবে।−সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৩১৮

মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা (ওয়াজিব)

চুল কাটার সময়

১০ যিলহজ্ব কুরবানীর পর মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা ওয়াজিব। এ ওয়াজিব আদায়ের সময় ১০ থেকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত। এর চেয়ে বিলম্বে মুণ্ডালে দম ওয়াজিব হবে।−বাদায়েউস সানায়ে ২/৩৩০; মাবসূত, সারাখসী ৪/৭০; মানাসিক ২৩০

চুল কাটার পরিমাণ

পুরুষের জন্য মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলাই উত্তম। মাথার চুল না মুণ্ডিয়ে যদি ছোট করতে চান তবে আঙ্গুলের অন্তত এক কর (প্রায় এক ইঞ্চি) পরিমাণ ছোট করা ওয়াজিব। মহিলাগণ পুরো মাথার চুলের অগ্রভাগ থেকে অন্তত এই পরিমাণ কাটবেন। পুরুষ বা মহিলা মাথার এক চতুর্থাংশের চুল থেকে এ পরিমাণ কেটে ফেললেই হালাল হয়ে যাবেন। তবে মাথার এক অংশ মুণ্ডিয়ে অন্য অংশে চুল রাখা মাকরূহ তাহরীমী। তাই এমনটি করবেন না।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৩০৬৫, ১৩০৬৮, ১৩০৭৩; বাদায়েউস সানায়ে ২/৩৩০; রদ্দুল মুহতার ২/৫১৬; মানাসিক ২২৯

* কারো চুল আগে থেকেই এক কর বা এর চেয়ে ছোট থাকলে হালাল হওয়ার জন্য চুল ছোট করা যথেষ্ট হবে না; বরং সেক্ষেত্রে মাথা মুণ্ডানো জরুরি হবে।

* মাথার চুল হলক করা বা ছোট করার আগে নখ বা শরীরের অতিরিক্ত পশম ইত্যাদি কাটা যাবে না। কাটলে নিয়ম অনুযায়ী জরিমানা দিতে হবে।–রদ্দুল মুহতার ২/৫১৫; গুনইয়াতুন নাসিক ১৭৪; মানাসিক ২২৮

* জামরা আকাবায় কংকর মারার পর হজ্ব আদায়কারী নিজের চুল কাটার আগেও অন্যের চুল কেটে দিতে

পারবেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৬১৩৯) কিন্তু নিজের চুল কাটার সময় হওয়ার আগে (অর্থাৎ নিজে জামরা আকাবায় কংকর মারার আগে) অন্যের চুল কেটে দিলে যিনি কেটে দিচ্ছেন তার উপর এক ফিতরা পরিমাণ সদকা করা জরুরি হবে।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৩৪৭৪-৫; গুনইয়াতুন নাসিক ২৫৮; আহকামে হজ্ব ৯৯

* কারো মাথা আগে থেকে মুণ্ডানো থাকলে অথবা পুরো মাথা টাক থাকলে হালাল হওয়ার জন্য মাথায় ক্ষুর ঘুরিয়ে নিতে হবে।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৩৭৯৯, ১৩৮০৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩১

* মাথার ডান দিক থেকে মুণ্ডানো সুন্নত।–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৩০৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৩৮৮২; আলামাসালিক ফিল মানাসিক ১/৫৭৯

মাথা মুণ্ডানোর স্থান

হাজীদের ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার জন্য মিনায় মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটা সুন্নত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় মাথা হলক করেছেন। অবশ্য হেরেমের সীমার ভেতর অন্য কোথাও করে নিলেও এ ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। আর হেরেমের বাইরে মাথা

কামালেও ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে, তবে হেরেমের বাইরে করার কারণে দম ওয়াজিব হবে।–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৩০৫; আহকামে হজ্ব ৭৯; মানাসিক পৃ. ২৩০, ৩৫৭; গুনইয়াতুন নাসিক ১৭৫

* মাথা হলক করলে বা চুল কেটে নিলেই ইহরাম-মুক্ত হয়ে যাবেন। তাই ইহরামের কাপড় ছেড়ে স্বাভাবিক কাপড় পরে নিন। এখন থেকে স্ত্রী ব্যতীত ইহরামের কারণে নিষিদ্ধ সবকিছু হালাল হয়ে যাবে। আর তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করার পর স্ত্রীও হালাল হয়ে যাবে।–সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২৩৯৩; মানাসিক ২৩১

তাওয়াফে যিয়ারত (হজ্বের তৃতীয় ফরয)

তাওয়াফে যিয়ারত হজ্বের গুরুত্বপূর্ণ ফরয। এই তাওয়াফ ব্যতীত হজ্ব সম্পন্ন হয় না। এই তাওয়াফ না করে কেউ দেশে চলে এলে তাকে আবার মক্কায় গিয়ে তাওয়াফ করতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তির জন্যও সশরীরে এই তাওয়াফ করা জরুরি। এই তাওয়াফের বদলী করা যায় না।–সহীহ বুখারী : ১৭৫৭

তাওয়াফে যিয়ারতের সুন্নত সময়

১০ যিলহজ্ব কংকর মারা, কুরবানী করা ও মাথা মুণ্ডানো–এই তিন কাজ করার পর তাওয়াফে যিয়ারত করা সুন্নত। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২১৮) কেউ যদি এই

তারতীব রক্ষা না করে ১০ যিলহজ্ব সুবহে সাদিকের পর অন্যান্য আমল করার আগে তাওয়াফে যিয়ারত করে নেন তবুও তার তাওয়াফ আদায় হয়ে যাবে। তবে তরতীব রক্ষা না করার কারণে সুন্নতের খেলাফ হবে।—গুনইয়াতুন নাসিক ১৭৮

তাওয়াফে যিয়ারত আদায়ের সময়

আরাফায় অবস্থানের আগে তাওয়াফে যিয়ারত করলে তা ফরয তাওয়াফ হিসাবে গণ্য হবে না। এই তাওয়াফের সময় হল, আরাফায় অবস্থানের পর ১০ যিলহজ্ব সুবহে সাদিক থেকে ১২ যিলহজ্বের সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত। (বাদায়েউস সানায়ে ২/৩১৪) ১০ যিলহজ্ব সুবহে সাদিকের আগে করলে আদায় হবে না। যদি ১২ তারিখ সূর্যাস্ত হয়ে যায় এবং তাওয়াফে যিয়ারত করা না হয় তবে বিলম্বের কারণে জরিমানা দম দেওয়া জরুরি হবে এবং বিলম্বে হলেও নিজেকেই সশরীরে তাওয়াফ করতে হবে।—মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৩২২৭; মানাসিক ২৩২

* মাথা হলক করা বা চুল ছোট করার পর ইহরাম ছেড়ে স্বাভাবিক কাপড় পরে তাওয়াফে যিয়ারত করতে পারবেন। আর ইহরামের কাপড় পরা থাকলে ঐ অবস্থায়ও তাওয়াফে যিয়ারত করা যাবে।—আহকামে হজ্ব ৫৬

তাওয়াফের নিয়ত

তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য এভাবে নিয়ত করুন : 'আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করছি। হে আল্লাহ! আপনি সহজ করুন এবং কবুল করুন।'

তাওয়াফে যিয়ারতে রমল ও ইযতিবা

তাওয়াফে যিয়ারতের পর হজ্বের সাঈ করলে এ তাওয়াফে রমল করতে হবে। ইহরাম অবস্থায় থাকলে ইযতিবাও করতে হবে। আর যদি হজ্বের সাঈ আগেই করা হয়ে থাকে তাহলে এ তাওয়াফে রমল ও ইযতিবা করবেন না।–বাদায়েউস সানায়ে ২/৩১২; মানাসিক, মোল্লা আলী, পৃষ্ঠা : ১৩০; আহকামে হজ্ব ৮২

মহিলাদের তাওয়াফের বিশেষ মাসাইল

এ সংক্রান্ত মাসাইল দেখুন এ বইয়ের ৮০ পৃষ্ঠায়।

তাওয়াফে যিয়ারতের বদলী বা হুইল চেয়ারে তাওয়াফ

হজ্ব আদায়কারী যত অসুস্থই হোক তাওয়াফে যিয়ারত নিজেকেই করতে হবে। এমনকি বেহুঁশ হলেও অন্য কেউ তাকে তাওয়াফ করাতে হবে। এ অবস্থাতেও অন্যকে দিয়ে বদলী করানো জায়েয নয়। বদলী করালে তা আদায় হবে না। তাওয়াফকারী অসুস্থতার কারণে প্রয়োজনে হুইল চেয়ার ব্যবহার করতে পারবেন। তদ্রূপ প্রয়োজন হলে

হুইল চেয়ার ঠেলার জন্য কিংবা তাওয়াফকারীকে বহন করে তাওয়াফ করানোর জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাউকে নিতে পারবেন। তাওয়াফকারীর হুঁশ বাকি থাকলে সাহায্যকারীর জন্য তাওয়াফের নিয়ত করা জরুরি নয়। কিন্তু অচেতন ব্যক্তিকে নিয়ে তাওয়াফ করতে চাইলে শর্ত হল, সাহায্যকারী নিজেও তাওয়াফ করবে এবং অচেতন ব্যক্তির পক্ষ থেকেও তাওয়াফের নিয়ত করবে ও তাকে সঙ্গে নিয়ে তাওয়াফ করবে। এক্ষেত্রে সাহায্যকারী ব্যক্তি তাওয়াফের নিয়ত না করলে ঐ বেহুঁশ ব্যক্তির তাওয়াফ আদায় হবে না।–গুনইয়াতুন নাসিক ৮৩; মানাসিক ১৪৮-১৪৯; যুবদাতুল মানাসিক ২৩৮

আর সুস্থ ব্যক্তিদের জন্য তাওয়াফে যিয়ারত পায়ে হেঁটে করা ওয়াজিব। পায়ে হেঁটে করার সামর্থ্য থাকলে হুইল চেয়ারে বা অন্য কোনো বাহনে চড়ে তাওয়াফে যিয়ারত করা বৈধ হবে না। কেউ করলে ঐ তাওয়াফ পুনরায় পায়ে হেঁটে করা জরুরি। নতুবা দম দিতে হবে।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৩৩০৬; বাদায়েউস সানায়ে ২/৩১১; রদ্দুল মুহতার ২/৫১৭

ঋতুমতী মহিলার তাওয়াফে যিয়ারত

ঋতুস্রাব চলাকালীন তাওয়াফ করা নিষেধ। এমনকি মসজিদে হারামে যাওয়াও নিষেধ। তাই পবিত্র হওয়া

পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। যদি ১২ তারিখ সূর্যাস্তের এত আগে পবিত্র হয়ে যান যে, নিজ স্থান থেকে গিয়ে সূর্যাস্তের আগেই তাওয়াফে যিয়ারতের অন্তত চার চক্কর করা সম্ভব হয় তাহলে অবশ্যই এর ভেতরেই তাওয়াফ সেরে নিতে হবে। সময় পাওয়া সত্ত্বেও এ সময়ের ভিতর তাওয়াফে যিয়ারত না করলে দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি এ সময়ের ভিতর চার চক্কর আদায় করাও সম্ভব না হয় তাহলে পবিত্র হওয়ার পর আদায় করে নিবেন। এক্ষেত্রে বিলম্বের কারণে কোনো জরিমানা আসবে না।–রদ্দুল মুহতার ২/৫১৯

পবিত্র হওয়ার আগেই দেশে ফিরতে হলে

যদি কোনো মহিলা হায়েয বা নেফাসের কারণে তাওয়াফে যিয়ারত করতে না পারেন এবং পাক হওয়ার আগেই তাকে দেশে ফিরতে হয় এবং ফ্লাইটের তারিখ পিছিয়ে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত থাকা সম্ভব না হয় তবে এই অপারগতার কারণে ঐ অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত করে নিবেন। এতে হজ্বের ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে অপবিত্র অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত করার কারণে পূর্ণ একটি উট বা গরু জরিমানা হিসেবে হেরেমের এলাকায় জবাই করতে হবে এবং আল্লাহ্ তাআলার দরবারে ইস্তিগফারও করতে হবে। ঋতুমতী মহিলা এমন অপারগতার ক্ষেত্রেও তাওয়াফে যিয়ারত না করে দেশে

যাবেন না। কেননা তাওয়াফে যিয়ারত না করে দেশে গেলে তাকে আবার মক্কায় এসে তাওয়াফ করতে হবে। যতদিন তাওয়াফ না করবেন ততদিন স্বামীর সাথে একত্রে থাকতে পারবেন না।–রদ্দুল মুহতার ২/৫১৯; গুনইয়াতুন নাসিক পৃ. ২৭২; মাআরিফুস সুনান ৬/৩৫৭-৩৫৮

* তাওয়াফে যিয়ারতের আগে স্ত্রী সহবাস করা জায়েয নয়।–সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২৯৩৯; মানাসিক ২৩১

হজ্বের সাঈ (ওয়াজিব)

যারা মিনায় যাওয়ার আগে হজ্বের সাঈ করেছেন (অর্থাৎ ইফরাদ ও কিরান হজ্বকারী তাওয়াফে কুদুমের পর এবং তামাত্তু হজ্বকারী হজ্বের ইহরাম করার পর নফল তাওয়াফ করে হজ্বের সাঈ করেছেন) তাদের তাওয়াফে যিয়ারতের পর আর সাঈ করতে হবে না। কিন্তু যারা আগে হজ্বের সাঈ করেননি তাদের তাওয়াফে যিয়ারতের পর সাঈ করতে হবে। সাঈ আগের নিয়মেই করবেন।–মানাসিক ২৩২; গুনইয়াতুন নাসিক ১৭৬

* মহিলাগণ হায়েয-নেফাস অবস্থায় তাওয়াফ করতে পারবেন না। তবে সাঈ করতে পারবেন। কারণ সাঈর জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়। বরং সুন্নত।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩০৫; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৪৫৮২; মাবসূত, সারাখসী ৪/৫১; গুনইয়াতুন নাসিক ১৩৫

* এ পর্যায়ে হজ্বের ওয়াজিব আমলগুলো প্রায় সব শেষ। মাত্র দুই দিন ১১ ও ১২ যিলহজ্বের রমী (কংকর নিক্ষেপের ওয়াজিব) কাজ বাকি আছে। আর মক্কা থেকে চলে আসার আগে তাওয়াফে বিদার (ওয়াজিব) কাজ এখনো বাকি আছে।

১০ যিলহজ্ব দিবাগত রাত থেকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্ত পর্যন্ত মিনায় অবস্থান (সুন্নত)

* ১০ যিলহজ্ব রাত থেকে ১২ তারিখ কংকর মারা পর্যন্ত রাতে মিনায় থাকা সুন্নত। মিনার বাইরে থাকা মাকরূহ। ১০ যিলহজ্ব দিবাগত রাত হাজ্বী সাহেবগণ সাধারণত মক্কাতেই কাটিয়ে দেন। এতে এ রাতে মিনায় অবস্থানের সুন্নত ছুটে যায়।

উল্লেখ্য, রাতের অধিকাংশ সময় মিনায় থাকলেও এ সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। ভিড়ের কারণে যদি কংকর মারা, হলক ও কুরবানীতে বিলম্ব হয়ে যায় এবং তাওয়াফে যিয়ারত রাতে করতে হয় তাহলে অসুবিধা নেই। তবে এক্ষেত্রে তাওয়াফের পরপরই মিনায় চলে আসবেন।-মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৪৬০৬-৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১৯৭৩; আহকামে হজ্ব ৮২; রুদ্দুল মুহতার ২/৫২০

মিনায় করণীয়

মিনার দিনগুলো কীভাবে কাটাবেন সে সম্পর্কে আল্লাহ

তাআলা ইরশাদ করেছেন–

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَائَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

অর্থ : তোমরা যখন হজ্বের কার্যাবলি শেষ করবে তখন আল্লাহকে সেইভাবে স্মরণ কর, যেভাবে নিজেদের বাপ-দাদাকে স্মরণ করে থাক; বরং তার চেয়েও বেশি স্মরণ কর।" (সূরা বাকারা : ২০০)

সুতরাং এ আয়াতের উপর আমল করতঃ মিনার এ কয়দিন ইস্তিগফার, আল্লাহ্ তাআলার শুকরিয়া, যিকির, দরূদ শরীফ, দুআ, তিলাওয়াত এবং নফল নামায ইত্যাদিতে পরিপূর্ণরূপে মশগুল থাকুন। অযথা গল্প-গুজব, অনর্থক কাজ ইত্যাদি থেকে একেবারে বিরত থাকুন। সম্ভব হলে সময় ও সুযোগ বুঝে হাজীদের উদ্দেশ্যে দ্বীনী আলোচনা করুন। তবে খেয়াল করতে হবে যেন হাজ্বী সাহেবদের ঘুমে বা অন্য কাজে ব্যাঘাত না হয়।

হজ্বের ৪র্থ দিন ১১ যিলহজ্বের আমল

১১ যিলহজ্ব তিন জামরাতে ৭টি করে মোট ২১টি কংকর মারা ওয়াজিব। নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে বেশি কংকর সাথে রাখুন। কারণ দু'একটি বাইরে পড়ে গেলে সেগুলোর

পরিবর্তে যেন আবার মেরে নেওয়া যায় এবং জামরার কাছ থেকে কংকর নেওয়ার প্রয়োজন না হয়। প্রতিটি কংকর মারার সময় 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলুন। কংকর মারার নিয়মাবলি, যা পূর্বে বলা হয়েছে তা এখানেও প্রযোজ্য। তাই প্রয়োজনে তা আবার দেখে নিন।

১১ যিলহজ্ব কংকর মারার সময়

১১ তারিখ যোহরের ওয়াক্ত থেকে কংকর মারার সময় শুরু হয়। যোহরের ওয়াক্তের আগে মারলে আদায় হবে না। যোহর থেকে নিয়ে আগত রাতের সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত কংকর মারা যাবে। ১১ যিলহজ্ব সূর্যাস্তের আগে কংকর মারা মুস্তাহাব। তাই এ সময়ের ভিতর কংকর মারা সম্ভব হলে বিলম্বে মারা অনুত্তম। মহিলা ও দুর্বলদের জন্য রাতে কংকর মারা অনুত্তম নয়। আর মুস্তাহাব সময়ে ভিড় বেশি হলে অন্যরাও রাতে কংকর মারতে পারবেন, অনুত্তম হবে না।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৭৪৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২৯৯; মানাসিক ২৪০; গুনইয়াতুন নাসিক ১৮১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৩; রদ্দুল মুহতার ২/৫২১

কংকর মারার পর দুআ-মুনাজাত

১১ যিলহজ্ব তিন জামরাতেই কংকর মারতে হবে। প্রথম জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করে কিছুটা দূরে সরে এসে

কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দুআ করা সুন্নত। তেমনি দ্বিতীয় (বা মধ্যম) জামরাতে কংকর মারার পরও কিছুটা সরে এসে কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দুআ-মুনাজাত করা সুন্নত। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৭৫৭) এ দুটি ক্ষেত্রে দুআ কবুল হয়। তাই খুব কান্নাকাটি করে খুশু-খুযুর সাথে দুআ করা উচিত। বিশেষ করে গুনাহ মাফ, হজ্বের কবুলিয়াত, ঈমানের সাথে মৃত্যু, দুনিয়া-আখিরাতের মঙ্গল, নিজের জন্য এবং সমগ্র উম্মতে মুসলিমার জন্য দুআ করুন।

* জামরায়ে আকাবায় কংকর মারার পর সেখানে দুআর বিধান নেই। তাই এ জামরায় কংকর মারার পর সেখানে না থেমে চলে আসুন।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৭৫১; রদ্দুল মুহতার ২/৫২১

মহিলাদের কংকর মারা সংক্রান্ত মাসাইল

* ঋতুস্রাব অবস্থায় মহিলাগণ কংকর মারতে পারবেন। এ কারণে কোনো ধরনের জরিমানা আসবে না।–মানাসিক, মোল্লা আলী কারী, পৃষ্ঠা : ২৪৯

* মহিলাদের জন্য রাতে কংকর মারা মাকরূহ নয়। রাতে ভিড় কম থাকে বিধায় তাদের জন্য এ সময় কংকর মারা বেশি নিরাপদ।–মানাসিক ২৩৭

* শুধু ভিড়ের ওজরে মহিলাদের জন্য অন্যকে দিয়ে কংকর মারানো জায়েয নয়। কেউ করালে তা আদায় হবে

না। কেননা রাতে বেশি ভিড় থাকে না। অন্যকে দিয়ে কংকর মারানো কেবল এমন ওজরের সময় জায়েয যে অবস্থায় জামারাত পর্যন্ত যাওয়া এবং নিজে কংকর মারার শক্তি-সামর্থ্য থাকে না; অর্থাৎ যে অবস্থায় বসে নামায পড়া জায়েয হয়।–মানাসিক ২৪৭; হজ্ব ওয়া উমরা কে জাদীদ মাসাইল আওর উনকা হল্, ইসলামিক ফিকহ একাডেমী ভারত, পৃষ্ঠা : ৫৯৯

হজ্বের পঞ্চম দিন ১২ যিলহজ্বের আমল

১২ যিলহজ্ব তিন জামরাতেই কংকর মারা ওয়াজিব। ১২ যিলহজ্বও যোহরের ওয়াক্ত থেকে কংকর মারার সময় শুরু হয়। যোহরের ওয়াক্তের আগে মারলে আদায় হবে না। ১২ তারিখ যোহর থেকে আগত রাতের সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত যে কোনো সময় কংকর মারা যাবে। অবশ্য সূর্যাস্তের আগে কংকর মারা মুস্তাহাব (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২৯৯; মুআত্তা মালেক ১৫৮), বিনা ওজরে রাতে মারা মাকরূহ। তবে মুস্তাহাব সময়ে ভিড় হলে রাতেও মারা যাবে। এক্ষেত্রে রাতে মারা মাকরূহ হবে না।–মানাসিক ২৪০; রদ্দুল মুহতার ২/৫২১

প্রথম ও দ্বিতীয় জামরাতে কংকর মারার পর আগের নিয়মে দুআ করা সুন্নত। শেষ জামরায় কংকর মারার পর দুআর জন্য অপেক্ষা করা যাবে না।

* **১১ ও ১২ তারিখ যোহরের আগে কংকর মারার সময় শুরুই হয় না।** তাই এ সময় কেউ কংকর মারলে তা আদায় হবে না।

হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০ যিলহজ্ব দিনের প্রথম প্রহরে কংকর মেরেছেন আর এর পরের দিনগুলোতে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর কংকর মেরেছেন।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২৯৯

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা কোনো সাহাবী থেকে ১১ ও ১২ তারিখ যোহরের আগে কংকর মারা প্রমাণিত নেই।

হযরত উমর রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., হযরত সায়ীদ ইবনে যুবাইর রা. ও আতা, তাউস প্রমুখ সাহাবা-তাবেয়ীন থেকে যোহরের পরে কংকর মারার একাধিক বর্ণনা হাদীসের কিতাবসমূহে এসেছে। আর চার মাযহাবেও এ বিষয়টি ঐকমত্যপূর্ণ যে, এই দুই দিন যোহরের আগে কংকর মারা জায়েয নয়। মারলে তা আদায় হবে না।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর মতও তা-ই। সৌদী আরবের সরকারী ফতওয়া বোর্ড থেকেও অনুরূপ ফতওয়া দেওয়া হয়েছে। শায়খ বিন বায, ইবনে

উসাইমীনসহ আরবের বড় বড় শায়খও অনুরূপ ফতওয়া প্রদান করেছেন।

অতএব এই দুই দিন যোহরের ওয়াক্তের আগেও কংকর মারা যাবে বলে যে বক্তব্য প্রচার করা হয় তা সঠিক নয়। দেখুন : সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৭৪৬; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৮/৪৮৬; আলকিরা ৫২৪; আলইস্তিযকার ৩/৬৫১; ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়েমা ১১/২৭৩; মাজমূউ ফাতাওয়া, বিন বায ১৭/৩৭২; ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, ইবনে উসাইমীন ৫৬০

দুর্বল নারী, বৃদ্ধ ও মাজুরদের কংকর নিক্ষেপের সময়ে ছাড়

সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ১০, ১১ ও ১২ তারিখ নির্ধারিত সময়ের ভেতর যদি কেউ কংকর মারতে না পারেন তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু হানাফী মাযহাবের একটি মত অনুযায়ী ১৩ তারিখ সূর্যাস্তের আগে তা কাযা করে নিলে দম দিতে হবে না।

যে সকল মাজুর হাজী জামারা পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারেন না কিংবা বয়োঃবৃদ্ধ বা দুর্বল ও রুগী অথবা দুর্বল নারী যাদের প্রতিদিন যাওয়া-আসা বেশি কষ্টকর হয় তাদের জন্য এ মতটির উপর আমল করার সুযোগ আছে। তদ্রূপ ভুলবশত কোনো হাজী যদি সময়মতো কংকর নিক্ষেপ করতে না পারেন এবং এ কারণে জরিমানা দম দিলে তার আর্থিক সংকট হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে তারও এ

মতের উপর আমল করার সুযোগ আছে। কিন্তু ১৩ তারিখ সূর্যাস্তের আগে কাযা করতে না পারলে এরপরে আর কংকর মারার সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে দম দেওয়া জরুরি হয়ে যাবে।–রদ্দুল মুহতার ২/৫২১; মানাসিক ২৪১; গুনইয়াতুন নাসিক পৃ. ১৮২

উপরোক্ত নিয়মে ৩ দিনে (১০, ১১ ও ১২) মোট ৪৯টি (৭+২১+২১) কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে হজ্বের অন্যতম ওয়াজিব রমীর (কংকর নিক্ষেপের) কাজ শেষ হল।

১২ যিলহজ্ব রাতে মিনায় থাকা (মুস্তাহাব) ও ১৩ যিলহজ্ব কংকর নিক্ষেপ করা (মুস্তাহাব)

১২ তারিখ দিবাগত রাতে মিনায় থাকা মুস্তাহাব এবং ১৩ তারিখ কংকর মারাও মুস্তাহাব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্বের ষষ্ঠ দিন অর্থাৎ ১৩ তারিখ কংকর মেরে মিনা ত্যাগ করেছিলেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১৯৭৩) ১৩ তারিখ মিনায় থাকতে না চাইলে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের আগেই মিনা ত্যাগ করতে হবে। যদি ১২ তারিখ সূর্যাস্তের আগে ওই দিনের কংকর মেরে মিনা ত্যাগ করা না যায় তবে সূর্যাস্তের পর মিনা ত্যাগ করা মাকরূহ ও গুনাহ। অবশ্য এরপরও কেউ যদি রাতে মিনা ত্যাগ করে তাহলে দম বা কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। আর যদি কেউ মিনায় ১৩ তারিখের সুবহে সাদিক পর্যন্ত থাকেন তবে তার জন্য ওই দিন কংকর মারা ওয়াজিব হয়ে যায়।

কংকর না মারলে দম ওয়াজিব হবে।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১২৯৫৯; শরহু মুখতাসারিত তহাবী ২/৫০৯; রদ্দুল মুহতার ২/৫২২; মানাসিক ২৪৩; ইলাউস সুনান ১০/১৮৬

১৩ যিলহজ্ব কংকর নিক্ষেপের সময়

১৩ তারিখ সুবহে সাদিক থেকেই কংকর মারার সময় শুরু হয়ে যায়। তবে সূর্য ঢলার পর কংকর মারা উত্তম। সুবহে সাদিকের পর মারলেও আদায় হয়ে যাবে। তবে মাকরূহ হবে। আর আজ সূর্যাস্তের সাথে সাথেই কংকর মারার সময় শেষ হয়ে যায়। তাই এর পূর্বে কংকর মারা না হলে দম ওয়াজিব হবে।–শরহু মুখতাসারিত তহাবী ২/৫৪১; রদ্দুল মুহতার ২/৫২১; ইলাউস সুনান ১০/১৮৩-৪

তাওয়াফে বিদা (ওয়াজিব)

মীকাতের বাইরে থেকে আগত হাজ্বীদের জন্য মক্কা মুকাররামা ত্যাগ করার আগে একটি তাওয়াফ করা ওয়াজিব। একে তাওয়াফে বিদা বলা হয়।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৭৫৫; আলমাসালিক ফিল মানাসিক ১/৬৬৩

তাওয়াফে বিদার সময়

তাওয়াফে যিয়ারতের পর তাওয়াফে বিদার ওয়াক্ত শুরু হয়। তাই যাদের দ্রুত দেশে ফিরতে হবে তারা চাইলে

তাওয়াফে যিয়ারতের পর ১০ তারিখেই তাওয়াফে বিদা করে নিতে পারবেন। অবশ্য যারা বিলম্বে মক্কা ত্যাগ করবেন তারা তাওয়াফে বিদা পরেই করবেন। কেননা এই তাওয়াফটি মক্কা থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে করা উত্তম। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৭৫৫) আর মক্কা ও মীকাতের অধিবাসীদের জন্য তাওয়াফে বিদা ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব।

* তাওয়াফে যিয়ারতের পর হাজ্বী সাহেব নফল তাওয়াফ করলেও তা দ্বারা বিদায়ী তাওয়াফের ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য বিদায়ী তাওয়াফের নিয়তে আলাদা করে তাওয়াফ করা ভালো।–রদ্দুল মুহতার ২/৫২৩; মানাসিক ২৫২

প্রকাশ থাকে যে, বিদায়ী তাওয়াফের পরও নফল তাওয়াফ করা কিংবা সেখানে অবস্থান করা জায়েয। তবে এক-দুদিন বিলম্ব হয়ে গেলে এবং সম্ভব হলে বিদায়ের নিয়তে আবার তাওয়াফ করে নেওয়া উত্তম।–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৩২৭; মানাসিক ২৫২; আলবাহরুল আমীক ৪/১৯২০

* তাওয়াফে বিদার সময় কোনো মহিলা যদি ঋতুস্রাব অবস্থায় থাকেন এবং ফেরার আগে পবিত্র না হন তাহলে এই তাওয়াফ আদায় না করেই দেশে চলে আসতে পারবেন। আর এ কারণে কোনো দম বা জরিমানা আসবে না।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৭৬০; আলমাসালিক ১/৪৩২; মানাসিক ২৫২

লক্ষণীয়

হজ্বের মৌলিক বিষয়গুলো উপরে উল্লেখ করা হল। এগুলো ছাড়াও হজ্বের আরো বহু মাসআলা আছে। প্রয়োজন হলে দেশের কোনো নির্ভরযোগ্য আলেম থেকে তা জেনে নিবেন।

তামাত্তু হজ্বকারীদের আমল সবিস্তারে উল্লেখ করা হল। কিরান ও ইফরাদ হজ্বকারীদের জন্যও উক্ত বিবরণ প্রযোজ্য। কেননা, ৮ তারিখ থেকে হজ্বের আমল সকলের জন্য একই। ইফরাদকারীর উমরাহ্ নেই। কিরানকারীর উমরার নিয়মও তামাত্তুকারীর মতোই। ইহরাম, হলক ও তাওয়াফে কুদূম এ সকল ক্ষেত্রে প্রকারভেদে কিছু তারতম্য আছে। সহজে বোঝার জন্য নিম্নে সংক্ষেপে কিরান ও ইফরাদ হজ্বের আমলসমূহ পেশ করা হল।

কিরান হজ্বের ধারাবাহিক আমলসমূহ

১. উমরা ও হজ্বের নিয়তে একত্রে ইহরাম করা (ফরয)। এভাবে নিয়ত করুন–"হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে একত্রে উমরাহ ও হজ্ব পালনের নিয়ত করছি। আমার জন্য তা সহজ করুন এবং কবুল করুন।" ইহরামের পূর্ব প্রস্তুতি ও অন্যান্য নিয়ম আগের মতোই। জিদ্দা থেকে মক্কা গেলে করনুল মানাযিল ও যাতু ইরকের মাঝ বরাবর স্থান থেকে বা এর আগেই ইহরাম সম্পন্ন

করতে হবে। আর সরাসরি মদীনায় গেলে সেখানের মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে।

২. উমরার তাওয়াফ পূর্বে বর্ণিত নিয়মে আদায় করুন (ফরয)। তালবিয়া বন্ধ করবেন না। কিছুক্ষণ পরপর তালবিয়া পড়ুন। কেননা কিরান হজ্বকারীর জন্য ইহরামের পর থেকে ১০ তারিখ বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপ পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকা নিয়ম।

৩. উমরার সাঈ করা ওয়াজিব। তবে এরপর চুল কাটবেন না। অর্থাৎ ইহরাম ত্যাগ করা যাবে না। কেননা, আপনাকে এই ইহরামেই হজ্ব আদায় করতে হবে।

৪. তাওয়াফে কুদুম। (সুন্নত)।

মিনার উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে কিরান হজ্বকারী তাওয়াফে কুদুমের নিয়তে একটি তাওয়াফ করবেন। এ তাওয়াফের পর হজ্বের সাঈ আদায় করলে তাওয়াফটি পুরুষকে ইযতিবা ও রমলসহ আদায় করতে হবে। আর হজ্বের সাঈ আদায় না করলে এ তাওয়াফে ইযতিবা ও রমল করবেন না।

৫. তাওয়াফে কুদুমের পর হজ্বের সাঈ (ওয়াজিব) করে নিতে পারেন। তবে সাঈ এখন না করে তাওয়াফে যিয়ারতের পরে করা উত্তম। এরপর ৮ তারিখ থেকে কিরানকারীর হজ্বের সব আমল তামাত্তু হজ্বের মতোই। **যেমন :**

* ৮ যিলহজ্ব যোহর থেকে ৯ যিলহজ্ব ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায মিনায় পড়া সুন্নত। ৮ যিলহজ্ব দিবাগত রাতে মিনায় অবস্থান করাও (সুন্নত)।
* ৯ যিলহজ্ব যোহরের সময় হওয়ার পর আরাফার ময়দানে অবস্থান করা (ফরয)।
* ৯ যিলহজ্ব দিবাগত রাতে মুযদালিফায় থাকা সুন্নত। মুযদালিফা পৌঁছে মাগরিব ও ইশা একত্রে ইশার সময়ে আদায় করা ওয়াজিব। আর ১০ যিলহজ্ব সুবহে সাদিকের পর কিছু সময় মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব।
* ১০ যিলহজ্ব জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব।
* হজ্বের কুরবানী করা ওয়াজিব।
* মাথার চুল হলক করা (মুণ্ডানো) কিংবা চুল ছোট করা ওয়াজিব।
* তাওয়াফে যিয়ারত করা (ফরয)। তাওয়াফে কুদুমের সঙ্গে হজ্বের সাঈ না করে থাকলে এখন হজ্বের ওয়াজিব সাঈ করে নিন।
* ১০ ও ১১ যিলহজ্ব দিবাগত রাতে মিনায় থাকা সুন্নত।
* ১১ ও ১২ যিলহজ্ব যোহরের সময় হওয়ার পর সকল জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব।

* ১৩ যিলহজ্ব সকল জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা উত্তম। ১২ যিলহজ্ব কংকর নিক্ষেপের পর সূর্যাস্তের আগে মিনা ত্যাগ করা বৈধ। তবে ১২ তারিখ মিনায় থাকা অবস্থায় সূর্যাস্ত হয়ে গেলে মিনা ত্যাগ করা মাকরূহ। আর মিনায় ১৩ তারিখ সুবহে সাদিক হয়ে গেলে সেদিনের কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। না করলে দম ওয়াজিব হবে।
* মীকাতের বাইরে থেকে আগত হাজ্বীদের মক্কা ত্যাগের আগে বিদায়ী তাওয়াফ করা ওয়াজিব।

ইফরাদ হজ্বের ধারাবাহিক আমলসমূহ

* মীকাত থেকে শুধু হজ্বের নিয়তে (পূর্ব বর্ণিত নিয়মে) ইহরাম বাঁধা ফরয।

* মক্কা শরীফ পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম করা সুন্নত।

* হজ্বের সাঈ করা ওয়াজিব। এই সাঈ তাওয়াফে যিয়ারতের পরে করা উত্তম। এরপর হজ্বের ৫ দিনের আমল প্রায় একই। যেমন–

* ৮ যিলহজ্ব জোহরসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায মিনায় আদায় করা এবং মিনাতেই রাত যাপন করা সুন্নত।

* ৯ যিলহজ্ব যোহরের সময় হওয়ার পর আরাফার ময়দানে অবস্থান করা ফরয।

* ৯ যিলহজ্ব দিবাগত রাতে মুযদালিফায় থাকা সুন্নত। মাগরিব ও ইশা একত্রে ইশার সময় মুযদালিফায় পড়া

ওয়াজিব। আর ১০ যিলহজ্ব সুবহে সাদিকের পর কিছু সময় মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব।

* ১০ যিলহজ্ব জামরা আকাবায় কংকর মারা ওয়াজিব।

* ১০ যিলহজ্ব কংকর নিক্ষেপের পর মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা ওয়াজিব। ইফরাদকারীদের জন্য যেহেতু হজ্বের কুরবানী ওয়াজিব নয় তাই তারা কংকর নিক্ষেপের পরই মাথা হলক করে নিতে পারবে।

* তাওয়াফে যিয়ারত করা (ফরয)। তাওয়াফে কুদুমের পর সাঈ না করে থাকলে হজ্বের ওয়াজিব সাঈ এখন করে নিন। সাঈ করলে এই তাওয়াফে রমল এবং ইহরাম অবস্থায় থাকলে ইযতিবা করাও সুন্নত।

* ১১-১২ যিলহজ্ব যোহরের সময় হওয়ার পর সকল জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। আর এ দুই দিন মিনায় অবস্থান করা সুন্নত।

* ১৩ যিলহজ্ব সকল জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা উত্তম। ১২ যিলহজ্ব কংকর নিক্ষেপের পর সূর্যাস্তের আগে মিনা ত্যাগ করা বৈধ। তবে ১২ তারিখ মিনায় থাকা অবস্থায় সূর্যাস্ত হয়ে গেলে মিনা ত্যাগ করা মাকরূহ। আর মিনায় ১৩ তারিখ সুবহে সাদিক হয়ে গেলে সেদিনের কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। না করলে দম ওয়াজিব হবে।

* মীকাতের বাইরে থেকে আগত হাজীদের তাওয়াফে বিদা করা ওয়াজিব।

জরিমানা : দম ও সদকা

* হজ্ব ও উমরাতে যেসব কারণে জরিমানা আসে তা দুই ধরনের : ১. ইহরামের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন হওয়ার কারণে ২. হজ্ব-উমরার ওয়াজিব আমলসমূহ ছুটে যাওয়া এবং তারতীব লঙ্ঘন হওয়া বা সময়মতো না করার কারণে।

* কিরান হজ্বকারীর যেহেতু হজ্ব ও উমরাহ উভয়টির ইহরাম একত্রে হয় তাই কিছু ত্রুটির কারণে জরিমানা দ্বিগুণ হয়। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটিই ওয়াজিব হয়। প্রয়োজনের সময় তা কোনো আলেম থেকে জেনে নিতে হবে।

* হজ্ব-উমরাতে অনিচ্ছাকৃত বা অসুস্থতাবশত ত্রুটি হলেও জরিমানা মাফ হয় না; বরং ইচ্ছাকৃত ত্রুটি হোক বা অনিচ্ছাকৃত সর্বক্ষেত্রে নির্ধারিত জরিমানা দিতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির কারণে গুনাহ হবে না।–মানাসিক ২৯৯

দম ও বাদানা কী?

* 'দম' অর্থ এক বছর বয়সী ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা যবাই করা কিংবা গরু, মহিষ বা উটের সাত ভাগের এক ভাগ দেওয়া। আর পুরো গরু বা উট যবাই করাকে 'বাদানা' বলা হয়। জরিমানা আদায়ের জন্য গরু-মহিষ অন্তত দুই বছর, আর উট ৫ বছর বয়সী হতে হবে। 'বাদানা' এবং 'দম'

হেরেমের এলাকায় যবাই করা জরুরি। হেরেমের বাইরে দিলে আদায় হবে না।–মানাসিক ৩৯২-৩; গুনইয়াতুন নাসিক ২৪০, ২৬২

* 'দম' বা সদকা ওয়াজিব হলে তা এই সফরেই আদায় করা উত্তম। অবশ্য পরে দিলেও তা আদায় হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার ২/৫৪৩; মানাসিক ৩৮৪) তবে 'দম' ও 'বাদানা' যখনই আদায় করা হোক হেরেমের এলাকায় দিতে হবে। এসব জরিমানা ফকীর মিসকীনের হক। ধনী ব্যক্তিকে দেওয়া, অনুরূপ নিজে খাওয়া কিংবা পিতামাতা, সন্তানদেরকে দেওয়া যাবে না।–মানাসিক, মোল্লা আলী কারী ৩৯৩, ৩৯৫

* কোন কোন ত্রুটি এমন আছে, যার কারণে সদকা ওয়াজিব হয়। এই সদকা হেরেমের এলাকার ফকীরকে দেওয়া উত্তম। আবশ্যক নয়। অন্য জায়গার ফকীরকে দিলেও আদায় হয়ে যাবে।–আলমাসালিক ২/৮৭৫; রদ্দুল মুহতার ২/৫৫৮

যেসব কারণে জরিমানা আসে

সেলাইযুক্ত কাপড় পরলে

* ইহরাম অবস্থায় দেহের আকৃতিতে সেলাইকৃত কাপড় যেমন-জামা, গেঞ্জি, পায়জামা, প্যান্ট পরিধান করা নাজায়েয। এমনকি জাঙ্গিয়া পরাও নাজায়েয। একনাগাড়ে

১২ ঘণ্টা বা এর বেশি একাধিক দিন পরে থাকলে একটি দম ওয়াজিব হবে। ১২ ঘণ্টার কম অন্তত এক ঘণ্টা হলেও এক সদকাতুল ফিতর পরিমাণ দেওয়া ওয়াজিব হবে। ১ ঘণ্টার কম হলে সামান্য কিছু যেমন ১/২ রিয়াল দিয়ে দিলেও চলবে।-মানাসিক ৩০০-১; রদ্দুল মুহতার ২/৫৪৭

মাথা বা মুখ ঢেকে রাখলে

* পূর্ণ মুখমণ্ডল, পূর্ণ মাথা কিংবা কোনোটির এক চতুর্থাংশ ১২ ঘণ্টা বা এর বেশি সময় ঢেকে রাখলে দম দিতে হবে। যদি এক চতুর্থাংশের কম হয় বা ১২ ঘণ্টার কম সময় পূর্ণ মুখমণ্ডল বা পূর্ণ মাথা ঢাকা থাকে তবে এক সদকাতুল ফিতর পরিমাণ ওয়াজিব হবে।-মাবসূত, সারাখসী ৪/১২৬-১২৮; মানাসিক ৩০৭; রদ্দুল মুহতার ২/৫৪৭

শরীরে সুগন্ধি লাগালে

* ইহরাম অবস্থায় শরীরের বড় অঙ্গে যেমন, পুরো চেহারা, মাথা, দাড়ি কিংবা কোনো এক হাতের পেট-পিঠে যদি আতর বা সেন্ট লাগায় তবে অল্প সময়ের জন্য হলেও দম ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ ছোট অঙ্গে যেমন, নাক, কান, মোঁচ কিংবা আঙ্গুলে বেশি পরিমাণ আতর লাগায় তবেও দম ওয়াজিব হবে। আর এসব ছোট অঙ্গে অল্প পরিমাণ আতর লাগালে সদকা ওয়াজিব হবে।-যুবদাতুল মানাসিক ৩৪০

* হাজরে আসওয়াদ বা কাবা শরীফ ছোঁয়ার কারণে যদি হাতে আতর লেগে যায় তাহলে বেশি লাগলে দম, আর কম লাগলে সদকা ওয়াজিব হবে।–যুবদাতুল মানাসিক, পৃষ্ঠা : ৩৫৪; মাবসূত ৪/১২৪

সাবান দ্বারা হাত বা মাথা ধুলে

* সুগন্ধি সাবান বা সুগন্ধী হ্যান্ডওয়াশ দ্বারা হাত বা মাথা ধুলে একটি সদকাতুল ফিতর পরিমাণ ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ বিমানের সুঘ্রাণযুক্ত ওয়েট টিস্যু দ্বারা পূর্ণ মুখ বা হাত মুছলে সদকা দিতে হবে।–মানাসিক, মোল্লা আলী কারী, পৃষ্ঠা : ৩২৩; গুনইয়াতুন নাসিক, পৃষ্ঠা : ২৪৯

তেল ব্যবহার করলে

* যয়তুন, তিল, নারিকেল ও সরিষার তেল সুঘ্রাণযুক্ত হোক বা না হোক যদি মাথা বা যেকোনো পুরো বড় অঙ্গে তেল ব্যবহারের নিয়তে কিংবা সুঘ্রাণের নিয়তে ব্যবহার করা হয় তাহলে একটি দম ওয়াজিব হবে। এর কম হলে সদকা ফিতর সমপরিমাণ দিতে হবে। কিন্তু সুঘ্রাণমুক্ত তেল ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করলে কোনো জরিমানা আসবে না।–যুবদাতুল মানাসিক, পৃষ্ঠা : ৩৪৮, ৩৫৫

কাপড়ে সুগন্ধি ব্যবহার করলে

* আধা বর্গ হাত কাপড়ে আতর বা সুগন্ধি লেগে গেলে বা বেশি পরিমাণ আতর আরো কম স্থানে লাগলে ঐ কাপড়

সারাদিন পরে থাকলে দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি এরচেয়ে কম পরিমাণ আতর লাগানোর পর তা সারাদিন পরে থাকে বা বেশি আতর লাগানোর পর পুরো দিন বা রাত না পরে থাকে তবে এক সদকা ফিতর পরিমাণ জরিমানা আসবে।

কাপড়ে আতর লাগার পর তা সাথে সাথে খুলে ফেললে জরিমানা আসবে না। কিন্তু শরীরে আতর লাগার পর তা সাথে সাথে ধুয়ে নিলেও জরিমানা আসবে। মাফ হবে না।—যুবদাতুল মানাসিক, পৃষ্ঠা : ৩৫৪; আহকামে হজ্ব, পৃষ্ঠা : ৯৫

চা-এর সাথে জাফনার বা সুঘ্রাণ জাতীয় কিছু মিশিয়ে খেলে

* চা, কফি খাওয়া যাবে। লেবুযুক্ত চা-ও খাওয়া যাবে। তবে ইহরাম অবস্থায় চায়ে এলাচি, দারচিনি বা লবঙ্গ না মেশানোই উচিত। আর জাফরান বা আম্বর সুঘ্রাণ জাতীয় কোনো কিছু চায়ে দেওয়া হলে এবং সুঘ্রাণের মাত্রা বেশি হলে তা পান করলে দম দিতে হবে। আর সুঘ্রাণের মাত্রা যদি কম হয় কিংবা পুদিনা পাতা দেওয়া হয় তাহলে সদকা দিতে হবে।—ইরশাদুস সারী ৩১৬; তাবয়ীনুল হাকায়েক ২/৩৫৬

পানের সাথে এলাচি, লং বা জর্দা খেলে

পানের সাথে এলাচি, লং কিংবা সুঘ্রাণযুক্ত মসলা বা জর্দা খাওয়া মাকরূহ। খেলে সদকা দিতে হবে।—যুবদাতুল মানাসিক, পৃষ্ঠা : ৩৫৬; আহকামে হজ্ব ৯৩

দাড়ি বা চুল পড়ে গেলে বা উঠালে

* অযু-গোসলের সময় বা চুলকাতে গিয়ে যদি তিনটি চুল বা দাড়ি পড়ে যায় তাহলে অল্প কিছু সদকা করে দিবেন। আর যদি টেনে উঠানো হয় তাহলে প্রত্যেক চুলের পরিবর্তে অল্প কিছু সদকা দিতে হবে। যদি চার বা ততোধিক চুল উঠানো হয় তাহলে একটি সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে।—গুনইয়াতুন নাসিক ২৫৬; মানাসিক ৩২৭-৮; যুবদাতুল মানাসিক, পৃষ্ঠা : ৩৬৮

নখ কাটলে

* যদি চার আঙ্গুলের নখ বা এরচেয়ে কম কাটা হয় তাহলে প্রত্যেক নখের পরিবর্তে এক সদকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে। আর এক হাতের সব নখ কাটলে দম দিতে হবে।—মানাসিক ৩৩১; গুনইয়াতুন নাসিক ২৫৯

উমরার তাওয়াফ অপবিত্র অবস্থায় বা বিনা অযুতে করলে

* উমরার পূর্ণ তাওয়াফ অথবা এক বা একাধিক চক্কর যদি বিনা অযুতে করা হয় কিংবা হায়েয, নেফাস বা গোসল ফরয অবস্থায় করা হয় তবে কিরানকারী এবং তামাত্তুকারী সকলকে একটি দম দিতে হবে। অবশ্য যে চক্করগুলো অপবিত্র অবস্থায় করা হয়েছে পবিত্র হয়ে তা আবার করে নেওয়া উত্তম। চক্করগুলো পবিত্র অবস্থায় পুনরায় করে নিলে জরিমানা দম

মাফ হয়ে যাবে। আর এ চক্করগুলো আদায়ের জন্য নতুন করে ইহরাম করতে হবে না।–গুনইয়াতুন নাসিক ২৭৬; মানাসিক ৩৫২; আহকামে হজ্ব ১০৪

তাওয়াফে যিয়ারত হায়েয-নেফাস অবস্থায় করলে

* তাওয়াফে যিয়ারতের পুরো বা অধিকাংশ চক্কর হায়েয-নেফাস বা গোসল ফরয অবস্থায় করলে 'বাদানা' দিতে হবে। অর্থাৎ পুরো গরু বা উট কুরবানী করতে হবে। তবে সম্ভব হলে এক্ষেত্রে পবিত্র অবস্থায় পুনরায় ঐ চক্করগুলো করে নেওয়া ওয়াজিব। এবং এর দ্বারা বাদানা মাফ হয়ে যাবে। অবশ্য ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্তের আগে তাওয়াফ করা যায় এমন সময় পবিত্র হলে গেলে ১২ যিলহজ্বের পর ঐ তাওয়াফে যিয়ারত আবার আদায় করলে বাদানা মাফ হয়ে গেলেও বিলম্বের কারণে একটি জরিমানা দম দিতে হবে। আর তাওয়াফে যিয়ারতের তিন চক্কর বা এর কম হায়েয-নেফাস বা গোসল ফরয অবস্থায় করলে দম ওয়াজিব হবে। তবে ১২ যিলহজ্বের ভেতর পবিত্র অবস্থায় আবার করে নিলে দম মাফ হয়ে যাবে। তদ্রূপ ১২ যিলহজ্বের পর পবিত্র অবস্থায় আদায় করলেও দম মাফ হয়ে যাবে তবে এক্ষেত্রে বিলম্বের কারণে প্রতি চক্করের জন্য একটি করে সদকা ফিতর পরিমাণ দেওয়া ওয়াজিব হবে।–গুনইয়াতুন নাসিক ২৭২

তাওয়াফে কুদুম, তাওয়াফে বিদা ও নফল তাওয়াফ হায়েয-নেফাস অবস্থায় করলে

আর তাওয়াফে কুদুম, তাওয়াফে বিদা ও নফল তাওয়াফের অধিকাংশ বা পুরো চক্কর হায়েয-নেফাস বা গোসল ফরয অবস্থায় করলে দম ওয়াজিব হবে।−গুনইয়াতুন নাসিক ২৭৫; মানাসিক ৩৫০-২

অবশ্য এ সকল ক্ষেত্রে (তাওয়াফে কুদুম, বিদা ও নফল তাওয়াফ) পবিত্র অবস্থায় পুনরায় করে নিলে জরিমানা মাফ হয়ে যাবে।−গুনইয়াতুন নাসিক ২৭৬; মানাসিক ৩৫১

তাওয়াফে যিয়ারত বিনা অযুতে করলে

* পুরো তাওয়াফে যিয়ারত কিংবা এর অধিকাংশ চক্কর বিনা অযুতে করলে দম ওয়াজিব হবে।

তাওয়াফে কুদুম, তাওয়াফে বিদা বিনা অযুতে করলে

আর তাওয়াফে কুদূম, তাওয়াফে বিদা বা নফল তাওয়াফ পুরোটা কিংবা এক বা একাধিক চক্কর বিনা অযুতে করলে অথবা তাওয়াফে যিয়ারতের তিন বা এর কম চক্কর বিনা অযুতে করলে প্রত্যেক চক্করের পরিবর্তে এক সাদকাতুল ফিতর পরিমাণ আদায় করা ওয়াজিব হবে। অবশ্য এ সকল ক্ষেত্রে অযু করে পুনরায় তাওয়াফ করে নিলে জরিমানা মাফ হয়ে যাবে।−গুনইয়াতুন নাসিক ২৭২-৬; মানাসিক ৩৪৬-৭, ৩৫১-২; আহকামে হজ্ব ১০৩

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অন্যকে দিয়ে কংকর মারালে

* নিজে কংকর মারার সামর্থ্য থাকাবস্থায় (অর্থাৎ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম–এমন সামর্থ্যবান হলে) অন্যকে দিয়ে কংকর মারানো যাবে না। করালে তা আদায় হবে না। এক্ষেত্রে ভিড়ের ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। অনেক মহিলা ভিড়ের ওযরে বা হাঁটার ভয়ে কিংবা সামান্য দুর্বলতার অজুহাতে অন্যকে দিয়ে কংকর মারান। এতে কংকর মারার ওয়াজিব আদায় হবে না। এ সকল ক্ষেত্রে নিজে আবার কংকর মারতে হবে। না মারলে একটি দম দিতে হবে।–মানাসিক ২৪৮

কংকর মারা বাদ গেলে

* তিন দিনের সকল কংকর অথবা এক দিনের পুরো বা অধিকাংশ কংকর (অর্থাৎ প্রথম দিন চারটি আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন এগারটি কংকর) নিক্ষেপ বাদ দিলে একটি দম ওয়াজিব হবে। আর যদি দশ তারিখে তিন কংকর বা এর কম এবং ১১ ও ১২ তারিখে দশ কংকর বা এর কম বাদ পড়ে যায় তাহলে প্রত্যেক কংকরের পরিবর্তে পূর্ণ একটি সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব হবে।–আলমাবসূত, সারাখসী ৪/৬৫; বাদায়েউস সানায়ে ২/৩২৬; মানাসিক ৩৫৮

কংকর মারার আগে মাথা মুণ্ডালে

* দশ তারিখের কংকর মারার আগে মাথা মুণ্ডালে বা চুল কাটলে দম ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ তামাত্তু ও কিরানকারী

কুরবানী করার আগে চুল কাটলে দম দিতে হবে। কুরবানীর জন্য ব্যাংকে টাকা জমা দিলে রশীদে চুল কাটার যে সময় দেওয়া থাকে সে অনুযায়ী চুল কেটে হালাল হয়ে যেতে পারবেন। তবে সতর্কতামূলক কিছুটা বিলম্বে কাটাই ভালো।–মানাসিক ৩৫৮; আহকামে হজ্ব ১০৬

ওজরের কারণে ইহরাম-নিষিদ্ধ কোনো কাজ করলে জরিমানা দমের পরিবর্তে রোযা রাখা যায়

* অসুস্থতা, প্রচণ্ড শীত বা এ জাতীয় কোনো বিশেষ ওজরের কারণে যদি কেউ পুরো একদিন বা পুরো এক রাত সেলাইযুক্ত কাপড় পরে থাকে অথবা চেহারা বা মাথা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখে অথবা সুগন্ধি লাগায় বা এক হাত বা এক পায়ের সব নখ কাটে তবে দম ওয়াজিব হবে। অবশ্য এগুলো যেহেতু ওজরের কারণে করেছে তাই সে চাইলে জরিমানা দমের পরিবর্তে রোযা রাখতে পারে বা ছয়জন মিসকীনের প্রত্যেককে একটি সদকা ফিতর পরিমাণ দিতে পারে। আর যদি দম ওয়াজিব হওয়ার মতো ত্রুটি না হয় তাহলে একটি সদকা ফিতর দিবে বা একটি রোযা রাখবে। আর যদি ওজর ছাড়া কোনো ত্রুটি করে এবং এ কারণে দম ওয়াজিব হয় তবে দম দেওয়া আবশ্যক হবে। এক্ষেত্রে স্বচ্ছল না হলেও পরে হলেও দমই আদায় করতে হবে। কেননা ইচ্ছাকৃত ত্রুটির ক্ষেত্রে

দমের পরিবর্তে রোযা রাখার সুযোগ নেই।–যুবদাতুল মানাসিক ৩৪৩; আহকামে হজ্ব ৯১

যেসব ক্ষেত্রে কোনো জরিমানা দিতে হয় না

* অযু অবস্থায় সায়ী করা মুস্তাহাব। আর হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র অবস্থায় সায়ী করা সুন্নত। কেউ যদি বিনা অযুতে কিংবা অপবিত্র অবস্থায় সায়ী করে নেয় তবে এ কারণে কোনো জরিমানা ওয়াজিব হবে না।

* মশা-মাছি, ইঁদুর, সাপ, বোলতা, বিচ্ছু, যে পিঁপড়া কামড়ায় এধরনের কষ্টদায়ক প্রাণী মারলে জরিমানা দিতে হবে না।–গুনইয়াতুন নাসিক ২৮৯; মানাসিক ৩৭৯

* উট, গরু, ছাগল, দুম্বা, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি গৃহপালিত পশু জবাই করা ও খাওয়া যাবে। জরিমানা আসবে না।–আদ্দুররুল মুখতার ২/৫৭১; আহকামে হজ্ব ১০১

* মাছ শিকার করা ও খাওয়া জায়েয। এতে কোনো জরিমানা আসবে না।–মানাসিক, মোলা আলী, পৃষ্ঠা : ৩৬০

* দারুচিনি, গরম মসলা খানায় দেওয়া এবং খাওয়া জায়েয।–যুবদাতুল মানাসিক ৩৫৫-৬; গুনইয়াতুন নাসিক ২৪৭; আহকামে হজ্ব ৯৬

* ফুল বা ফলের ঘ্রাণ নেওয়া মাকরূহ। তবে নিলে কোনো জরিমানা আসবে না।–মাবসূত, সারাখসী ৪/১২৩; গুনাইয়াতুন নাসিক ৮৯; আহকামে হজ্ব ৯৪

* পোলাও, বিরিয়ানি, পায়েস ইত্যাদি সুগন্ধিযুক্ত খাবার খাওয়া জায়েয।

* হাত দেওয়া ছাড়া যদি এমনিতেই চুল ঝরে পড়ে তবে জরিমানা আসবে না।—গুনইয়াতুন নাসিক ২৫৮; আহকামে হজ্ব ৯৯

* শরীরে বা কাপড়ে নাপাকি থাকা অবস্থায় তাওয়াফ করলে কোনো জরিমানা দিতে হবে না। কিন্তু নাপাকি নিয়ে তাওয়াফ করা মাকরূহ।—গুনইয়াতুন নাসিক ২৭৭; মানাসিক ১৫১

* ভিড়ের কারণে ফজরের সময় মুযদালিফায় পৌঁছতে না পারলে দম দিতে হবে না।—মানাসিক ৩৫৬-৭

* কোমল পানীয় সুঘ্রানযুক্ত না হলে যেমন-জুস, স্প্রাইট, কোক ইত্যাদি পান করা যাবে। জরিমানা আসবে না।—আহকামে হজ্ব ৯৬

* নখ আংশিক উঠে গেলে ঐ অংশ কেটে ফেললে কোনো জরিমানা আসবে না।—কিতাবুল আছার ১/৩৪৫; সুনানে দারা কুতনী ২/২৩২-২৩৩; মাবসূত, সারাখসী ৪/৭৮; রদ্দুল মুহতার ২/৪৮৭

* স্বপ্নদোষ হলে কোনো জরিমানা আসবে না।

মদীনা মুনাওয়ারা যিয়ারত

মদীনা মুনাওয়ারা সফরের প্রস্তুতি

* সফরের আগে দু'রাকাত নামায আদায় করুন। এরপর আল্লাহ্ তাআলার কাছে দুআ করুন, হে আল্লাহ! মদীনায় আমার প্রবেশকে বরকতপূর্ণ করুন। সব ধরনের বে-আদবী ও গুনাহ্ থেকে হেফাযত করুন এবং দয়া করে আপনার ও আপনার হাবীবের সন্তুষ্টি নসীব করুন।

* বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করুন। এই সফরে অধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল হল দরূদ শরীফ। মদীনার যত নিকটবর্তী হবেন খুব মুহাব্বতের সাথে দরূদ শরীফের হাদিয়া তত বাড়িয়ে দিন।

* সামনের পুরো জীবন পূর্ণ দ্বীনের উপর চলা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ ও তাঁর সকল সুন্নতের উপর আমলের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন। বিগত জীবনের ভুল-ত্রুটির জন্য ইস্তিগফার করুন। বাকি জীবন দ্বীন প্রচারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার অঙ্গীকার করুন।

মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিতি

হজ্বের সফরের একটি বড় সাফল্য ও সৌভাগ্য হল মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিতি এবং নবীকুল শ্রেষ্ঠ রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওজা পাক যিয়ারত। যেখানের ধুলিবালি রাসূলের পায়ের পরশ পেয়ে চাঁদ-তারার উপর গর্ব করে সেই পাক যমীনে যাওয়ার সৌভাগ্য হচ্ছে। যেখানের আকাশে-বাতাসে রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের সুঘ্রাণ ছড়ায় সেই পবিত্র ভূমির যিয়ারতে যাচ্ছেন। একজন নবী-প্রেমিক উম্মতীর জন্য এর চেয়ে সৌভাগ্যের আর কী হতে পারে!

* সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী মসজিদে নববীতে এক রাকাত নামায পড়া মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য মসজিদে এক হাজার রাকাত আদায় করার চেয়ে উত্তম।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১১৯০; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২৯৪

আর পঞ্চাশ হাজার রাকাত সওয়াবের যে হাদীসটি সুনানে ইবনে মাজায় রয়েছে তা যয়ীফ।–মিসবাহুয যুজাজাহ ২/১৫

* যাঁর শাফায়াত ব্যতীত জান্নাতে যাওয়া যাবে না, তাঁর রওজায় হাযিরীর সৌভাগ্য!!

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওজার সামনে গিয়ে ঈমানের সাক্ষ্য পেশ করার সৌভাগ্য নসীব হচ্ছে। এজন্য হামদ, সানা ও দরূদ বাড়িয়ে দিন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ
مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ
حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ
وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَنَا اَنْ نُصَلِّيَ
عَلَيْهِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ، اَللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلاَةً تَكُوْنُ لَكَ رِضًى وَلِحَقِّهِ اَدَاءً.

صَلَوٰاتُ اللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَاَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَجَمِيْعِ خَلْقِهِ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ، وَعَلٰى آلِهِ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ، عَدَدَ خَلْقِكَ، وَرِضَا نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ، وَصَلِّ عَلٰى جَسَدِهِ فِى الْاَجْسَادِ، وَصَلِّ عَلٰى قَبْرِهِ فِى الْقُبُوْرِ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْآفَاتِ، وَتَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ، وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلٰى الدَّرَجَاتِ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَآلِهِ وَسَلِّمْ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ، وَاجْزِهِ عَنَّا خَيْرَ الْجَزَاءِ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ فِىْ اَوَّلِ كَلَامِنَا، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ فِىْ اَوْسَطِ كَلَامِنَا، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ فِىْ آخِرِ كَلَامِنَا.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ

عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশের সময় এই দুআ পড়ুন–

رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ

وَاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا

এরপর বাসায় পৌঁছে সামানাপত্র রেখে উত্তমরূপে গোসল করুন। সুন্দর পোশাক পরুন ও আতর লাগান।

এবার অন্তরের স্বপ্নসাধ পূরণের দিকে অগ্রসর হোন। সম্ভব হলে কিছু সদকা করুন। মসজিদে নববীতে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করুন। মসজিদে প্রবেশের দুআ পড়ে নিন। এরপর দুই রাকাত দুখুলুল মসজিদ এবং দু' রাকাত শোকরানা নামায পড়ে নিন। রওজা আতহারের দিকে অত্যন্ত আদব ও গাম্ভীর্যের সাথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হোন। মুখে থাকবে কেবল দরূদ শরীফের হাদিয়া। এরপর যখন রওজা পাকের বড় জালি বরাবর এসে পৌঁছবেন তখন কিবলার দিকে পিঠ করে বড় জালি বরাবর দাঁড়ান। এরপর সালাম পেশ করুন। দৃষ্টি অবনত রাখুন। জালির ভেতরে দেখার চেষ্টা করা, উকি দেওয়া অনুচিত। এ সময় পৃথিবীর যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা থেকে দিলকে মুক্ত করে

একমন, একদিল হয়ে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে সালাম পেশ করুন। এ সময় ছবি তোলা বা ভিডিও করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকুন। বিশেষত রওজা আতহারের নিকট এটি বে-আদবী ও খুবই গর্হিত কাজ।

এভাবে সালাম পেশ করুন

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

উচ্চারণ : আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

* এরপর দরূদ শরীফ পাঠ করুন–

صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ وَعَلٰى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَجَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا خَيْرَ الْجَزَاءِ، اَللّٰهُمَّ آتِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَّهُ.

উচ্চারণ : সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামা আলাইকা ওয়া আলা আ-লিকা ওয়া আসহাবিকা ওয়া জাযাকাল্লাহু আননা খায়রাল জাযা। আল্লাহুম্মা আ-তিহিল ওসিলাতা ওয়াল ফাযীলা ওয়াবআছহুল মাকামাল মাহমুদাল্লাযী ওয়াদতাহু।

এরপর সম্ভব হলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে **আপনার ঈমানের সাক্ষ্য দিন।**

কালিমায়ে শাহাদাত পড়ুন। বলুন, 'আশ্‌হাদু আল্‌লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা-শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্নাকা আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ।' এরপর রাসূলের সামনে আল্লাহ তাআলার নিকট খালেস দিলে তাওবা-ইস্তিগফার করুন।

অতপর ক্ষমা ও রাসূলের শাফায়াত কামনা করুন। এভাবে বলুন–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، سَمِعْتُ اللّٰهَ يَقُوْلُ : وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا. قَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِّنْ ذُنُوْبِىْ، مُسْتَشْفِعًا بِكَ اِلٰى رَبِّىْ.

অর্থ : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেন, আর যদি তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করার পর আপনার নিকট উপস্থিত হত এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী, করুণাময় পেত। তাই আপনার কাছে আমি এসেছি, আল্লাহর নিকট তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনাকারী হয়ে এবং আমার রবের কাছে আপনার সুপারিশ কামনাকারী হয়ে।

* এরপর সামান্য ডানে সরে এসে পরবর্তী জালির সামনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.কে এভাবে সালাম

পেশ করুন–

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، جَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا خَيْرَ الْجَزَاءِ

উচ্চারণ : আসসালামু আলাইকা ইয়া খালীফাতা রাসূলিল্লাহ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, জাযাকাল্ল াহু আন্না খায়রাল জাযা।

* এরপর সামান্য ডানে সরে এসে হযরত উমর ফারূক রা.কে সালাম পেশ করুন–

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، جَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا خَيْرَ الْجَزَاءِ

উচ্চারণ : আসসালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মু'মিনীন ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জাযাকাল্লাহু আন্না খায়রাল জাযা।

* কেউ সালাম পৌঁছানোর জন্য বলে থাকলে তার পক্ষ থেকে এভাবে সালাম পেশ করুন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ ...

এরপর শূন্যস্থানে ঐ ব্যক্তির নাম বলুন।

বাংলায় এভাবে বলুন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি সালাম।

রিয়াজুল জান্নাহ

রওজা মোবারক ও মিম্বার শরীফের মাঝখানের জায়গাটি 'রিয়াজুল জান্নাহ'। এ স্থানের ব্যাপারে হাদীসে এসেছে যে, এটি জান্নাতের বাগানসমূহের মাঝে একটি বাগান।–সহীহ বুখারী ১১৯৫

এ স্থানে সাদা রংয়ের ফুল ফুল কার্পেট বিছানো আছে। এখানের কার্পেট পুরো মসজিদে নববীর কার্পেটের চেয়ে ভিন্ন রংয়ের। এখানে সব সময় ভিড় লেগেই থাকে। সম্ভব হলে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে এখানে দু' চার রাকাত নামায পড়ুন। **এটি দুআ কবুলের জায়গা**। তাই খুশু-খুযুর সাথে দুআ-মুনাজাতও করুন।

মসজিদে নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায

একটি দুর্বল সূত্রে এসেছে, আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার মসজিদে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায পড়বে, মাঝে কোনো ওয়াক্ত না ছুটে তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও আযাব থেকে মুক্তির পরোয়ানা লেখা হবে এবং সে নেফাক থেকে মুক্ত থাকবে।–মুসনাদে আহমাদ: ১২৫৮৩

বাকীউল গারকাদ (জান্নাতুল বাকী কবরস্থান)

এটি মদীনার গুরুত্বপূর্ণ কবরস্থান। যেখানে অসংখ্য সাহাবীর কবর আছে। এখানে হযরত উসমান রা., হযরত

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা., হযরত ফাতেমা রা., হযরত ইবরাহীম রা., হযরত আব্বাস রা., হযরত হাসান রা., হযরত হালীমা সা'দিয়া রা.-এর কবর আছে। হযরত খাদীজা রা. ও হযরত মায়মুনা রা. ব্যতীত সকল উম্মাহাতুল মুমিনীন এখানে শায়িত আছেন। এছাড়াও আরো অনেক সাহাবী ও তাবেয়ীর কবর আছে। যাঁদের নাম জানা আছে তাঁদেরকে খাস করে সালাম দিন। এরপর সকলকে উদ্দেশ্য করে বলুন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، نَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، جَزَاكُمُ اللّٰهُ عَنَّا خَيْرَ الْجَزَاءِ.

উচ্চারণ : আসসালামু আলাইকুম আহলাদ দিয়ারি মিনাল মুমিনীন ওয়াল মুসলিমীন ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকুন। নাসআলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল আফিয়া। জাযাকুমুল্লাহু আন্না খাইরাল জাযা।

মসজিদে কুবা

মদীনা মুনাওয়ারায় বহু ঐতিহাসিক মসজিদ রয়েছে। তার মধ্যে মসজিদে কুবা অন্যতম। এটি ইসলামের প্রথম মসজিদ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মদীনায় আগমন করে প্রথমে শহরের প্রবেশদ্বারে কুবা নামক স্থানে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি এ মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসার পর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ এটি।

হাদীস শরীফে এসেছে, ঘর থেকে অযু করে এখানে এসে দুই রাকাত নামায পড়লে এক উমরার সওয়াব পাওয়া যায়।–সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৪১২

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি শনিবার কুবায় আসতেন। পায়ে হেঁটে, আরোহন করে। এবং সেখানে দু' রাকাত নামায পড়তেন।–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৩৯৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২০৪০

ওহুদ

ওহুদ পাহাড়। এর পাদদেশে ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই পাহাড় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন–

هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

"এটা এমন পাহাড়, যে আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি।"–মুসনাদে আহমদ, ১২৫১০

এই পাহাড়ের নিকটেই ওহুদ যুদ্ধের শহীদানের কবর। উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এখানে শায়িত আছেন হযরত

হামযাহ রা., হযরত হানযালা রা., হযরত আনাস ইবনে নযর রা., হযরত আমর ইবনে জামূহ রা., হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রা., হযরত সাহল ইবনে কায়েস রা., হযরত সাদ ইবনুর রবী' রা., হযরত নোমান ইবনে মালিক রা., হযরত ইয়ামান রা. প্রমুখ সাহাবী। যাঁদের নাম স্মরণ থাকে তাদের নাম নিয়ে এরপর ব্যাপকভাবে সকল সাহাবায়ে কেরামকে সালাম বলুন।

হজ্ব-উমরা থেকে ফেরার সময়ের দুআ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো জিহাদ বা হজ্ব-উমরা থেকে যখন ফিরতেন প্রত্যেক উঁচুস্থানে তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন। অতপর বলতেন−

لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

−সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৭৯৭

কিছু ভুল-ভ্রান্তি

হজ্ব আদায়ে সাধারণত যেসব ভুল হয়ে থাকে

হজ্বের সঠিক মাসআলার জ্ঞান যেমন জরুরি, তেমনি তা আদায়ের পদ্ধতি এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে করণীয় বিষয়গুলোর প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখাও জরুরি। হজ্বে যে সকল ভুল হতে দেখা যায় তার কারণ মাসআলার সঠিক জ্ঞান না থাকা। তাই নিম্নে সচরাচর ঘটে থাকে এমন কিছু ভুল উল্লেখ করা হচ্ছে। যেন হাজ্বীগণ এ সকল ভুল-ভ্রান্তি থেকে বেঁচে সুষ্ঠুরূপে হজ্ব আদায়ে সক্ষম হন।

আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন।

নামাযের জন্য ইহরাম বিলম্বিত করা

ইহরাম করার আগে দুই রাকাত নামায পড়া সুন্নত। এই দুই রাকাত নামাযের সুযোগ না পেলে অনেকে ইহরাম করতে বিলম্ব করেন। অথচ ইহরামের আগে দুই রাকাত নামায পড়া সকল মাযহাবেই সুন্নত; ওয়াজিব নয়। তাই এই নামায পড়ার সময়-সুযোগ না পেলে ইহরাম করতে বিলম্ব করবেন না।–মানাসিক ৯৯; গুনইয়াতুন নাসিক ৭৩

ইহরাম করার নিয়ম সংক্রান্ত ভ্রান্তি

অনেকে মনে করে থাকেন, ইহরামের কাপড় পরে নামায পড়ার পর নিয়ত করলেই ইহরাম হয়ে যায়। এটা ঠিক নয়; বরং নিয়তের পর তালবিয়া পড়লে ইহরাম সম্পন্ন হয়।–আততাজরীদ ৪/১৭৬৮

মোটকথা ইহরাম সম্পন্ন হয় দুইটি কাজের সমন্বয়ে : ১. হজ্ব বা উমরার নিয়ত করা ও ২. তালবিয়া পড়া।–মানাসিক ৮৯; গুনইয়াতুন নাসিক ৬৫

ইহরামের কাপড় পরিবর্তন না করা

কেউ কেউ মনে করেন, যে কাপড়ে ইহরাম বাঁধা হয়েছে সে কাপড় নাপাক না হলে হালাল (ইহরাম শেষ) হওয়ার আগ পর্যন্ত তা বদলানো যাবে না। এ ধারণা ঠিক নয়। ইহরামের কাপড় নাপাক না হলেও বদলানো

যাবে।-মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৫০১০-১১; মানাসিক ৯৮; গুনইয়াতুন নাসিক ৭১

তাওয়াফের বাইরে ইযতিবা করা

অনেকে ইহরামের কাপড় পরার পর থেকেই ইযতিবা (ইহরামের চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর রাখা) অবস্থায় থাকেন এবং হালাল হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকাকে শরয়ী হুকুম মনে করেন। এটা ভুল। এভাবে নামায পড়লে নামায মাকরূহ হবে। আবার অনেকে তাওয়াফের সাথে সাঈতেও ইযতিবা করে থাকেন। অথচ সাঈতে ইযতিবা নেই। এমনকি সকল তাওয়াফেও এটি সুন্নত নয়; বরং শুধু যে তাওয়াফের পর সাঈ করা হবে শুধু সেই তাওয়াফেই ইযতিবা করতে হয়।-মানাসিক ৯৮, ১২৯; আলমুগনী ৫/২১৭; গুনইয়াতুন নাসিক ৭১

তামাত্তুকারীর একত্রে হজ্ব ও উমরার ইহরাম করা

কোনো কোনো তামাত্তু হজ্বকারী প্রথমে ইহরাম বাঁধার সময় একত্রে হজ্ব ও উমরার নিয়ত করে ফেলেন।

অথচ হজ্বে-তামাত্তুর নিয়ম হল, প্রথমে শুধু উমরার ইহরাম করা। বাইতুল্লাহ পৌঁছে উমরার কাজ সেরে হালাল হওয়া। তারপর আবার হজ্বের সময় হজ্বের নিয়তে ইহরাম বাঁধা। অতএব কেউ যদি মাসআলা না জানার কারণে একত্রে উমরা ও হজ্বের নিয়ত করে ইহরাম করে নেন তবে

তিনি কিরান হজ্বকারীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। তিনি উমরাহ করে হালাল হতে পারবেন না; বরং একেবারে হজ্ব শেষ করে চুল কেটে হালাল হবেন।–মানাসিক ৯৬

ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের চেহারা খোলা রাখা

ইহরাম অবস্থায়ও মহিলাদের চেহারার পর্দা করা জরুরি। যেহেতু নারী-পুরুষ সকলের জন্যই এ অবস্থায় চেহারায় কাপড় লাগিয়ে রাখা নিষেধ, তাই অনেক মহিলা মনে করেন যে, ইহরাম বাঁধার পর চেহারা খোলা রাখতে হবে; চেহারার পর্দা করা যাবে না। এ ধারণা ঠিক নয়। এ অবস্থায় চেহারায় যেন কাপড় না লেগে থাকে এমনভাবে পর্দা করা জরুরি।–সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১৮৩৩; মানাসিক ১১৫; রদ্দুল মুহতার ২/৪৮৮

ইহরাম অবস্থায় বাইতুল্লাহ স্পর্শ করা

বাইতুল্লাহর দেয়াল ও গিলাফে নিচ থেকে প্রায় ৭/৮ ফুট পরিমাণ চতুর্দিকেই আতর, সুগন্ধি লাগানো থাকে। তাই যে কোনো অংশে হাত লাগালে হাতে আতর লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, যা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। তাই ইহরাম অবস্থায় গিলাফে বা কাবা ঘরে হাত না লাগানো উচিত। এ সময় আবেগের বশবর্তী না হয়ে হুঁশকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। একটু সতর্ক হলেই এ বড় ভুল থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।

হাজরে আসওয়াদে চুমু দিতে শব্দ করা

হাজরে আসওয়াদে সরাসরি বা হাতের ইশারায় চুমু দেওয়ার ক্ষেত্রে শব্দ করা নিষেধ। এক্ষেত্রে চুমু দিতে শব্দ করা আদব পরিপন্থী।– মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৬০৪৭; মানাসিক ১৩১; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৯৩;

তাওয়াফে নির্দিষ্ট দুআকে জরুরি মনে করা

কেউ কেউ তাওয়াফের প্রতি চক্করের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট দুআ পড়াকে জরুরি মনে করেন। নির্দিষ্ট দুআ নিজের মুখস্থ না থাকলে অন্যের সাহায্য নিয়ে পড়ে থাকেন। এটা ঠিক নয়। তাওয়াফ অবস্থায় এমন কোনো নির্দিষ্ট দুআ নেই, যা না পড়লে তাওয়াফ হবে না। তবে হাদীস ও আছারে বিশেষ কিছু দুআ বর্ণিত আছে। সম্ভব হলে তা পড়া উত্তম। তাওয়াফে যে কোনো দুআ পড়া যেতে পারে। আরবীতে দুআ করা জরুরি নয়। নিজের ভাষায়ও দুআ করা যাবে।–আলমাবসূত ৪/৯; আলমাসালিক ফিল মানাসিক ১/৩৯২

জামাতবদ্ধ হয়ে তাওয়াফ করা

অনেকে জামাতবদ্ধ হয়ে তাওয়াফ করেন এবং জামাতের মধ্যে একজন মুখস্থ বা দেখে দেখে উঁচু আওয়াজে দুআ পড়েন আর তার সঙ্গে পুরো জামাত সমস্বরে দুআ পড়তে থাকেন। এ নিয়মে একাধিক আপত্তিকর বিষয় রয়েছে–

ক) সমস্বরে দলবদ্ধভাবে দুআ পড়ার কারণে অন্যদের একাগ্রতা বিঘ্নিত হয়।

খ) তাওয়াফ অবস্থায় এভাবে দুআ পড়া-পড়ানোর রেওয়াজ সালাফ থেকে প্রমাণিত নেই।

গ) আরো একটি বড় ক্ষতি হল, দলবদ্ধভাবে চলার কারণে মাতাফে ভিড় সৃষ্টি হয়। অন্যদের উপর অস্বাভাবিক চাপ পড়ে। এতে তাদের কষ্ট হয়। অপ্রয়োজনীয় কাজের জন্য এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ঠিক নয়।–আহকামে হজ্ব ৫১

পুরো তাওয়াফে রমল করা

অনেকে তাওয়াফের ৭ চক্করেই রমল করে থাকেন এবং সকল তাওয়াফে করেন। এটি ভুল। রমল শুধু ওই তাওয়াফেই করতে হয় যে তাওয়াফের পর সাঈ আছে। আর এই তাওয়াফেরও সব চক্করে নয়, শুধু প্রথম তিন চক্করে।–ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৬; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৯৮

অন্যকে কষ্ট দিয়ে রমল করা

রমল করা সুন্নত। মাতাফে কোনো কোনো সময় অস্বাভাবিক ভিড় হয়। বিশেষ করে হজ্বের আগে দু'এক দিন এবং যিলহজ্বের ১০-১১ তারিখ। তখন মাতাফে স্বাভাবিকভাবে হাঁটাই মুশকিল হয়। সামান্য ঠেলা-ধাক্কার

প্রভাব পড়ে অনেক দূর পর্যন্ত। তাই ভিড় বেশি হলে রমল করবেন না; বরং তখন স্বাভাবিকভাবে চলবেন। চলতে চলতে কখনো ফাঁকা পেলে এবং অন্যের কষ্ট না হলে রমল করবেন। অন্যথায় নয়।–মানাসিক ১৩৪; রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৮

মহিলাদের রমল

রমল শুধু পুরুষের জন্য। এ বিধানটি মহিলাদের জন্য নয়। তাই মহিলাদের জন্য রমল করা ঠিক নয়।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৩১০৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৫

তাওয়াফ অবস্থায় কাবা শরীফের কোনো অংশ স্পর্শ করা

তাওয়াফ অবস্থায় কাবা শরীফের দুই স্থানে স্পর্শ করার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এক. হাজরে আসওয়াদ। দুই. রুকনে ইয়ামানী। এছাড়া অন্য কোনো অংশ স্পর্শ করার কথা হাদীসে নেই। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৬০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২৬৭) অথচ অনেক তাওয়াফকারীই এর ব্যতিক্রম করেন।

হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানী ছাড়াও অন্য দুই কোণে বা ফাঁকা পেলেই বাইতুল্লাহর দেয়ালে চুমু দেন বা আলিঙ্গন করেন। এর কারণে ইচ্ছাকৃত সীনা বাইতুল্লাহর দিকে করা হয়।

নফল তাওয়াফের পর নামায না পড়া বা বিলম্বে পড়া

তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামায না পড়ে একের পর এক নফল তওয়াফ করতে থাকা ঠিক নয়। ফরয ও ওয়াজিব তাওয়াফের মতো নফল তাওয়াফের পরও দুই রাকাত নামায পড়া ওয়াজিব এবং বিনা ওজরে একাধিক তাওয়াফের নামায একত্রে পড়া মাকরূহ। তবে নামাযের মাকরূহ ওয়াক্ত হলে তাওয়াফের দুই রাকাত পরে পড়া যাবে এবং একত্রে একাধিক তাওয়াফ করা যাবে।–রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৯; গুনইয়াতুন নাসিক ১১৭

তাওয়াফের নামায পড়ার স্থান নিয়ে বিভ্রান্তি

এই দুই রাকাত নামায মাকামে ইবরাহীমকে সামনে রেখে পড়া মুস্তাহাব। কিন্তু কেউ কেউ মাকামে ইবরাহীমকে পেছনে রেখে মাকামে ইবরাহীম ও বাইতুল্লাহর মাঝের ফাঁকা জায়গায় নামায পড়ে থাকেন। একে তো এই স্থানে নামায পড়লে তাওয়াফকারীদের চলাচলে খুব সমস্যা সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত এতে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে পড়ার সুন্নতটিও আদায় হয় না।–গুনইয়াতুন নাসিক ১১৬; রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৯

মাকামে ইবরাহীমের পেছনে তাওয়াফের নামায পড়া জরুরি মনে করা

অনেকে এই স্থানেই তাওয়াফের নামায আদায় করাকে জরুরি মনে করেন। কেউ কেউ দুই তিনজনের

সহযোগিতা নিয়ে তাদের বেষ্টনীতে নামাযে দাঁড়ান। ফলে তাওয়াফকারীগণ ভীষণ চাপের মুখে পড়েন। অথচ এ সুন্নত মাকামে ইবরাহীম বরাবর দূরে দাঁড়িয়ে পড়লেও আদায় হয়ে যায়। অবশ্য ওই বরাবর ভিড় থাকলে মসজিদে হারামের যে কোনো স্থানে পড়া যেতে পারে। এমনকি মসজিদে হারামের বাইরে হেরেমের এলাকায় পড়লেও আদায় হয়ে যাবে। তবে হেরেমের এলাকার বাইরে পড়া মাকরূহ তানযিহী। সুতরাং ওই স্থানে পড়ার সুন্নত আদায় করতে গিয়ে অন্যকে কষ্ট দিয়ে গুনাহে লিপ্ত হবেন না।–সহীহ বুখারী ১/২২০; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৫২৬০; রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৯

কাতারের সংযোগ ছাড়াই মসজিদে হারামের জামাতে অংশগ্রহণ

অনেকে মনে করেন, মাইকের আওয়াজ শোনা গেলেই ইমামের পেছনে ইকতিদা করা সহীহ হয়ে যায়। ফলে হোটেলে নিজ কক্ষে থেকে মসজিদে হারামের জামাতের ইক্তিদা করেন। এটা সহীহ নয়। আবার অনেকে মূল জামাত থেকে অনেক দূরে রাস্তায় কাতারের সংযোগ ছাড়া জামাতে শরীক হন। এটাও ঠিক নয়। এভাবে নামায সহীহ হয় না। নামায সহীহ হওয়ার জন্য মূল জামাতের সাথে কাতারের সংযোগ জরুরি। শুধু আওয়াজ শোনা যথেষ্ট নয়।–রদ্দুল মুহতার ১/৫৮৪

সাঈতে নির্দিষ্ট দুআকে জরুরি মনে করা

তাওয়াফের মতো এখানেও প্রতি চক্করে কিছু নির্দিষ্ট দুআকে জরুরি মনে করা হয়। ফলে নিজে দুআ না পারলে অন্যের সাহায্য নিয়ে দলবদ্ধভাবে দুআ পড়া হয়। যার কারণে অন্যদের আমলে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়। এটা ঠিক নয়। সাঈতে এমন কোনো দুআ নেই, যা না পড়লে সাঈ হবে না।-মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৪৭১২; আদ্দুররুল মুখতার ২/৫০০

নফল সাঈ

কারো কারো ধারণা, নফল তাওয়াফ করা যেমন সওয়াবের কাজ, তেমনি নফল সাঈ করাও সওয়াবের কাজ। অথচ নফল সাঈ নেই। সাঈ শুধু উমরা ও হজ্বের একটি ওয়াজিব আমল। এ দু'টি ক্ষেত্র ছাড়া সাঈ করা যাবে না।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২৭৯; রদ্দুল মুহতার ২/৫০২; গুনইয়াতুন নাসিক ১৩৫

সামান্য ওজরে হুইল চেয়ারে সাঈ বা তাওয়াফ করা

সামান্য অজুহাতে হুইল চেয়ারে তাওয়াফ বা সাঈ করা জায়েয নয়। এভাবে তাওয়াফ বা সাঈ করলে তা আবার পায়ে হেঁটে করা জরুরি। অন্যথায় দম ওয়াজিব হবে। যদি হাঁটতে অক্ষম হয় কিংবা হেঁটে সাঈ-তাওয়াফ করলে অসুখ বেড়ে যায় বা অস্বাভাবিক কষ্ট হয় তাহলে 'হুইল

চেয়ারে' তাওয়াফ করা বা সাঈ করা জায়েয।–বাদায়েউস সানায়ে ২/৩১৯

সাঈতে মহিলাদের দৌড়ানো

সবুজ দুই পিলারের মধ্যবর্তী স্থানে পুরুষের জন্য মধ্যম গতিতে দৌড়ানো সুন্নত। মহিলাদের জন্য এই হুকুম নেই।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৩১০৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৫; মানাসিক, পৃষ্ঠা : ১৭৯

হজ্বের ইহরামের স্থান নিয়ে বিভ্রান্তি

অনেকে হজ্বের ইহরাম মসজিদে হারামে গিয়ে করা জরুরি মনে করেন। অথচ সেখানে ইহরাম বাঁধা উত্তম, জরুরি নয়। হজ্বের ইহরাম হোটেলে বা হেরেমের এলাকার যে কোনো স্থানে করা যায়। তবে হেরেমের এলাকায় করা জরুরি।–মানাসিক ১৮৭; গুনইয়াতুন নাসিক ২১৬

মিনায় দ্বন্দ-কলহ

মূলত 'মিনা' থেকে যেহেতু হজ্বের কাজ শুরু হয় তাই শয়তান সুযোগে থাকে যে, হজ্বের শুরুতেই এমন কাজ করিয়ে দিবে যার দ্বারা হজ্বের রূহ নষ্ট হয়ে যায়। যেমন-

মিনায় অবস্থানের জায়গা নিয়ে হাজ্বীদের মধ্যে ঝগড়া এবং গালিগালাজ পর্যন্ত হয়ে যায়। আর এটা যেন মিনাতে হতেই হবে। ওই মাঠেও কি আরামে শোয়ার জন্য ঝগড়া

করতে হবে? এটা কি অসম্ভব যে, নিজেদের বিছানা তাঁবুর বাইরে রেখে অন্য ভাইদেরকে ভালোভাবে জায়গা করে দেব। সৌদির অনেক হাজী রাস্তাতেই মিনার দিনগুলো অতিবাহিত করে দেন। প্রথমে জায়গা না হলেও পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, তাঁবুর ভেতরেই সকলের ভালোভাবে জায়গা হয়ে যায়।

তালবিয়া কম পড়া

মিনা, আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থানকালে তালবিয়ার আওয়াজ কম শোনা যায়। অথচ ইহরাম বাঁধার পর থেকে ১০ তারিখ কংকর মারার আগ পর্যন্ত সশব্দে তালবিয়া পড়া গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। এ সময় এটিই অধিক পরিমাণে পড়তে বলা হয়েছে।–সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২৮১; মানাসিক ১০৩

মসজিদে নামিরার পশ্চিমের অংশে অবস্থান করা

আরাফায় মসজিদে নামিরার পশ্চিমের কিছু অংশ 'উকূফের' জায়গা নয়। তাই এখানের উকূফ গ্রহণযোগ্য নয়।–সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২৮২২; গুনইয়াতুন নাসিক, পৃষ্ঠা : ১৫৭

সূর্যাস্তের আগে আরাফার ময়দান ত্যাগ করা

সূর্যাস্তের আগে আরাফার ময়দান ত্যাগ করা নাজায়েয। সৌদি সরকারের পক্ষ থেকেও ব্যবস্থা নেওয়া হয় যেন

বাসগুলো সূর্যাস্তের আগে না ছাড়ে। কিন্তু বহু লোক সূর্যাস্তের আগে হেঁটে মুযদালিফার দিকে রওনা হয়ে যান। অথচ সূর্যাস্তের আগে আরাফার ময়দান ত্যাগ করলে দম ওয়াজিব হবে। আবার অনেকে সূর্যাস্তের আগে থেকেই যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। অথচ ওই সময় তাসবীহ, দুআ ও মুনাজাতের গুরুত্বপূর্ণ সময়। যাহোক, এ সময়টি অনেকেরই বড় গাফলতিতে কাটে, যা মোটেও কাম্য নয়।-গুনইয়াতুন নাসিক, পৃষ্ঠা : ১৫৯-৬০; আদ্দুররুল মুখতার ২/৫০৮

মাগরিব ও ইশা পড়া নিয়ে ভ্রান্তি

মাগরিব ও ইশা মুযদালিফায় গিয়ে একত্রে পড়া ওয়াজিব। এটা তো ঠিক আছে। কিন্তু কখনো ভিড়ের কারণে গাড়ি ফজরের আগে মুযদালিফায় পৌঁছতে পারে না। তখন মুযদালিফায় পড়ার আশায় এ দুই ওয়াক্ত নামায অনেকে কাযা করে ফেলেন। এক্ষেত্রে করণীয় হল সুবহে সাদিকের পূর্বে মুযদালিফায় পৌঁছা না গেলে পথেই মাগরিব-ইশা পড়ে নেওয়া জরুরি। অন্যথায় এ দুই ওয়াক্ত নামায কাযা করার গুনাহ হবে।-আদ্দুররুল মুখতার ২/৫১০; গুনইয়াতুন নাসিক ১৬৪

মুযদালিফার বাইরে অবস্থান

কোনো কোনো হাজ্বী সাহেবকে মুযদালিফার সীমানার বাইরে অবস্থান করতে দেখা যায়। অথচ মুযদালিফায় রাত

যাপন করা সুন্নতে মুআক্কাদা এবং সুবহে সাদিকের পর কিছু সময় 'উকূফ' করা ওয়াজিব। তাই মুযদালিফার সীমানা ভালোভাবে দেখে তার ভেতরেই অবস্থান করা জরুরি।–মানাসিক, মোল্লা আলী, পৃষ্ঠা : ২২০

মুযদালিফায় কংকর সংগ্রহকে জরুরি মনে করা

প্রথম দিনের ৭টি কংকর মুযদালিফা থেকে নেওয়া মুস্তাহাব। কিন্তু অনেক হাজ্বী মুযদালিফা থেকে তিন দিনের সকল কংকর সংগ্রহ করাকে জরুরি মনে করেন। ফলে মুযদালিফায় পৌঁছতে দেরি হয়ে গেলে সুবহে সাদিকের পরও অনেকে কংকর কুড়াতে থাকেন। অথচ সুবহে সাদিকের পর থেকে চারদিক ফর্সা হওয়া পর্যন্ত দুআ-দরূদ ও যিকর-আযকারে মশগুল থাকা মুস্তাহাব। এটিই উকূফে মুযদালিফার আসল সময়।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৩৬২২, ১৩৬২৪; মানাসিক ২২২; গুনইয়াতুন নাসিক, পৃষ্ঠা : ১৬৮; রদ্দুল মুহতার ২/৫১৫

সাতের অধিক কংকর নিক্ষেপ করা

অনেকে ইচ্ছাকৃত সাতের অধিক কংকর মেরে থাকেন। এটি ঠিক নয়।–মানাসিক ২৫০; রদ্দুল মুহতার ২/৫১৩

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অন্যকে দিয়ে কংকর মারানো

সামান্য ওজরে কিংবা ওজর ছাড়াই বিশেষত মহিলাদের পক্ষ থেকে বদলী হিসেবে অন্যকে দিয়ে কংকর মারানোর

রেওয়াজ আছে। অথচ দুর্বল ও মহিলারাও রাতের বেলা অনায়াসে কংকর মারতে পারেন। জামরা পর্যন্ত হেঁটে বা গাড়িতে গিয়ে মারার ব্যবস্থা ও সামর্থ্য থাকলে অন্যকে দিয়ে কংকর মারানো জায়েয নয়।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৫৩৯৪; মানাসিক ২৪৭; গুনইয়াতুন নাসিক ১৮৭

কংকর ছাড়া অন্য বস্তু নিক্ষেপ করা

অনেকে মনে করেন ওই স্তম্ভগুলোই শয়তান। তাই সেখানে জুতা-স্যাণ্ডেলও মেরে থাকেন। জুতা-স্যান্ডেল মারা জায়েয নয়। স্তম্ভগুলো তো হল কংকর নিক্ষেপের জায়গা নির্ধারণের আলামতমাত্র। এখানে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক কংকর নিক্ষেপ করা জরুরি। ব্যতিক্রম করার অবকাশ নেই।–মানাসিক ২৪৮; আদ্দুররুল মুখতার ২/৫১৪

মাথা আংশিক হলক করা

কেউ কেউ মাথার অর্ধেক হলক করে বাকি অর্ধেকে চুল রেখে দেন। এমন একজনকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'যেহেতু পরে আরেকটি উমরা করব তাই অর্ধেক হলক করেছি। দ্বিতীয় উমরা করে বাকিটা হলক করব।' এটাও ভুল। হজ্বের সময় তো নয়ই অন্য সময়ও এভাবে অর্ধেক হলক করা নিষেধ। তাই পরবর্তী সময়ে আরো উমরা করলেও প্রথমবারেই পূর্ণ মাথা হলক করে নিবেন। পরে উমরা করলে হালাল হওয়ার সময় মাথার উপর ক্ষুর বা

ব্লেড ঘুরিয়ে নেওয়াই যথেষ্ট। এছাড়া মাথার চুল যদি আঙ্গুলের এক করের চেয়ে বড় থাকে তাহলে প্রথমবার চুল এক কর পরিমাণ ছোট করে কেটে নিতে পারেন এবং পরবর্তী উমরা করে হলক করে নিবেন।–মানাসিক ২২৯; রদ্দুল মুহতার ২/৫১৬; গুনইয়াতুন নাসিক ১৭৪

পরিশেষ

ভুল আমলের কোনো শেষ নেই। মাসআলা না জানা বা অসচেতনতার কারণে কত শত ভুলই হয়ে যেতে পারে। তাই শুদ্ধ আমলের জন্য সঠিকভাবে মাসআলা জানা জরুরি। এখানে কেবল ওইসব ভুলই উপস্থাপন করা হল, যা ব্যাপকভাবে ঘটে থাকে। আল্লাহ তাআলা হজ্ব ও উমরা পালনকারী সকলকে সঠিকভাবে হজ্ব-উমরা আদায়ের তাওফীক দিন। আমীন।

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

তামাত্তু হজ্বকারীগণ এককেটি আমল করুন এবং খালি ঘরে টিক চিহ্ন দিন

* ইহরামের প্রস্তুতি হিসেবে নখ, মোচ ও শরীরের অতিরিক্ত পশম কেটে উত্তমরূপে গোসল করুন। ☐
* শরীরে আতর লাগান। ☐
* ইহরামের লুঙ্গি ও চাদর পরে নিন। উভয় কাঁধ ঢেকে চাদর পরুন। ইহরামের কাপড়ে আতর না লাগানোই ভালো। মহিলাদের জন্য ইহরামের নির্দিষ্ট কোনো পোশাক নেই। তারা স্বাভাবিক কাপড় পরবেন। চেহারার পর্দার জন্য ক্যাপ বিশিষ্ট নেকাব ব্যবহার করুন। ☐
* মাথা ঢেকে ইহরামের নিয়তে দু'রাকাত নামায পড়ুন। এই দু রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব। ☐
* নামাযের পর পুরুষগণ মাথা থেকে কাপড় সরিয়ে নিন। ☐
* এবার ইহরাম করুন। অর্থাৎ উমরার নিয়ত করে মৃদু আওয়াজে তালবিয়া পড়ুন। মহিলাগণ নিচু আওয়াজে পড়ুন। এরপর দরূদ শরীফ পড়ুন। ☐
* এখন আপনার ইহরাম সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন থেকেই আপনার উপর ইহরাম সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ আরোপ হবে।
* ইহরামের পর থেকে বেশি বেশি তালবিয়া পড়ুন। ☐
* মক্কায় পৌঁছে খানাপিনা সেরে একটু আরাম করে নিন। এরপর

ধীরে-সুস্থে তাওয়াফের উদ্দেশ্যে বের হোন। ☐
* তাওয়াফের জন্য অযু থাকা ওয়াজিব। তাই তাওয়াফের আগে অযু করে নিন। ☐
* তাওয়াফ-সাঈতে তাড়াহুড়ো করবেন না। কেননা এজন্যই তো এসেছেন। তাই সময় নিয়ে অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে সব কাজ করুন। ☐
* হাজরে আসওয়াদের কোণ থেকে তাওয়াফ শুরু করতে হবে। তাই ঐ বরাবর যান। ☐
* উমরার তাওয়াফের নিয়ত করে নিন। ☐
* তাওয়াফের শুরুতেই তালবিয়া বন্ধ করে দিন। ☐
* তাওয়াফ শুরুর আগেই ইজতিবা অর্থাৎ উপরের চাদরটি বগলের নীচ দিয়ে বাম কাঁধের উপর রাখুন। এটি সুন্নত। ☐
* সবুজ বাতির কাছে পৌঁছে কাবার দিকে ফিরে দাঁড়ান অতপর বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে হাজরে আসওয়াদকে হাত দ্বারা ইশারা করুন এবং হাতের তালুতে চুমু দিন।
* এরপর ঐ স্থানেই বাইতুল্লাহকে হাতের বামে রেখে তাওয়াফ শুরু করুন। ☐
* প্রথম তিন চক্করে পুরুষকে রমল করতে হবে। তাই কাঁধ হেলিয়ে দুলিয়ে বীরদর্পে কিছুটা দ্রুত হাঁটুন। এটি সুন্নত। ☐
* শেষের চার চক্করে রমল করবেন না। তবে ইজতিবা শেষ পর্যন্তই থাকবে। ☐
* মহিলাগণ রমল করবেন না। ☐
* প্রতি চক্করে হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসে সেদিক ফিরে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে হাত দ্বারা ইশারা করুন। ☐
* সপ্তম চক্করের পর অষ্টম বার হাজরে আসওয়াদকে চুমু খান

বা হাত দ্বারা ইশারা করুন। তাওয়াফ শেষ হল। ☐

* এবার তাওয়াফের দুই রাকাত ওয়াজিব নামায মাকামে ইবরাহীমকে সামনে রেখে পড়ুন। ভীড় হলে মসজিদে হারামের যে কোনো স্থানে পড়ে নিন। ☐

* যমযম পানি পান করুন। ☐

* সাঈর আগে তাওয়াফের মতো হাজরে আসওয়াদকে আবার চুমু খান বা হাত দ্বারা ইশারা করুন। এটি সুন্নত। ☐

* এরপর সাঈর জন্য সাফা পাহাড়ে উঠুন। ☐

* সাফায় উঠে কাবার দিকে ফিরে দুআ-মুনাজাত করুন। ☐

* অতপর সাঈ শুরু করুন। ☐

* সবুজ বাতি চিহ্নিত স্থানে নিম্নোক্ত দুআটি পড়ুন–

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ

* পুরুষগণ সবুজ বাতি চিহ্নিত স্থানটি কিছুটা দৌড়ে অতিক্রম করুন। ☐

* মারওয়া পৌঁছলে এক চক্কর পূর্ণ হবে। মারওয়া পৌঁছে কাবার দিকে ফিরে দুআ-মুনাজাত করুন। ☐

* আবার সাফার উদ্দেশ্যে আগের নিয়মে রওনা করুন। সাফা পৌঁছলে দ্বিতীয় চক্কর পূর্ণ হবে। ☐

* এভাবে সাফা থেকে মারওয়ায় গিয়ে সপ্তম চক্কর শেষ হবে। ☐

* সাঈ শেষে মাথা মুণ্ডান বা পুরো মাথার চুল এক কর পরিমাণ কাটুন। এটি ওয়াজিব। ☐

* এখন থেকে হজ্বের ইহরাম করা পর্যন্ত আপনি হালাল। ইহরামের কারণে যা হারাম হয়েছিল সবকিছু আপনার জন্য হালাল। ☐

* ৭/৮ যিলহজ্ব হজ্বের ইহরাম করুন। অর্থাৎ হজ্বের নিয়তে তালবিয়া পড়ুন। পুরুষগণ মসজিদে হারাম থেকে করতে পারেন। আর মহিলাগণ নিজ হোটেল থেকেই ইহরাম করুন। ☐

* এখন থেকে আবার ইহরামের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হবে। ☐

* ইহরাম করার পর থেকে তালবিয়া শুরু হল। একেবারে ১০ যিলহজ্ব কংকর নিক্ষেপের আগ পর্যন্ত তালবিয়া চলবে। এবং এটিই আপনার জন্য সর্বোত্তম যিকর। ☐

* ৮ যিলহজ্ব যোহর থেকে পরবর্তী ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায মিনায় পড়ুন। এটি সুন্নত। ☐

* ৮ যিলহজ্ব দিবাগত রাত মিনায় অবস্থান করা সুন্নত। ☐

* ৯ তারিখ সূর্যোদয়ের পর আরাফার জন্য রওনা করুন। এ সময় রওনা করা উত্তম। ☐

* মসজিদে নামিরার জামাতে অংশগ্রহণ করলে যোহর ও আসর একত্রে পড়ুন। অন্যথায় যোহরের ওয়াক্তে যোহর এবং আসরের ওয়াক্তে আসর পড়ুন। ☐

* ৯ যিলহজ্ব সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উকুফে আরাফার সময়। উকুফে আরাফা হজ্বের মূল ফরয। এসময় অত্যন্ত যত্নসহকারে দুআ-যিকর ও তালবিয়ায় মশগুল থাকুন।

* ৯ যিলহজ্ব সূর্যাস্তের পর বিলম্ব না করে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওনা হোন। এ সময় রওনা হওয়া উত্তম। ☐

* ৯ যিলহজ্ব দিবাগত রাত মুযদালিফায় অবস্থান করুন। এটি সুন্নত। ☐

* মাগরিব ও ইশা ইশার সময়ে মুযদালিফায় একত্রে পড়ুন। একত্রে ইশার সময় পড়া ওয়াজিব। এক আযান এবং এক ইকামতে বা দুই ইকামতে। ☐

* ১০ যিলহজ্ব সুবহে সাদিক থেকে চারদিক ফর্সা হওয়া পর্যন্ত উকুফে মুযদালিফার সময়। এ সময় উকুফ করা ওয়াজিব। তাই ফজর শুরু ওয়াক্তে পড়ে বাকি সময় দুআ ও যিকরে মশগুল থাকুন।

* ১০ যিলহজ্ব সূর্যোদয়ের কিছু আগে চতুর্দিক ফর্সা হয়ে গেলেই মিনার উদ্দেশ্যে রওনা করুন। এ সময় রওনা করা মুস্তাহাব।

* বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করুন। এর সময় ১০ যিলহজ্ব সুবহে সাদিক থেকে আগত রাতের শেষ পর্যন্ত। বড় জামরায় ৭টি কংকর মারতে হবে। এটি ওয়াজিব। কংকর মারার পর সেখানে দুআ-মুনাজাত নেই।

* প্রথম কংকর নিক্ষেপের সময় থেকে তালবিয়া বন্ধ করে দিন।

* এরপর দমে শোকর অর্থাৎ হজ্বের ওয়াজিব কুরবানী আদায় করুন। কুরবানী করার আগে ইহরাম ত্যাগ করা যাবে না।

* কুরবানীর পর মাথা মুণ্ডন করুন বা পুরো মাথার চুল এক ইঞ্চি সমান করে কাটুন। এটি ওয়াজিব।

* ইহরামের কাপড় পরিবর্তন করে স্বাভাবিক কাপড় পরুন।

* ইহরামের কারণে যা হারাম হয়েছিল স্ত্রী ছাড়া সবকিছু এখন থেকে আপনার জন্য হালাল।

* হজ্বের ফরয তাওয়াফ তাওয়াফে যিয়ারত করুন। ১০ যিলহজ্ব থেকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে। এই তাওয়াফের পর সাঈ করলে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করা সুন্নত।

* হজ্বের সাঈ করুন। এটি ওয়াজিব। তাওয়াফে যিয়ারতের পর বিলম্ব না করে করা সুন্নত।

* ১০ যিলহজ্ব দিবাগত রাত মিনায় অবস্থান করুন। এটি সুন্নত। অধিকাংশ রাত থাকলেই সুন্নত আদায় হয়ে যায়।

* ১১ যিলহজ্ব সূর্য ঢলার পর থেকে অর্থাৎ যোহরের সময় থেকে আগত সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত সময়ের ভেতর সকল জামরায় ৭টি করে মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করুন। কংকর মারা ওয়াজিব।

* ছোট ও মেঝো জামরায় কংকর মারার পর কেবলামুখী হয়ে দুআ-মুনাজাত করুন।

* বড় জামরায় কংকর মারার পর দুআর জন্য অপেক্ষা না করে চলে আসুন।

* ১১ যিলহজ্ব দিবাগত রাত মিনায় অবস্থান করা সুন্নত।

* ১২ যিলহজ্ব সূর্য ঢলার পর থেকে অর্থাৎ যোহরের সময় থেকে নিয়ে সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত তিন জামরাতেই ৭টি করে মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করুন। কংকর মারা ওয়াজিব।

* ১১ ও ১২ যিলহজ্ব যোহরের আগে কংকর মারার সময়ই হয় না। তাই এ সময় মারলে তা আদায় হবে না।

* এরপর মক্কায় যেতে চাইলে সূর্যাস্তের আগেই মিনা ত্যাগ করা উচিত। মিনায় সূর্যাস্ত হয়ে গেলে এরপর মক্কায় যাওয়া মাকরূহ। তবে এ কারণে কোনো জরিমানা আসবে না।

* ১৩ যিলহজ্ব সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের ভেতর সকল জামরায় ৭টি করে মোট ২১টি কংকর মারা মুস্তাহাব। অবশ্য ১২ তারিখ দিবাগত রাত পার করে সুবহে সাদিক পর্যন্ত মিনায় থাকলে ১৩ তারিখ কংকর মারা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

* মীকাতের বাইরে থেকে আগত হাজীগণ মক্কা ত্যাগ করার আগে একটি বিদায়ী তাওয়াফ করুন। এটি ওয়াজিব।